দুজনার পাঠশালা

শাইখ আদেল ফাতহি আব্দুল্লাহ
ড. হাসসান শামসি পাশা
শাইখ ইবরাহিম দাবিশ

দুজনার পাঠশালা

মূল

ড. হাসসান শামসি পাশা
শাইখ ইবরাহিম দাবিশ
শাইখ আদেল ফাতহি আবদুল্লাহ

গ্রন্থনা ও অনুবাদ

যায়েদ আলতাফ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

অর্পণ

দুজনার পাঠশালায় আমার একমাত্র সহপাঠিনী নুসাইবা ও আরিশের আম্মু ছাড়া আর কাকে?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...﴾

'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।'[১]

***

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ.

'ইবলিশ পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ফিতনা সৃষ্টিকারী সে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি এই এই কাজ করেছি। উত্তরে সে বলে, তুমি কিছুই করোনি। তারপর আরেকজন এসে বলে, আমি তার পিছনে লেগে থেকে তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ইবলিশ তখন তাকে কাছে টেনে নিয়ে বলে, তুমি খুবই কাজের কাজ করেছো।'[২]

[১] সুরা রূম : ২১।
[২] সহিহ মুসলিম : ৬৯৯৯।

তাবেঈ কায়স বিন আবু হাজেম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

بَكَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ- رضي الله عنه- فَبَكَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُكَ تَبْكِي فَبَكَيْتُ.

'আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রীও কান্না শুরু করলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছ কেন? স্ত্রী বলল, আপনি কাঁদছেন, তাই আপনাকে দেখে কাঁদছি।'[৩]

***

পূর্ববর্তী স্ত্রীগণ স্বামীরা উপার্জনের জন্য বাইরে যাওয়ার সময় তাদের বলতেন,

اِتَّقُوا اللهَ فِيْنَا وَ لاَ تُطْعِمُوْنَا الْكَسْبَ الْحَرَامَ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَاى الْجُوْعِ وَالضرِّ وَ لاَ نَصْبِرُ عَاى النَّارِ.

'আমাদের ব্যাপারে আপনি আল্লাহকে ভয় করবেন। আমাদের হারাম কামাই খাওয়াবেন না। কেননা, আমরা ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করে নিতে পারব। কিন্তু জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারব না।'[৪]

[৩] মুসতাদরাকে হাকেম : ৮৭৪৭।
[৪] ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : বিবাহ অধ্যায়।

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার, যিনি আমাদের ইমানের দৌলত দান করেছেন। ইসলামের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ, ভারসাম্যপূর্ণ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন-বিধান দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সমস্ত মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতিও দুরুদ ও সালাম।

ইসলামি শরিয়তে বিয়েকে অর্ধেক দীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একমাত্র ইসলামই বিয়েকে একটি মহান নেয়ামত, পাশাপাশি একটি ইবাদত, শুধু ইবাদত নয়, গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মানবজীবন ও মানব সমাজের শৃঙ্খলা ও শুচিশুভ্রতা রক্ষার্থে এর গুরুত্ব কত অধিক। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বিবাহবিমুখদের সম্পর্কে অত্যন্ত মারাত্মক কথা উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন,

اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،

'বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৫]

কোনো নফল আমল বর্জনের ক্ষেত্রে নবিজি এত কঠিন কথা উচ্চারণ করেননি। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নফল আমলের চেয়ে বিয়ের গুরুত্ব অধিক। জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে গুনাহে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিয়ে করা ওয়াজিব। আশঙ্কা না থাকলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহর নিকট যে কোনো নফল আমলের চেয়ে বিয়ে করা উত্তম। তাদের মতে, সর্বক্ষণ আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকা, ইবাদতপরায়ণতা ও পার্থিব নির্মোহতার উদ্দেশ্যে চিরকুমার থাকার চেয়ে বিয়ে করা উত্তম।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا

'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাজউন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেন। নবিজি তাকে অনুমতি দিলে আমরাও নপুংসক হয়ে যেতাম।'[৬]

---

[৫] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৪৬।

সাহাবায়ে কেরামের নিকট বিয়ে অত্যন্ত পছন্দের ও সহজ একটি বিষয় ছিল। আমাদের সমাজের মতো তাদের কাছে বিয়ে মানে কাড়ি কাড়ি টাকার খেলা ছিল না।

ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পুত্রকে বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

لَا يَتِمُّ نِسْكُ النَّاسِكِ حتّٰى يَتَزَوَّجَ

'বিয়ে করার আগ পর্যন্ত কোনো ধার্মিকের ধার্মিকতা পূর্ণতা পায় না।'

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, 'আমি যদি জানতে পারি যে, আমার আর মাত্র দশ দিন হায়াত আছে, তখনও আমি বিয়ে করা পছন্দ করব।'

এমনিভাবে হযরত মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু মহামারিতে তার দুজন স্ত্রী মারা যাওয়ার পরও তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও। কেননা আমি আল্লাহর সঙ্গে অবিবাহিত অবস্থায় সাক্ষাৎ করতে চাই না।'

হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর চারজন স্ত্রী ও সতেরো জন দাসী ছিল। অথচ তিনি অন্যতম দুনিয়াবিমুখ মহান সাহাবি ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, বিয়ে করা মানে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি নয়।[৭]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার আবু যাওয়ায়েদকে ধমকের সুরে বলেন, 'বিয়ে করছ না কেন? তোমার কি বার্ধক্য চলে এসেছে নাকি তুমি চরিত্রহীন, লম্পট?'[৮]

চতুর্দিক থেকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো পাপাচার, পর্ণ আসক্তি ও যৌন মানসিকতার এই সমাজে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই, তা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি।

কিন্তু বিয়ে করলেই কী আমরা সফল হতে পারব? রেশম-কোমল চুলে বাঁধা পড়লেই কি আমরা সুখময় জীবনের পরশ পাব? নানান জটিলতা ও সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করব?

---

[৬] সহিহ বুখারি : ৫০৭৩।

[৭] ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : বিবাহ অধ্যায়।

[৮] ইমাম যাহাবিকৃত সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৩৮।

সেজন্য আমাদের বিস্তর পড়াশোনা করতে হবে। বিয়ে ও বিয়ে পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানতে হবে। নবি জীবনের দিকনির্দেশনা আহরণ করতে হবে। নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে।

কেননা আমরা বর্তমানে এমন এক দূষিত, পঙ্কিল ও অস্থির সমাজে বসবাস করছি, যেখানে মানুষ বিয়ে করেও শান্তিতে নেই। দাম্পত্য কলহের বিষাক্ত ছোবলে পরিবারগুলো ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্য দম্পতি লোভ-লালসা, কলহ-বিবাদ, সন্দেহ এবং পরকিয়ার বলি হচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে কেটে টুকরো টুকরো করছে। স্ত্রী স্বামীকে। নিষ্পাপ সন্তানরাও কখনো এসব নৃশংসতার শিকার হচ্ছে।

শুধু যে জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিতদের সংসার ভাঙছে তা নয়। দীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও সংসার ভাঙছে। দীনদারি দেখে বিয়ে করার পরও সংসার টেকানো কঠিন হয়ে পড়ছে। *দুজনার পাঠশালা* নামে বক্ষ্যমাণ এই গ্রন্থে এসব সমস্যা থেকে বেঁচে থাকার এবং এ থেকে উত্তরণের পথ সন্ধান করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নবিজির পারিবারিক জীবনাদর্শগুলোকে বারবার সামনে এনে সেগুলো স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

মূলত তিনজন বিখ্যাত লেখকের বই ও লেকচার থেকে এই বইটি সাজানো হয়েছে।

১. ডক্টর হাসসান শামসি পাশার *হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন* গ্রন্থের নির্বাচিত কিছু লেখার অনুবাদ এখানে পেশ করা হয়েছে। তিনি একজন সিরিয়ান চিকিৎসক। জন্ম ১৯৫১ সালে। আরবের জেদ্দা শহরস্থ কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালের কার্ডিওলজির পরামর্শক এবং আয়ারল্যান্ড, গ্লাসগো ও লন্ডনের রয়্যাল কলেজের চিকিৎসকদের ফেলো। তিনি তার লেখায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন এবং সেগুলো নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেন।

২. শাইখ ইবরাহিম দাবিশ। সৌদি আরবের রাস শহরস্থ জামে মালিক আবদুল আযিযের ইমাম ও খতিব। বিখ্যাত দাঈ। আল-কাসিম ইউনিভার্সিটির উসতাযুস সুন্নাহ (সুন্নাহর অধ্যাপক)। ইউটিউবে তার অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। এখানে তার *ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ* (স্ত্রীর সঙ্গে আচরণনীতি) শিরোনামের অধীনে বক্তৃতাগুলোর অনুবাদ করা হয়েছে। তিনি তার বক্তৃতায় সাধারণত অধিক পরিমাণে আয়াত ও হাদিস এবং নবিজি ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ তুলে ধরেন এবং সেখান থেকে মূল সমাধান ও দিকনির্দেশনা বের করে নিয়ে আসেন।

৩. শাইখ আদেল ফাতহি আবদুল্লাহ। আরবের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক। দাম্পত্য, পারিবারিক জীবন এবং আত্মোয়ন্নমূলক বিষয়ক তার অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই অত্যন্ত চমৎকার। এখানে তার *কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি ও তুরদিনা রাব্বাকি* (আপনি কীভাবে স্বামীর মন জয় করবেন এবং রবের সন্তুষ্টি হাসিল করবেন) গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী সাধারণত যেসব ভুল করে থাকে এ বিষয়ক তার আরও দুটি গ্রন্থ রয়েছে। সেই গ্রন্থ দুটি থেকেও নির্বাচিত কিছু লেখার অনুবাদ করা হয়েছে।

আশা করি বইটি আপনার চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা পরিবর্তনে ভূমিকা রাখবে। দাম্পত্য জীবনের নানান জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং আপনাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণের সন্ধান দিবে।

বইটিতে আমরা প্রতিটি হাদিস কিতাবের নাম ও নাম্বারসহ উল্লেখ করেছি। সমসাময়িক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আলোচনা যাতে দীর্ঘ হয়ে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক না করে, সেজন্য আমরা প্রতিটি শিরোনামের অধীনে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

পথিক প্রকাশন-এর কর্ণধার ইসমাইল ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। বইটিকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর ও দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে তিনি চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেননি। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তার প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এটি আমার দ্বিতীয় বই। এই বইটি যখন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তখন আমার আম্মা মারাত্মক অসুস্থ। ব্রেইন স্ট্রোক করে এক পাশ প্যারালাইজড। আপনাদের কাছে আবেদন, আপনারা আমার আম্মার দ্রুত ও পূর্ণ সুস্থতার দুআ করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তার মাকবুল বান্দা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ যদি সুস্থ রাখেন, কলম ও কালির মেহনত জারি রাখেন, কথা হবে অন্য কোনো বইয়ে।

যায়েদ আলতাফ

সাভার, ঢাকা।
২১-আগষ্ট-২০২১ ইং
১২-মুহাররাম-১৪৪৩ হি.

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের কোভিড-১৯-এর মতো বৈশ্বিক মহামারির হাত থেকে এখনও সুস্থ রেখেছেন। বাঁচিয়ে রেখেছেন। দুরূদ ও সালাম রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে সত্যসহ প্রেরিত হয়েছেন।

বই প্রকাশের জন্য যদিও এই সময়টা উপযোগী না। করোনা আগের চেয়ে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অসুস্থতা আমাদের গভীর সংকটের মুখে নিপতিত করছে। আমরা জানি না,এ অবস্থার শেষ কোথায়? তবে আমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নই। তিনি অবশ্যই আমাদের উপর করুণা বর্ষণ করবেন। আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াব। সবকিছু আবার সচল হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

কোভিড-১৯-এর কারণে দেশের সমস্ত পাঠশালা যখন বন্ধ, তখন আমরা আপনাদের সামনে *দুজনার পাঠশালা* নিয়ে হাজির হয়েছি। বইটি মূলত যারা দু পা থেকে চার পায়ে পরিণত হয়েছেন, সিঙ্গেল থেকে মিঙ্গেল হয়েছেন, তাদের জন্য। তবে অন্যরাও পড়তে পারেন পূর্ব-প্রস্তুতির জন্য।

অবিবাহিতদের জীবনে কোনো সমস্যা হলে মুরুব্বিদের বলতে শোনা যায়, ‘ওকে বিয়ে করিয়ে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।’ আসলেই কি বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যায়? নাকি বৈবাহিক জীবনের পদে পদে রয়েছে নানান জটিলতা? জটিলতা থাকলে সেগুলো কী কী এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় কী? সেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই বইটিতে। এর প্রতিটি লেখায় আমি ভীষণভাবে আলোড়িত হয়েছি, ইনশা আল্লাহ আপনারাও আলোড়িত হবেন।

আশা করি পথিক প্রকাশন-এর অন্যান্য বইয়ের মতো এই বইটিকেও আপনারা সাদরে গ্রহণ করবেন। কোনো ভুল-ত্রুটি হলে জানিয়ে বাধিত করবেন। আরেকটি কথা, গল্পের প্রয়োজনে বইটিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ও চরিত্র কল্পনাপ্রসূত। কারও সঙ্গে মিলে গেলে তা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। সবাই ভালো থাকবেন।

মো. ইসমাইল হোসেন

সূচিপত্র

শুরুর কথা ১৬
দাম্পত্য জীবনের অর্থ.. ১৮
স্বামীর অভিযোগ ২০
স্ত্রীর অভিযোগ... ২৩

ম্যান চ্যাপ্টার ২৫
স্ত্রীর হক...২৬
স্ত্রীর সঙ্গে আচরণশিল্প..২৭
স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আচরণনীতি ২৯
কুরআনের আলো থেকে.. ৩১
কেন বিয়ে করবেন? ৩২
পাত্রী নির্বাচনে পুরুষদের কিছু ভুল.. ৩৪
স্ত্রীকে দীন শিক্ষা দেওয়া ৩৭
প্রয়োজন একটি ক্ষমার রবারের ৪০
স্ত্রীকে সম্মান করা ৪২
ভালোবাসার স্পষ্ট প্রকাশ...৪৪
নারী পুরুষের মতো নয় ৪৬
পুরুষ নারীর মতো নয়...৪৭
কালিমাতুন তাইয়্যিবাহ.. ৪৮
স্ত্রীর কথার কীভাবে সুন্দর করে উত্তর দেবেন? ৪৯
যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন ৫১
প্রথমে গিয়ে তোমার গাধাকে তালাক দাও ৫৪
লোকের কথা শুনেই বিশ্বাস না করা ৫৬
অবহেলা ৫৯

শেষ কবে স্ত্রীকে গিফট দিয়েছিলেন? ৬১
নারীরা যেসব কারণে মিথ্যা বলে ৬৩
পুরুষরা যেসব কারণে মিথ্যা বলে ৬৫
একদিকে মা, একদিকে স্ত্রী..৬৭
স্ত্রীর কারণে মায়ের উপর জুলুম না করা ৭০
পরনারী আসক্তি..৭৪
শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে আচরণ ৭৯
আদরের বোন ৮১
শপিংয়ে যাওয়ার সময় লক্ষণীয়..৮৪
কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় লক্ষণীয়..৮৫
শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যাওয়া ৮৬
এরই নাম ভালোবাসা ৮৭
আয় বুঝে ব্যয় না করা ৮৯
তুলনায় যাবেন না ৯৩
দরজা কে খুলবে?..৯৬
আপনার দাম্পত্যবৃক্ষে ঈমান সিঞ্চিত করুন ৯৮
দাম্পত্য জীবনের সুরক্ষা ও রক্ষাকবচ ১০০
পুরুষদের সাজসজ্জা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ১০২
কে বেশি চুপ থাকে, পুরুষ না নারী?..১০৭
আদর সোহাগ খুনসুঁটি..১০৯
ক্ষমা ১১৩
স্বামীর রোদন ১১৯
স্ত্রীর রোদন..১২১
স্ত্রীকে সময় দেওয়া ১২২
স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা..১২৭
পারস্পরিক বোঝাপড়া ১২৯
স্ত্রীর সঙ্গে কঠোর আচরণ না করা ১৩১
স্ত্রীর প্রতি নবিজির ভালোবাসা ১৩৪
স্ত্রীর প্রতি খলিফা মাহদির ভালোবাসা ১৩৫

একে অপরকে আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করা ১৩৬
ঘরোয়া কাজে স্ত্রীকে সহায়তা করা ১৪০
স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতি, মন-মানসিকতা এবং পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ রাখা১৪১
গালি-গালাজ ও প্রহার না করা.. ১৪২
স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে কৃপণতা না করা ১৪৪
একটি মারাত্মক গুনাহ : স্ত্রীকে বেদম প্রহার......................................১৪৬
আল্লাহর নাফরমানির বিষয়ে ছাড় না দেওয়া ১৪৮
পিতা-মাতা কেন সন্তানদের সংসারে হস্তক্ষেপ করেন? ১৫৩
নিজেদের কলহ-বিবাদ থেকে সন্তানদের দূরে রাখুন..............................১৫৬
নারীরা যেসব পুরুষদের অপছন্দ করে ১৫৮
ভুল-ত্রুটি ১৫৯
পুরুষরা সাধারণত কেন ভুল স্বীকার করে না? ১৬১

উইমেন চ্যাপ্টার ১৬৩

পাত্র নির্বাচন ১৬৪
স্বামীর হক ১৭২
প্রাণের চেয়ে প্রিয় ১৭৩
চিরসাথী ১৭৪
শ্বাশুড়ি মায়েদের প্রতি ১৭৬
পুত্রবধুর মন কীভাবে জয় করবেন?..১৭৮
পুরুষের জীবনের সবচেয়ে মধুর জিনিস.. ১৭৯
অধিক ভর্ৎসনার কুফল...১৮১
দীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা নাকি নমনীয়তা ১৮৩
মজার মজার খাবার রান্না করা...১৮৫
স্বামীর আনুগত্য দাসবৃত্তি নয়, বরং সুখী দাম্পত্যের মূল ভিত................. ১৮৬
নেতিবাচক অনুভূতিগুলো কীভাবে প্রকাশ করবেন? ১৮৮
এরপর সে আর কোনোদিন চোখ তুলে তাকায়নি ১৯০
যে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়...................... ১৯২
নারীর চাকরির বিধান ১৯৪

পর্দা : নারীর মাহরাম ও গায়রে মাহরাম ১৯৬
গৃহাভ্যন্তরে নারীর সাজসজ্জা গ্রহণ.. ১৯৯
নিজের প্রতি ও সংসারের প্রতি যত্নবান থাকা ২০১
সফল মিলনের সুফল.. ২০২
নিজেদের স্বামী-স্ত্রী সুলভ বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা........... ২০৫
পারিবারিক সমস্যায় বান্ধবীদের কাছে পরামর্শ না চাওয়া ২০৭
স্বামীর প্রতি ঘৃণাবোধ কখন প্রশংসনীয় ও কখন নিন্দনীয়? ২০৯
আমার স্বামী কৃপণ, এখন আমি কী করব? ২১১
স্বামীর যদি মদের নেশা থাকে.. ২১৩
গৃহব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন নারীই দায়িত্বশীল.. ২১৫
কৃতজ্ঞতা নবিদের গুণ ২১৬
রাগ করে চলে যাওয়া ২১৮
শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে আচরণ ২১৯
প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা.. ২২১
শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি ঘৃণা করে.. ২২৪
সংসারের প্রতি বিরক্তি ২২৬
স্বামী যদি ভালো না বাসে ২২৮
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২৩০
নারীরা কেন স্বামীর ভালোবাসা হারায়? ২৩২
পুরুষরা যেসব নারীদের অপছন্দ করে ২৩৩
বৃদ্ধার প্রতি বৃদ্ধের ভালোবাসা.. ২৩৪

বিপজ্জনক চ্যাপ্টার ২৩৬

কথায় কথায় তালাক চাওয়া ২৩৭
ডিভোর্সের আগে ভাবুন.. ২৪০
না বলা কথা ২৪২
একটি চমকপ্রদ ঘটনা ২৪৫
নিকৃষ্ট হালাল (১) ২৪৭
নিকৃষ্ট হালাল (২) ২৪৯
ডিভোর্স সংক্রান্ত পুরুষদের কিছু ভুল.. ২৫১

শুরুর কথা

বিয়ের কথা শুনলেই মন কেমন আনন্দে নেচে উঠে। বুকে কেমন কামনার তৃষ্ণা জাগে। চোখের চারপাশে স্বপ্নগুলো কেমন রঙ ছড়াতে থাকে। কল্পনার জাল বুনে কত বিনিদ্র রাত কাটে।

এটি অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার এক মহান নেয়ামত এবং ইসলামি শরিয়তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

বিয়ের কথা শুনলে এমন আবেগ-অনুভূতি, আগ্রহ-উদ্দীপনা কাজ করে মূলত মানুষের মাঝে জৈবিক চাহিদা ও কাম ক্ষুধা থাকার কারণে।

ইসলাম মানুষের জীবনে যৌনতার অস্তিত্বকে অকপটে স্বীকার করে। স্বীকার করে না যৌনতার অনিয়ন্ত্রিত ও বিশৃঙ্খল ব্যবহারকে।

মানুষ যাতে তার যৌন চাহিদাকে সুশৃঙ্খল ও সুনির্ধারিত পন্থায় যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং যৌনস্খলনের শিকার হয়ে মানব অস্তিত্ব ও মানব সমাজকে পশু সমাজে পরিণত করতে না পারে তাই ইসলাম বিবাহ প্রথার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেছে।

সেই সাথে অবৈধ ও বিকৃত যৌনাচারের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণনা করে এ থেকে নিরুৎসাহিত ও সতর্ক করছে। ভালোবাসাকে অপাত্রে না বিলিয়ে হালাল পাত্রে বিলাতে বলেছে। বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে বিয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কারণ, বিয়ের মাধ্যমে একজন মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা, শারীরিক ও মানসিক ভারসাম্যতা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষিত হয়। তাকওয়া অর্জনের পথ সুগম হয়। মানব প্রজন্মের আগমন ধারা সুনিশ্চিত হয় বিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে। মানবসমাজ আলাদা হয় পশু সমাজ থেকে।

এ জন্যই বিয়ে ছিল সমস্ত নবিগণের সুন্নত এবং আমাদের রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'এবং আপনার পূর্বে আমি অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি এবং তাদের দিয়েছি জীবনসঙ্গিনী ও সন্তান-সন্ততি।'[১]

হাদিস শরিফে এসেছে, আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

[১] সুরা আর-রাদ : ৩৮।

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

'চারটি জিনিস নবি-রাসুলগণের সুন্নাত; লাজ-শরম, সুগন্ধি ব্যবহার, মেসওয়াক করা এবং বিয়ে করা।'[১০]

মানব বংশ রক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে আল্লাহ্ তায়ালা যে অপার যৌন ক্ষমতা দান করেছেন, তা সুনির্ধারিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় পূরণের লক্ষ্যে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে বিয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখতে সাহায্য করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে রোজা রাখবে। কারণ, রোজা যৌন ক্ষমতাকে দমন করে।'[১১]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'কোনো বান্দা যখন বিয়ে করল, তখন সে যেন অর্ধেক দীন পূর্ণ করে ফেলল। সুতরাং সে যেন দীনের অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে।'[১২]

বিয়ের প্রথম ও অন্যতম ভিত্তি স্বামী-স্ত্রী। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুজন মানব-মানবি। এমন অপরিচিত দুজন মানুষের মাঝেই আল্লাহ্ তায়ালা প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি এবং শান্তি ও প্রশান্তির সেতুবন্ধন স্থাপন করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

'আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।'[১৩]

[১০] সুনানু তিরমিযি : ১০৮০।
[১১] সহিহ বুখারি : ৫০৬৬।
[১২] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩০৯৬।
[১৩] সুরা রূম : ২১।

দাম্পত্য জীবনের অর্থ

আসলে দাম্পত্য জীবনের অর্থ কী?

এত সমস্যা!

সমাধান কী?

এত অভিযোগ!

নিরসন কী?

আমি বলব, দাম্পত্য জীবন হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের অপর নাম।

দুজন নর-নারী বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে। তারপর তারা তাদের দাম্পত্য জীবনকে স্বার্থক, সুন্দর ও সুখময় করে তোলার চেষ্টা করে।

দাম্পত্য জীবনকে স্বার্থক, সুন্দর ও সুখময় করে তোলার জন্য অবশ্য একটি মূলনীতি আছে। আমরা এখানে সে মূলনীতিটি উল্লেখ করব। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

'প্রত্যেক বনি আদমই ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো ভুল থেকে তওবাকারী (অর্থাৎ যে সংশোধনপ্রয়াসী)।'[১৪]

আমরা কেউ ত্রুটিমুক্ত নই। ভুলের ঊর্ধ্বে নই। ভুলের কারণেই বনি আদমের পৃথিবীতে আসা। তাই আমাদের দ্বারা ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক।

[১৪] সুনানে ইবনে মাযাহ : ৪২৫১; সুনানে তিরমিযি : ২৪৯৯।

তবে লক্ষ রাখতে হবে, একই ভুল যেন বারবার না হয়। ভুলের উপর যেন আমরা স্থির না থাকি। কোনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করি।

এক্ষেত্রে আমরা নিজের ইগোকে প্রশ্রয় দেব না। গো ধরে থাকব না। তাহলে দিন দিন ভুলের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকবে। জীবন সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত হতে থাকবে। ফুলের মতো চারপাশে সুরভী ছড়াতে থাকবে। রাতের আঁধারে জ্যোৎস্না বিলাতে থাকবে।

জীবনকে যদি একটি বাগানের সাথে তুলনা করি তাহলে ভুলগুলো হলো বাগানের ক্ষতিকর আগাছা। আর তওবা হলো সে আগাছা পরিষ্কারের কাঁচিস্বরূপ।

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি লাভের জন্য হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিম্নোক্ত কথাটি মূলনীতির পর্যায়ে রাখার মতো। তিনি তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

> 'তুমি যদি আমাকে রাগ করতে দেখ, তাহলে তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। আর আমি যদি তোমাকে রাগ করতে দেখি, তাহলে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব। অন্যথায় আমরা একসঙ্গে বসবাস করত পারব না।'

একে অপরকে আমরা যদি ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখি, পরস্পরের প্রতি আমাদের যদি সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে, তাহলে আমরা শুধু আমাদের সঙ্গির গুণগুলোই দেখতে পাব।

কারণ, ভালোবাসার দৃষ্টিতে শুধু গুণ ধরা পড়ে। দোষ নয়। ঘৃণার দৃষ্টিতে শুধু দোষ ধরা পড়ে। গুণ নয়। যাকে ভালো লাগে, সে বাঁকা হয়ে হাঁটলেও সোজা মনে হয়। আর যাকে ভালো লাগে না, সে সোজা হয়ে হাঁটলেও বাঁকা মনে হয়।[১৫]

---

[১৫] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

স্বামীর অভিযোগ

একেকটি সংসার যেন ছোটো ছোটো একেকটি রাজ্য। পুরুষ বা স্বামী সেই রাজ্যের অধিপতি। রাজ্য পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তারই। তাই রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি-অগ্রগতি অনেকটাই তার উপর নির্ভরশীল।

রাজা যদি তার ছোট্ট এই রাজ্যের সুখ-শান্তি কামনা করেন, তাতে স্বর্গোদ্যান নির্মাণ করতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই কিছু বিষয়ে অপরিহার্য জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং শরয়ি নির্দেশনা মোতাবেক সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

পুরুষের হাতে সংসার রাজ্যের এই চাবি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তুলে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের মাধ্যমে চাবিটি তিনি তার হাতে হস্তান্তর করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

‘পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণের উপর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার দায়িত্ব।’[১৬]

বিয়ে আল্লাহ তায়ালার শুধু মহান নেয়ামতই নয়। আল্লাহ তায়ালার একটি হুকুমও। সেই সাথে আমাদের নবিজির সুন্নত। তাই বৈবাহিক জীবনকে স্বার্থক ও সুন্দর করে তুলতে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও তার রাসুলের হেদায়েত মেনে চলতে হবে। সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

সংসার রাজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে রাজাকে (পুরুষকে) অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। নানা অভিযোগ-অনুযোগ তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। ভিতরে ভিতরে খোঁচাতে থাকে। সমস্যা যেহেতু আছে, সেসব সমস্যার সমাধানও আছে। অভিযোগ যেহেতু আছে। সেসব অভিযোগের নিরসনও আছে।

একজন স্বামীর তার স্ত্রীর ব্যাপারে সাধারণত কী কী অভিযোগ থাকে, এবার আমরা তেমনই কিছু অভিযোগের কথা এখানে তুলে ধরব। যেমন,

---

[১৬] সুরা নিসা : ৩৪।

১. তার সঙ্গে সংসার করে কোনো সুখ নেই।
২. তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো শেষ নেই। খরচের কোনো সীমা নেই।
৩. প্রায়ই বাসার বাইরে গমন করে। শপিং, পার্লার, ফাংশন, বেড়াতে যাওয়া—একটা না একটা প্রোগ্রাম আছেই।
৪. খুব উদাসীন। যেমন সন্তান-সন্ততির প্রতি তেমনি আমার প্রতি।
৫. সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধি কম।
৬. রাতে উপেক্ষা করে।
৭. অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন। বাসায় কালি সেজে থাকবে। আর কোথাও বের হওয়ার সময় প্রিন্সেস সেজে বের হবে।
৮. খিটখিটে।
৯. অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ। জেদি। একগুঁয়ে। তাকে নিয়ে আমি আর পারছি না। খুব শীঘ্রই ডিভোর্স দিয়ে দিব।
১০. পর্দা করতে চায় না। দীন-ধর্মের প্রতি উদাসীন।

এ ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। চারপাশ থেকে সেসব অভিযোগ আমাদের কানে আসে। কিছু কিছু ঘটনা তো আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ করি।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সব দোষ স্ত্রী বেচারীর। অভিযোগের তীরে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার জন্যই যেন সে এই সংসারে এসেছে। আর স্বামী দুধে ধোয়া তুলসি পাতা। তার কোনো দোষ নেই। সে নির্দোষ। নিষ্পাপ। পয়গম্বরদের মতো। (নাউযুবিল্লাহ)

আমি যেহেতু পুরুষ। তাই নিজেকে পুরুষের স্থানে রেখেই বলি, ধরে নিলাম বিয়ে করে আমি বড় কোনো সমস্যায় পড়েছি। নারীদের প্রতি আমার একরকম বিতৃষ্ণা চলে এসেছে। এখন আমি কী করব? বনে গিয়ে কিংবা বন থেকে ধরে এনে কোনো পশু-পাখির সঙ্গে সংসার করব?

তাহলে তো সমস্ত নারী জাতি আমার প্রতি বেজায় রকম ক্ষেপে যাবে।

নাকি কোনো পুরুষকে বিয়ে করব?

তখন পুরুষরা আমার দিকে তেড়ে আসবে।

এটা কী কখনো সম্ভব?

সম্ভব নয়।

তাহলে সমাধান?

অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দেখলাম—সমাধান একটাই। মুক্তির পথও একটাই। সেটি হচ্ছে, মূলের দিকে ফিরে আসা। উৎসের সন্ধান করা। আর সেই

মূল ও উৎসটি হল কুরআন-সুন্নাহ। কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। নারী-পুরুষের যিনি একমাত্র স্রষ্টা সেই মহান রব্বুল আলামিনের বিধান মেনে চলা। তাঁর রাসুলের জীবনাদর্শকে অনুসরণ করা।

তবে দাম্পত্য জীবনে শুধু যে পুরুষরাই সমস্যার সম্মুখীন হন তা কিন্তু নয়। নারীরাও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদেরও অনেক অভিযোগ-অনুযোগ থাকে। চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস থাকে। ফোটায় ফোটায় ঝরে পড়া অশ্রু জল থাকে। এদিক থেকে লক্ষ করলে তারা উভয়েই সমান। অর্থাৎ উভয়েরই কিছু সমস্যা রয়েছে। সয়ে যাওয়া কিছু ব্যথা রয়েছে। বয়ে চলা কিছু কষ্ট রয়েছে।

নারী-পুরুষ প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালা বিশেষ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একে অপরকে ছাড়া তারা কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ না। তারা দুজন দুজনার পরিপূরক। প্রত্যেকের যেমন আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে তেমনি মর্যাদা ও গুরুত্বও রয়েছে।[১৭]

[১৭] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

স্ত্রীর অভিযোগ

একটু আগেই বলেছি, বৈবাহিক জীবনে শুধু যে পুরুষের অভিযোগ থাকে তা নয়। একজন নারীরও অনেক অভিযোগ থাকে। নারীরা তো সাধারণত স্বামীর হাতে বাজারের লিস্ট ধরিয়ে থাকে। আজ মনে করুন একটি অভিযোগের লিস্ট ধরিয়ে দিল। বাজারের লিস্টকে গুরুত্ব না দিলে ঘরে যেমন চুলা জ্বলবে না। সবাইকে অভুক্ত থাকতে হবে। তেমনি স্ত্রীর অভিযোগের লিস্টকেও গুরুত্ব না দিলে ঘরে কোনো শান্তি থাকবে না। সবাইকে অশান্তির অনলে পুড়তে হবে।

এবার চলুন—অভিযোগের লিস্টটি দেখে নেওয়া যাক,

১. পরিবারকে সময় দেয় না। বাসা থেকে সেই যে ভোরে বের হয়। ফিরে একেবারে রাত করে।
২. বাবার বাড়ি যেতে দিতে চায় না।
৩. সন্তান ও পরিবারের প্রতি উদাসীন। যেন এ সন্তান ও পরিবার তার না। রাতে বাসায় ফিরে কোথায় একটু পরিবারকে সময় দিবে তা না। এসেই হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসবে। খাওয়া শেষে টিভি বা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।
৪. মুখের ভাষা খারাপ। সন্তানদের সামনেই দুর্ব্যবহার শুরু করে। কথায় কথায় গায়ে হাত তোলে। তালাকের হুমকি দেয়।
৫. নামাজ পড়ে না। ধূমপান করে।
৬. সারাক্ষণ শুধু ভুল ধরতে থাকে।
৭. অযথা সন্দেহ করে। খারাপ ধারণা পোষণ করে।
৮. কখনো আমার ভালো কিছুর প্রশংসা করে না। এত সেজেগুজে থাকি তবু তার মন পাই না।
৯. আমি পড়াশোনা করি এটা তার পছন্দ না।
১০. কোনো বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে না।
১১. ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। খুব মেজাজ দেখায়।
১২. যত খারাপ লোক আছে, তাদের সঙ্গে তার উঠাবসা। ভালো কারও সঙ্গে মিশতে দেখি না।
১৩. আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায় না। খাওয়াতে নিয়ে যায় না।
১৪. খুব কৃপণ। হাড় কিপটে। আমার সঙ্গে তো কিপটেমি করে করেই, সন্তান ও তার বাবা-মার সঙ্গেও করে।

এ ছাড়াও আরও অনেক অভিযোগ রয়েছে। মানুষের জীবনের যেমন নির্দিষ্ট কোনো ছক নেই। বয়ে চলার অভিন্ন কোনো গতিপ্রবাহ নেই, তেমনি অভিযোগেরও কোনো নির্দিষ্টতা নেই। নানান জনের নানান অভিযোগ।

এসব অভিযোগের নিরসন কী? এসব সমস্যার সমাধান কী? সর্বোপরি এসব ক্ষেত্রে একজন নারীর করণীয় কী? স্বামীরই-বা কর্তব্য কী? বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সে প্রসঙ্গেই আলোচনা করা হয়েছে। সামনের আলোচনাগুলো পড়ুন, ইনশাআল্লাহ্ আপনি আপনার সমাধান পেয়ে যাবেন।[১৮]

[১৮] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

ম্যান চ্যাপ্টার

প্রথমে পুরুষকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই। এ কারণে পুরুষসমাজের কেউ ক্ষেপে গিয়ে বলতে পারে, আমাদের দিয়ে শুরু করা কেন?

আমি বলব, কয়েকটি কারণে। প্রথমত পুরুষরা সাধারণত অধিক দায়িত্বশীল, বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত একটি পরিবারকে সুন্দর ও সুখময় করে গড়ে তোলার জন্য পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেশি থাকে। তৃতীয়ত স্ত্রীর প্রতি কেমন আচরণ করতে হবে, এটি পুরুষ বুঝতে পারলেই সংসারের সুখ-শান্তির দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। স্ত্রীর প্রতি আচরণে বৈষম্য কমে আসতে থাকে। সে তাকে তার ন্যায্য অধিকার ও প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দিতে পারে। ঠিক যেমনটি ইসলাম নারীকে দিয়েছে এবং নারী-পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের জন্য আবরণস্বরূপ আর তোমরা তাদের জন্য আবরণস্বরূপ।'[১১]

---

[১১] সুরা বাকারা : ১৮৭।

স্ত্রীর হক

বিয়ের মাধ্যমে নর-নারী যে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করে, সে জীবনের মূল দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, পরস্পরের হকগুলো যথাযথভাবে জানা এবং তা আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করা। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হবে এবং একপর্যায়ে তা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হবে। একজন পুরুষের উপর স্ত্রীর কিছু হক আছে। পবিত্র কুরআনই তার এসব হক নির্ধারণ করেছে। ইরশাদ হচ্ছে,

> 'আর নারীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। অবশ্য তাদের উপর পুরুষদের এক স্তরের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়।'[২০]

পুরুষের উপর স্ত্রীর সে হকগুলো হলো:

- ♥ মোহর পরিশোধ করা।
- ♥ জৈবিক চাহিদা পূরণ করা।
- ♥ খোরপোষ দেওয়া।
- ♥ প্রয়োজন মাফিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা। স্ত্রীকে পর্দার হালতে রাখা।
- ♥ তার ও তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা।
- ♥ অযথা সন্দেহ ও খারাপ ধারণা পোষণ না করা।
- ♥ আল্লাহর হুকুম পালন ও তাঁর ইবাদতে সাহায্য করা।
- ♥ দিনের প্রয়োজনীয় ইলম হাসিলের ব্যবস্থা করা।
- ♥ একান্ত বাধ্য না হলে কিংবা সে যদি আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত না থাকে, তাহলে তালাক না দেওয়া।
- ♥ মাঝে মাঝে তাকে তার নিকটাত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া।
- ♥ স্ত্রীর কোনো আচরণে কষ্ট পেলে ধৈর্যধারণ করা।
- ♥ স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের বিষয়গুলো অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

এছাড়া আরও কিছু হক রয়েছে। সামনের লেখাগুলোতে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[২০] সুরা বাকারা : ২২৮।

স্ত্রীর সঙ্গে আচরণশিল্প

আচ্ছা, স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ—এটি কি কোনো শিল্প, যা চর্চা করতে হয়?

আমি বলব, অবশ্যই এটি একটি শিল্প। এ শিল্পে নিপুণতা আনতে হলে তা চর্চা করতে হবে। নিয়মিত নিজেকে নিয়ে বসতে হবে। আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। নবি ও সাহাবায়ে কেরামের সীরাত অধ্যয়ণ করতে হবে এবং সে আলোকে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

স্ত্রীর সঙ্গে আচরণের এই যে শিল্প, প্রথমে আমাদের এ শিল্প সম্পর্কে জানতে হবে। তবে আমাদের জানার উৎস হবে না কোনো গুগল কিংবা নেট দুনিয়া। অথবা ইসলামের আদর্শচ্যুত আধুনিক কোনো ম্যাগাজিন কিংবা পেপার-পত্রিকা।

আমাদের জানার একমাত্র উৎস হবে রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানাহ। তার সুস্পষ্ট হেদায়েত ও পথনির্দেশনা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

> 'বস্তুত আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।'[২১]

এজন্য আমাদের জানতে হবে, স্ত্রীদের সাথে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণনীতি কেমন ছিল? নবিগৃহে ভালোবাসার চিত্র কেমন ছিল? তার দাম্পত্য জীবন কত সুরভিত ছিল? তিনি তার স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন? কোনো ভুল হলে তাদের কীভাবে শোধরাতেন, সংশোধন করতেন?

আল্লাহ তায়ালা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকে আদেশ করেছেন তাঁর ঘরোয়া ও পারিবারিক জীবনের সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করতে। যদিও তা একান্ত গোপন বিষয় হয়।

---

[২১] সুরা আহযাব : ২১।

উদ্দেশ্য—যাতে উম্মত এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। হেদায়েত ও পথনির্দেশনা লাভ করতে পারে এবং দাম্পত্য জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে পারে।

নবিজির পূণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

'এবং তোমাদের গৃহে আল্লাহ তায়ালার যেসব আয়াত ও হেকমতের কথা শোনানো হয়, তোমরা তা উল্লেখ করো।'[২২]

সুতরাং স্ত্রীদের সাথে আমাদের আচরণনীতি নবিজির জীবনাদর্শ থেকেই আমরা গ্রহণ করব এবং এটাকেই একমাত্র সমাধান ও মুক্তির পথ মনে করব।[২৩]

---

[২২] সুরা আহযাব : ৩৪।
[২৩] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর আচরণনীতি

অনেকগুলো কারণে আমার এ বিষয়ে কলম ধরা। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি:

♥ প্রথমত স্ত্রীর প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনাগুলো তুলে ধরা। বিশেষ করে স্ত্রীর যেসব অধিকারের ব্যাপারে অধিকাংশ পুরুষরা অজ্ঞ, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্যকে তুলে ধরা।

স্ত্রীর অধিকারের ব্যাপারে আমাদের অনেকেই অজ্ঞ। যারা অবগত, তাদের অনেকে আবার না জানার ভান করে। ভুলে থাকতে ভালোবাসে।

♥ দ্বিতীয়ত নারী সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা।

নারীদের সম্পর্কে অনেক পুরুষের মাঝে নেতিবাচক মনোভাব ও ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে থাকে। যেমন—অনেকে বলে, 'নারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। বিয়ের পর তাদের সবসময় টাইট দিয়ে রাখবে।'

আবার অনেক পুরুষ নারীদের 'ঝামেলা' মনে করে। যেমন, এক আরব কবির কবিতা:

'আমি দেখেছি, নারীরা পার্থিব জীবনের অনেক ঝামেলার কারণ। সুতরাং কখনো তাদের বিশ্বাস করবে না। সে যদি দাবী করে আসমান থেকে নেমে এসে বলছে—তবুও না।'

অপর এক আরব কবি নারীদের সম্পর্কে আরও মারাত্মক ভুল কথা বলেছেন। যেমন তিনি তার এক কবিতায় বলেন,

'নারীকে পুরুষের জন্য শয়তানস্বরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানের অনিষ্ট থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। দীন-দুনিয়ার যাবতীয় অনিষ্টের মূলে মূলত এরাই।'

নারী সম্পর্কে আমরা এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী নই। এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তা-চেতনায় আচ্ছন্ন নই।

নারী সম্পর্কে আমাদের ধারণা তো সেই আরব কবির মতো—

'নারী হচ্ছে বাগানের ফুল। ফুলের ঘ্রাণ কার না ভালো লাগে বল।'

♥ তৃতীয়ত স্ত্রীদের প্রতি পুরুষের বিভিন্ন অভিযোগ।

স্ত্রীর খারাপ আচরণ ও মন্দ ব্যবহারে অনেক পুরুষ অতিষ্ঠ থাকে। কেউ কেউ তো এহেন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করে। মনে মনে ভাবে, সে মরলে মনে হয় আমি শান্তি পেতাম। কিন্তু কী করার! খারাপ মানুষগুলো একটু বেশি দিনই বাঁচে।

জনৈক আরব তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলছে,

'তুমি মারা গেলে নেককার বান্দারা খুশি হত।'

আমি বলব, স্ত্রীর প্রতি আচরণের এটা কোনো নববি আদর্শ নয়। নববি আদর্শ কী—এই বইতে তা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

♥ চতুর্থত রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ এবং তাঁর আদর্শকে আঁকড়ে ধরা।

কেননা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈবাহিক ও দাম্পত্য জীবনই হলো একজন বিবাহিত পুরুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ও নমুনা।

মূলতঃ এই চারটি কারণে আমি এই বিষয়ে কলম ধরেছি।[২৪]

---

[২৪] ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

কুরআনের আলো থেকে

মহান রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

'আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।'[২৫]

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, নারীকে আল্লাহ তায়ালা পুরুষের প্রশান্তি লাভের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আপনি লক্ষ করলে দেখবেন, একজন পুরুষের জীবনের সমস্ত সুখই কিন্তু নারীর সঙ্গে মিশে থাকা। সেই ছোট্টবেলায় মায়ের স্নেহের আঁচল। তারপর বোনদের সঙ্গে হেসে-খেলে কাটানো দুরন্ত শৈশব। দাদী-নানীর আদর ভালোবাসা। টগবগে যৌবনে এসে নারীর প্রেমময় স্পর্শ। মায়ের অবর্তমানে তার অভাব পূরণ করা বড় বোন। তার স্নেহমাখা আলিঙ্গন। দিনের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেওয়া কন্যা সন্তানের মুখের নিষ্পাপ হাসি। নারী ছাড়া শুধু পুরুষ কেন, পৃথিবীটাই তো কল্পনা করা সম্ভব না।

একটি মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা নারীকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে আশরাফুল মাখলুকাতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি যে, বিয়ের পর সে কারও ঘরের কাজের মানুষ হবে, যে তাকে সবসময় শাসনের মধ্যে রাখবে। তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে।

নিজের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য নারীর যেমন পুরুষকে প্রয়োজন, তেমনি প্রশান্তি লাভের জন্য পুরুষেরও স্ত্রীকে প্রয়োজন।

নারী যেমন পুরুষের প্রতি, তেমনি পুরুষও নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। সৃষ্টিগতভাবে এই আকর্ষণ তাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন। এ কথাটি আমরা সবাই জানলেও খুব কম মানুষই এটি জানে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে আল্লাহ তায়ালা আত্মার প্রশান্তি, অন্তরের প্রফুল্লতা ও নীতি-নৈতিকতার ভারসাম্যতা রেখেছেন।[২৬]

---

[২৫] সুরা রূম : ২১।
[২৬] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ২৬।

কেন বিয়ে করবেন?

বিয়ের আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত আমরা কেন বিয়ে করছি? আমাদের নিয়ত কী? উদ্দেশ্য কী?

কারণ, নিয়ত হচ্ছে কোনো কাজের মূল ও সারবস্তু। নিয়তের মাধ্যমে যে কোনো আমলের প্রতিদান অনেক গুণ বেড়ে যায়। সাধারণ আমলেও বিরাট সওয়াব অর্জন করা যায়। আবার নিয়ত সঠিক না হলে অনেক বড় আমলও অন্তসারঃশূণ্য হয়ে যায়। অসাধারণ আমলও সাধারণ হয়ে যায়। কখনো কখনো তা নষ্টও হয়ে যায়। বিয়ের ক্ষেত্রে আমাদের নিয়ত যাতে সহিহ হয়, গলদ ও স্থূল না হয়। তাই আসুন আমরা জেনে নেই, কী কী নিয়ত করতে হবে:

♥ প্রথম : রাসুলের আদেশ পালনার্থে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকদের দ্রুত বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

  ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখতে সাহায্য করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে রোজা রাখবে। কারণ রোজা যৌন ক্ষমতাকে দমন করে।’[২৭]

সাহল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি ইরশাদ করেন,

  ‘তোমরা মোহর হিসেবে সামান্য একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও বিয়ে করো।’

♥ দ্বিতীয় : লজ্জাস্থান ও দৃষ্টির হেফাজত করা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা হাসিল করা। কোনো নারী-পুরুষ যদি এই নিয়তে বিয়ে করে, তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

♥ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

  ‘তিন প্রকারের লোক, আল্লাহর উপর যাদের হক রয়েছে, মহান আল্লাহ তাদের অবশ্যই সাহায্য করবেন। এক. মনিবের সঙ্গে কিতাবাত চুক্তিকারী গোলাম, যে তার অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা রাখে। দুই. যে বিবাহিত ব্যক্তি চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। তিন. আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ।’[২৮]

---

[২৭] সহিহ বুখারি : ৫০৬৬।
[২৮] সুনানে নাসাঈ : ৩২১৮।

আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে বলুন?

- তৃতীয় : দীনদার মুসলিম পরিবার গঠন করা।
- চতুর্থ : নেক সন্তান জন্মদান করা এবং তাদের দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। হয়তো আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারা দ্বীনের বড় কোনো খেদমত নিবেন। দীনকে সাহায্য ও বিজয়ী করবেন। তারা হয়ত দ্বীনের বড় কোনো আলেম কিংবা মুজাহিদ হবে।
- পঞ্চম : সওয়াব লাভের আশায় স্ত্রী-সন্তানদের পিছনে খরচ করা। নবিজি বলেন,

  ‘কোনো লোক যদি সওয়াবের প্রত্যাশায় তার পরিবারের পিছনে খরচ করে, তাহলে তা তার জন্য সদকাস্বরূপ।’ [২৯]
- ষষ্ঠ : আল্লাহর ইবাদতে একে অপরকে সাহায্য করা।
- সপ্তম : দান-সদকায় একে অপরকে সাহায্য করা। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে,

  ‘কোনো স্ত্রী যদি তার ঘর থেকে খারাপ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া খাদ্যদ্রব্য সদকা করে, তবে এজন্য সে সওয়াব লাভ করবে। আর উপার্জন করার কারণে স্বামীও সওয়াব পাবে এবং খাজাঞ্চিও অনুরূপ সওয়াব পাবে। তাদের একজনের কারণে অন্যজনের সওয়াবে কোনো কমতি হবে না।’ [৩০]

---

[২৯] সহিহ বুখারি : ৪১৪১

[৩০] সহিহ বুখারি : ১৪২৫। হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ৪১।

পাত্রী নির্বাচনে পুরুষদের কিছু ভুল

বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর অনেক পুরুষ শুরুতেই বিরাট যে ভুলটি করে থাকে তা হলো ভুল পাত্রী নির্বাচন করা।

পাত্রী নির্বাচনে অনেককে প্রাচুর্য ও রূপ-সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। তাকওয়া, পরহেযগারী, দীনদারি ও আখলাকের বিষয়টি তাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ ব্যাপারে তারা উদাসীন। কিন্তু তারা জানে না, এভাবে তারা তাদের ভবিষৎ সুখময় দাম্পত্য জীবনকে কতটা ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তারা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'চারটি গুণ দেখে নারীকে বিয়ে করো—সম্পদ, রূপ-সৌন্দর্য, বংশমর্যাদা এবং দীনদারি। তবে তুমি দীনদারিকে প্রাধান্য দিবে। নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'[৩১]

এই হাদিসে আমাদের পাত্রী নির্বাচনের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাত্রী নির্বাচনের সময় তার চারটি গুণ দেখতে বলা হয়েছে। তবে দীনদারির গুণটিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্য গুণগুলো থাক বা না থাক দীনদারি যেন অবশ্যই থাকে। অন্যথায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অপর এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'শুধু রূপ দেখে তোমরা নারীদের বিয়ে করো না। হতে পারে রূপই তাদের বরবাদ করে দিবে। তোমরা তাদের অর্থ-সম্পদ দেখেও বিয়ে করো না। হতে পারে অর্থ-সম্পদের কারণে সে অহংকারী হয়ে উঠবে। বরং তোমরা তাদের দীন দেখে বিয়ে করো। একজন নাক-কান কাটা কালো দাসীও তোমাদের জন্য উত্তম, যদি সে দীনদার হয়।'[৩২]

কিন্তু অনেক পুরুষকে বলতে শোনা যায়, 'পাত্রী দীনদার হোক না হোক, কিন্তু সুন্দরী হওয়া চাই। দীনদার না হলে বিয়ের পর আমি তাকে দীনদার বানিয়ে নিব। সংশোধনের প্রয়াস চালাব। তার জন্য দুআ করব, আল্লাহ যেন তাকে দীনদার বানিয়ে দেন।'

এটি একটি শয়তানি ধোঁকা। দেখা যাবে, বিয়ের পর স্ত্রী উল্টো তাকে দাওয়াত দিয়ে বদদীন বানিয়ে ফেলেছে। তার তাকওয়া পরহেযগারী সব নষ্ট করে দিয়েছে।

---

[৩১] সহিহ বুখারি : ৫০৯০।
[৩২] ইবনে মাজাহ : ১৮৫৯।

সে যদি স্ত্রীর ডাকে সাড়া না দেয়, বদদীনের পথে পা না বাড়ায়, তথাপি তাকে তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে বেগ পেতে হবে। বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হবে। নানান জটিলতা দেখা দিবে।

এমনও হতে পারে, সে তার সংশোধনে ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে তাকে তালাক দিতে বাধ্য হবে। পরিস্থিতি এতটা জটিল আকার ধারণ করবে।

এমতাবস্থায় তাদের সংসারে কোনো সন্তান এসে থাকলে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

একজন মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করা, ছোটকাল থেকে সে যে বাঁকা পথে চলে এসেছে, সে পথ থেকে তাকে সোজা পথে নিয়ে আসা, দীনদার বানিয়ে ফেলা সহজ কথা নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়, শ্রম, সাধনা ও সুকৌশলের। প্রয়োজন তার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা ও স্বভাব-প্রকৃতি গভীরভাবে বুঝতে পারার এবং যথাসময়ে সংশোধনের যথা পদ্ধতি অবলম্বন করার। একজন পুরুষকে ধৈর্যের সঙ্গে এ কাজগুলো করে যেতে হবে।

আর এমন ত্যাগ স্বীকার করার মতো পুরুষ কোথায়?

বর্তমানে অধিকাংশ পুরুষেরই পরিবারকে সময় দেওয়ার মতো সুযোগ থাকে না। ঘুমানোর সময়টা বাদ দিলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা তার বাসায় থাকা হয়। বাসাটা হচ্ছে তার কাছে হোটেল। স্ত্রী সে হোটেলের বাবুর্চি। সে বাসায় যায় শুধু দুটো খেয়ে ঘুমানোর জন্য।

পুরুষদের ভুলে যাওয়া উচিত না, যে নারীকে সে তার স্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করছে, সে-ই তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের মা। তাদের লালন-পালনকারিণী। তার কাছ থেকেই তারা দীনদারী ও আদব-আখলাক শিখবে।

এজন্যই বলা হয়, তুমি আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।

এই কথার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, তুমি আমাকে একটি ধার্মিক মা দাও, আমি তোমাকে একটি ধার্মিক জাতি উপহার দিব।

কাঠি সোজা না হলে তার ছায়া যেমন সোজা হয় না। ঠিক তেমনি মা বাঁকা প্রকৃতির হলে সন্তানরাও বাঁকা প্রকৃতির হয়। কেননা সন্তানরা তো তার মায়েরই ছায়াস্বরূপ।

স্ত্রী যদি ধার্মিক না হয়, তার ভেতর যদি তাকওয়া পরহেযগারী না থাকে, সে যদি ইসলামি অনুশাসন মেনে না চলে, তাহলে তাকে স্বামীর জান-মাল ও গোপন

বিষয়াদির ক্ষেত্রে নিরাপদ মনে করা যায় না। এ তো গেল বাহ্যিক বিষয়। ভেতরগত বিষয় যেমন তার চরিত্রের বিষয়েও তাকে নিরাপদ মনে করা যায় না।

ইসলাম শুধু বাহ্যিক দিক নয়, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিককেই গুরুত্ব দিতে বলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক চেহারা-সূরত ও ধন-সম্পদ দেখেন না। বরং তিনি তোমাদের আমল ও অন্তর দেখেন।'[৩৩]

তাই পুরুষের কর্তব্য শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখে জীবনসঙ্গিনি নির্বাচন না করা। তার ব্যক্তিসত্তা, মেধা, মনন, আখলাক, তার পিতা-মাতার আখলাক দেখে নেওয়া। বিয়ের আগে খোঁজখবর নিয়ে এগুলো জেনে নেওয়া। কেননা বিয়েকে দীনের অর্ধেক বলা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝেই যদি দীনদারি না থাকে তাহলে সে বিয়ে অর্ধেক দীন হয় কী করে?

মনে রাখবেন, স্ত্রীর সততা, চারিত্রিক পবিত্রতা, আমানতদারিতা—এগুলো এমন গুণ, পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়ে যা ক্রয় করা যায় না। এত মূল্যবান। বিয়ের পর আপনার স্ত্রীর চরিত্রে কোনো দাগ লাগলে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দিয়েও আপনি সেই দাগ মুছতে পারবেন না। সে শুধু নিজেকেই কলঙ্কিত করবে না। আপনার ও আপনার পরিবারের মান-সম্মানও নষ্ট করবে। সবার যন্ত্রণার কারণ হবে।

সুতরাং পাত্রী নির্বাচনের সময় সম্পদ কিংবা অন্য কোনো পার্থিব বস্তুর লোভে দীনদারির বিষয়টি অবহেলা না করা।

সম্পদ, রূপ-যৌবন—এগুলো ক্ষণস্থায়ী। এগুলো একসময় চলে যায়। কিন্তু মানুষের আখলাক-চরিত্রটা থেকে যায়।

হ্যাঁ, আল্লাহ যদি কাউকে এমন স্ত্রী দান করেন যার মধ্যে উপরিউক্ত হাদিসে বর্ণিত চারটি গুণই বিদ্যমান। ধনী, রূপবতী, উচ্চবংশীয়া এবং ধার্মিক। তাহলে তো এটা তার জন্য বিরাট নেয়ামত। সে বিরাট সৌভাগ্যবান। তার এই নেয়ামতের কদর করা উচিত এবং স্ত্রীর হক আদায় করা ও তার প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে এই নেয়ামতের হেফাজত করা উচিত।[৩৪]

---

[৩৩] সহিহ মুসলিম : ৬৪৩৭।
[৩৪] আদেল ফাতহির আখতাউন শাইয়াতুন ইয়াকাউ ফি-হাল আযওয়ায : ৬।

স্ত্রীকে দীন শিক্ষা দেওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হলো মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।'[৩৫]

এই আয়াতে মুমিনদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নিজেকে ও তার পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর। সে জন্য আমাদের অবশ্যই আল্লাহর হুকুম-আহকামগুলো সঠিকভাবে পালন করতে হবে। তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে। আর সে জন্য আমাদের আল্লাহর বিধান সম্পর্কে জানতে হবে। শরিয়তের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যেটাকে আমরা দ্বীনি শিক্ষা বলি।

পুরুষকে তার পরিবারের কল্যাণকামী হওয়ার, তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করার ও অসৎকাজের নিষেধ করার ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় রাসুলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

'আপনি আপনার পরিবারস্থ লোকজনকে নামাজের আদেশ করুন, নিজেও তার উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে রিজিক চাই না। রিজিক তো আমিই আপনাকে দান করি। আর উত্তম পরিণতি তো তাকওয়ার জন্য।'[৩৬]

---

[৩৫] সুরা তাহরিম : ৬।
[৩৬] সুরা ত্বহা : ১৩২।

স্ত্রীর পর্দার বিষয়ে অবহেলা থাকলে স্বামীর উচিত তাকে পর্দার ব্যাপারে যত্নবান হতে বলা, সে যেন কোনো পরপুরুষের সামনে না যায়। যাদের সঙ্গে দেখা করা হারাম তাদেরকে দেখা না দেয়।

এখন কাদের সঙ্গে তার পর্দা করতে হবে, এ বিষয়টি যদি স্ত্রীর জানা না থাকে, তাহলে স্বামীর উচিত তাকে জানিয়ে দেওয়া। জানা থাকলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাকে তার প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ও দুআ-দুরুদ, তাসবিহ-তাহলিল শিক্ষা দেওয়া। কুরআন শরিফ পড়তে না পারলে শুদ্ধ করে কুরআন শেখার ব্যবস্থা করা।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পুরুষের উচিত হায়েজের বিধানাবলি শিখে রাখা, যাতে স্ত্রীর হায়েজের দিনগুলোতে কী কী বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব, তা তার জানা থাকে। স্ত্রীকেও শিক্ষা দেওয়া দরকার। যেমন, (হায়েজের সময়সীমা কী, হায়েজ শেষ হয়েছে কি না তা বোঝার উপায় কী, হায়েজ ও ইস্তিহাযার মধ্যে পার্থক্য কী) হায়েজের সময়কার কোন কোন নামাজের কাযা পড়তে হয় এবং কোন কোন নামাজের কাযা পড়তে হয় না ইত্যাদি যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল তাকে শিক্ষা দেওয়া।

কেননা পবিত্র কুরআনে স্ত্রীকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্য পুরুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

> 'তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।'[৩৭]

সেই সাথে স্ত্রীকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার বিষয়গুলোও শিক্ষা দেওয়া। এ কাজটি পুরুষের জন্য আবশ্যক। স্ত্রী যদি কোনো বিদআতে কান দিয়ে থাকে, পুরুষের উচিত তা তার মন থেকে দূর করে দেওয়া। আল্লাহর হুকুম পালনে অলসতা করলে তাকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখানো। হায়েজ ও এস্তেহাযার প্রয়োজনীয় মাসআলা শিক্ষা দেওয়া, যেমন হায়েজের সময়সীমা কী, হায়েজ ও ইস্তেহাজার মধ্যে পার্থক্য কী, হায়েজ অবস্থায় হজ্জ-উমরার বিধান ইত্যাদি।

---

[৩৭] সুরা তাহরিম : ৬।

মাসআলা শেখার জন্য স্বামী যথেষ্ট হলে কোনো আলেমের কাছে যাওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। কিংবা পুরুষের যদি মাসআলা না জানা থাকে, কিন্তু কোনো মুফতির কাছ থেকে তিনি জেনে তাকে জানাতে পারেন, তবুও স্ত্রীর জন্য বাইরে যাওয়া জায়েজ নয়। এছাড়া স্ত্রীর বাইরে যাওয়া এবং জিজ্ঞেস করে নেওয়া জায়েজ, বরং ওয়াজিব। এমতাবস্থায় স্বামী নিষেধ করলে গুনাহগার হবে।

স্ত্রীর যদি ফরজ বিধানগুলো জানা থাকে, তবে আরও অধিক ইলম হাসিলের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো ওয়াজের মজলিসে যাওয়া জায়েজ নয়।

যদি এমন হয়, স্ত্রী হায়েজ-ইস্তেহাজার কোনো মাসআলা জানে না। না জানার কারণে সে পালনও করে না। আর তার স্বামীও তাকে শিক্ষা দেয় না। এমতাবস্থায় স্ত্রী কোনো আলেমের কাছে যেতে চাইলে স্বামী তার সঙ্গে যাবে। নতুবা গুনাহে সেও তার অংশীদার হবে।

ইবনে হাজম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ-মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য পবিত্রতা অবলম্বন করা, সালাত আদায় করা ও রমজানের ফরজ রোজা রাখা আবশ্যক। এ ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। তাই তাদের উপর নামাজ, রোজা ও পবিত্রতার বিধান সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সেগুলো পালন করার পদ্ধতিসমূহ জানা ফরজ। অনুরূপভাবে তাদের উপর পানাহার, পরিধেয় বস্ত্র, লজ্জাস্থান, রক্ত, কথা ও কাজ সংক্রান্ত হালাল-হারামের বিধান সম্পর্কে জানা ফরজ। এগুলো সম্পর্কে কোনো মুসলমানের অজ্ঞ থাকার সুযোগ নেই।[৩৮]

একজন পুরুষ যেহেতু পরিবারের দায়িত্বশীল, তাই তার অবশ্য কর্তব্য পরিবারের সকলকে এগুলো শিক্ষা দেওয়া, কিংবা তাদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা। নতুবা সে গুনাহগার হবে এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।[৩৯]

---

[৩৮] আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম : ৫/১২১।
[৩৯] আখতাউন শাইয়াতুন ইয়াকাউ ফি-হাল আযওয়ায : ২০।

প্রয়োজন একটি ক্ষমার রবারের

এক যুবক বিয়ে করল। তারপর সে তার বাবার কাছে গেল আশীর্বাদ নিতে। বাবা তাকে বললেন—একটি কাগজ, একটি পেন্সিল আর একটি রবার নিয়ে আসো।

যুবক বলল, কেন বাবা?

আরে নিয়ে আসো না।

সে তখন ভুলে রবার না কিনে শুধু কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে চলে এলো।

বাবা বললেন, আবার নিচে যাও। গিয়ে রবার নিয়ে আসো।

সে রবার নিয়ে এলো। তারপর এসে বাবার পাশে বসল।

বাবা বললেন, এবার যে কোনো একটি বাক্য লিখ। তোমার যা খুশি।

-লিখেছি

-রবার দিয়ে বাক্যটি মুছে ফেল।

-জি, মুছেছি।

-আবার যে কোনো একটি বাক্য লিখ।

-লিখেছি।

-এবারও মুছে ফেল।

-জি, মুছেছি।

-আবার লিখ।

বিরক্ত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আসলে কী চাচ্ছ খুলে বলো তো? বারবার শুধু লিখছি আর মুছছি?

-লিখতে বলেছি লিখো।

-লিখেছি।

-আবার মুছে ফেল।

-জি, মুছেছি।

এবার বাবা তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, বেটা! এর মাধ্যমে আমি মূলত তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি, দাম্পত্য জীবনের জন্য একটা রবারের প্রয়োজন।

বিয়ের পর তুমি যদি তোমার সঙ্গে এমন একটি ক্ষমার রবার না রাখো, যা দিয়ে তুমি তোমার স্ত্রীর ভুলগুলো মুছে ফেলবে, কিংবা তোমার স্ত্রীর কাছে যদি কোনো রবার না থাকে যা দিয়ে সে তোমার ভুলগুলো মুছে ফেলবে, তাহলে খুব দ্রুত দেখবে দাম্পত্য জীবনের পৃষ্ঠাটি কষ্ট-অসন্তোষের দাগে কালো হয়ে গেছে।

সুতরাং তোমরা একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করবে না। দোষ-ত্রুটির পিছনে পড়বে না। বরং ক্ষমা ও মার্জনার পথে হাঁটবে। ধৈর্যধারণ করবে। স্ত্রীর ছোট ছোট দোষ থেকে চোখ বন্ধ করে রাখবে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> ‘পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, মানুষের মধ্যে যার আখলাক সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম।’[৪০]

আলহামদুলিল্লাহ, এমন অনেক দম্পতি আছে, যারা দিনশেষে একসঙ্গে কথা বলতে বসে একে অপরের দোষ-ত্রুটিগুলো সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। তাদের অন্তরে তখন ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর আকাশছোঁয়া এই ভালোবাসার সামনে কোনো সমস্যা ও সংকট কিছুই না।

উসমান ইবনু যায়েদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

> ‘আমি ইমাম আহমাদকে বললাম, আফিয়াত তথা নিরাপত্তার দশটি অংশ। এই নয়টিই গুরুত্ব না দেওয়ার মাঝে নিহিত। অর্থাৎ কোনো দোষ-ত্রুটি দেখেও না দেখার ভান করা।’[৪১]

---

[৪০] সুনানে আবু দাউদ : ১১৬২। মুসনাদে আহমাদ।

[৪১] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ৪২।

স্ত্রীকে সম্মান করা

আপনি কেন আপনার স্ত্রীকে সম্মান করবেন? কারণ,

- সে একজন মানবি। আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।
- সে আপনার স্ত্রী। পৃথিবীর সমস্ত নারীদের মধ্য থেকে আপনি তাকে আপনার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচন করেছেন।
- আপনার সন্তানের মা।
- আপনার গোপনীয়তা রক্ষাকারিনী।
- আপনার সুখ-শান্তির প্রতি মনোযোগী।
- আপনার ঈমান ও দ্বীনের হেফাজতকারিনী।
- আপনার সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য কারণ রয়েছে।

ডক্টর আনওয়ার ওয়ারদাহ বলেন, 'আমার পিতা শাইখ আবদুল গণি ওয়ারদাহ একদিন এক মজলিসে বসা ছিলেন। তখন এক লোক নারীদের নিয়ে একটি মন্তব্য করল যে, 'নারী হচ্ছে পায়ের জুতার ন্যায়। পুরুষ চাইলে তাকে যেকোনো সময় পরিবর্তন করে নতুন জুতো নিতে পারে।'

উপস্থিত সবাই তখন আমার পিতার দিকে তাকাল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ডক্টর সাহেব, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

তখন তিনি বললেন, উনি যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক। যে ব্যক্তি নিজেকে পা মনে করে তার দৃষ্টিতে নারী জুতোর ন্যায়। আর যে নিজেকে মাথা মনে করে, তার কাছে নারী মাথার তাজের ন্যায়। উনি হয়ত নিজেকে পা মনে করেন। সুতরাং উনাকে তোমরা তিরস্কার করো না। বরং তিনি নিজেকে কী মনে করেন সেটা ভেবে দেখো।

নারীদের সম্পর্কে অনেকেরই এমন জাহেলি চিন্তাধারা। নিকৃষ্ট ধ্যান-ধারণা। এই চিন্তা থেকেই পুঁজিবাদ নারীদের পণ্যের চেয়েও নিম্নস্তরে নামিয়ে ফেলেছে।

এমন নিকৃষ্ট চিন্তাধারার ও সংকীর্ণ মন-মানসিকতার কাউকে যদি আপনি বলেন, অমুক বিষয়ে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করুন, তখন তাদের ঠুনকো আত্মসম্মানবোধ জেগে উঠে। কপাল কুঁচকে আসে। তেজের সুরে বলে, 'পুরুষরা নারীদের সঙ্গে পরামর্শ করে না।'

জ্ঞান, মেধা ও বুদ্ধিতে তার স্ত্রী তার চেয়ে অগ্রগামী হলেও নারীদের প্রতি তার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সে তার কাছে পরামর্শ চায় না। এ দরজা সে নিজেই বন্ধ করে রেখেছে।

সাইয়্যিদুনা উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'জাহেলি যুগে আমরা নারীদের কোনো কিছু বলে গণনা করতাম না। অবশেষে (ইসলামের আগমন হলো) আল্লাহ তাদের ব্যাপারে যা নাযিল করার তা নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য (উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে) যা বণ্টন করার, বণ্টন করে দিলেন।'

হেরা গুহার অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম ওহি লাভ করার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন তিনি ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে বসলেন। তাকে সব খুলে বললেন, তার কাছে পরামর্শ চাইলেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন তাকে তার চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে নিয়ে গেলেন। সামনে আসবে সে আলোচনা।

ইফকের ঘটনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তিনি তাকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি তার সম্পর্কে উত্তম কথা বলেছিলেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কঠিন মুহূর্তে আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। তখন তিনি তাকে কার্যকরী পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্ত্রীর সঙ্গে গল্প ও পরামর্শ শিরোনামে সামনে বিস্তারিত আসবে সে আলোচনা।

হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরামর্শ চাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে তিনি উম্মতকে শেখানোর জন্য এমনটি করেছিলেন। তিনি একটি আদর্শ রেখে যেতে চেয়েছিলেন। পুরুষ যেন স্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাওয়াকে লজ্জার কিছু মনে না করে।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কন্যার কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু রাতে বের হলেন, তখন তিনি এক নারীকে আবৃত্তি করতে শুনলেন,

> 'আজকের এই রাতকে অনেক দীর্ঘ মনে হচ্ছে। পুরো পৃথিবী অন্ধকারের চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অথচ আমার চোখে ঘুম নেই। আদর-সোহাগ করার আমার কোনো সঙ্গীও নেই।'

তখন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কন্যা হাফসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বামী ছাড়া একজন নারী সর্বোচ্চ কতদিন ধৈর্যধারণ করতে পারে? তিনি বললেন, চার মাস কিংবা ছয় মাস। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে এখন থেকে কোনো সৈনিককে আর ছয়মাসের বেশি যুদ্ধের কাজে আটকে রাখব না।[৪২]

---

[৪২] হামাসাতুন ফি উয়ুনি যাওযাইন : ৪৮-৪৯।

ভালোবাসার স্পষ্ট প্রকাশ

ছুটির দিন। বৃষ্টিভেজা বিকেল। জানালার ফাঁক গলে বৃষ্টির ঝাপটা এসে দুজনের চোখে-মুখে লাগছে। সপ্তাহের এই একটা দিন ফয়সাল তার স্ত্রীকে সময় দিতে পারে। তাদের দুজনের ভালো কিছু সময় কাটে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তারা হারিয়ে যায় জীবনের গল্পে কিংবা জড়িয়ে পড়ে উষ্ণ আলিঙ্গনে। অন্যান্য সপ্তাহের মতো সেদিনও তাদের দুজনের ভালো কিছু সময় কাটছিল। গল্পে গল্পে মুহূর্তগুলো রাঙিয়ে উঠছিলো।

হঠাৎ তার স্ত্রীর কী মনে হলো, উদ্ভট এক প্রশ্ন করে বসলো। আচ্ছা আমার চেয়ে সুন্দরী, রূপসী কেউ কি আছে?

-এটা কেমন প্রশ্ন? পাগল হয়েছ নাকি?

-উত্তর জানতে চেয়েছি। উত্তর দাও।

-ফয়সাল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, জানি না।

-তার মানে আছে।

-আমার জানা নেই।

তার স্ত্রীর মাথা থেকে পাগলামিটা এখনও যায়নি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আমার চেয়ে ভালো কেউ কি আছে?

-আহা, কী জ্বালা । বললাম তো, জানি না।

-জানো না মানে?

-জানি না মানে জানি না। একটু থেমে ফয়সাল মুখে দুষ্টুমির হাসি নিয়ে বলল,

আমি কীভাবে জানব, সবসময় তো তুমি আমার সঙ্গে থাকো। অন্য কাউকে নিয়ে ভাবার বা অন্য কারও দিকে তাকানোর আমার সুযোগ কোথায় বলো? আমার চোখে তো তুমিই সবার সেরা।

♥♥♥

এক লোক একদিন তার স্ত্রীর খুব প্রশংসা করলো। স্ত্রী তখন বলল, একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না। আমার প্রতিবেশীরা তো আমাকে ডাইনি, দাজ্জাল, আরও কী কী বলে।

তখন স্বামী বলল, আমি তোমাকে যে চোখ দিয়ে দেখি, তারা যদি সে চোখ দিয়ে দেখত, তাহলে আমার মতো তারাও তোমার প্রশংসা করত।

♥♥♥

মাঝে মাঝে স্ত্রীর প্রশংসা করা। তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা। তার মনে খুশির দোলা দেওয়া। এতে সে অনুভব করে, আপনি তাকে ভালোবাসেন।

ঘরে প্রবেশের সময় হাসিমুখে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা। স্ত্রীর চোখে পড়তে পারা। সে কী চায় তা দ্রুত বোঝার এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

স্ত্রীদের সঙ্গে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ এমনই ছিল। বুখারি শরিফের হাদিস, আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> 'ঈদের দিন হাবশি লোকেরা যখন ঢাল ও তলোয়ার নিয়ে খেলা করছিল। তখন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলাম কিংবা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি দেখতে চাও?
>
> আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাকে তার পেছনে দাঁড় করালেন। আমার গাল তার গালের উপর ছিল। তিনি বলছিলেন, হে বনু আরফিদা, চালিয়ে যাও। যখন আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তিনি আমাকে বললেন, হয়েছে? জি, হয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে এবার যাও।'[৪৩]

[৪৩] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম। হামাসাতুন ফি উয়ুনি যাওযাইন : ৫৪-৫৫।

নারী পুরুষের মতো নয়

নারীর যখন কোনো কারণে মন খারাপ থাকে, সে কোনো সমস্যায় থাকে, তখন সে কথা বলতে চায়। সে চায়, স্বামী তার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুক। নারীরা সাধারণত তাদের সমস্যার কথা শেয়ার করতে পছন্দ করে। এতে সে হালকা বোধ করে। প্রশান্তি অনুভব করে।

কিন্তু সমস্যা হলো পুরুষের চিন্তায়।

সে মনোযোগ সহকারে স্ত্রীর কথা শুনতে গিয়ে মনে করে, তার স্ত্রী তার কাছে সমাধান চাচ্ছে। আসলে তা নয়। তার স্ত্রী মূলত চাচ্ছে কেউ তার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুক, বুঝুক, তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করুক।

কিন্তু পুরুষের ব্যাপারটি এমন নয়। পুরুষরা সাধারণত তাদের সমস্যার কথা তখনই শেয়ার করে, যখন তার কারও হেল্পের প্রয়োজন হয়। এটাও একটা কারণ যে, পুরুষ স্ত্রীর সমস্যার কথা শোনার সময় মনে করে সে কোনো সমাধান চাচ্ছে, হেল্প চাচ্ছে।

এ কারণে অনেক স্ত্রীকে অভিযোগ করতে শোনা যায়, তার স্বামী তার কথা মন দিয়ে শোনে না।

সমস্যাটা আসলে উভয়ের চিন্তায় ও স্বভাব-প্রকৃতির ভিন্নতায়। স্ত্রী চায়, স্বামী মনোযোগ দিয়ে তার কথাগুলো শুনুক। আর স্বামী মনে করে, স্ত্রী তার কাছে সমাধান চাচ্ছে। সে তখন তাকে সমাধান দিতে যায়। কিন্তু এই সমাধান সে গুরুত্বের সঙ্গে নেয় না। তখন আবার স্বামী মনে করে, তার স্ত্রী তার কথা গ্রহণ করছে না। তার কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। গুরুত্বই যেহেতু নেই। তাহলে আর সমস্যার কথা শুনে কী লাভ?

এরপর থেকে স্ত্রীর কথা শোনার প্রতি তার আগ্রহ কমে যায়।

সমাধান-

এ ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তব্য হলো, প্রথমেই স্ত্রীকে সমাধান দিতে না যাওয়া। তার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা। এরপর যথাসময় বুঝে সমাধান প্রদান করা। আর স্ত্রীরও উচিত স্বামীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া। তাকে মুখ ফুটে বলা, তার এই গুণটি তার আসলেই ভালো লাগে।

পুরুষ নারীর মতো নয়

পুরুষ যখন কোনো সমস্যা ও দুশ্চিন্তায় থাকে, তার যখন মন খারাপ থাকে তখন সে চুপ থাকতে পছন্দ করে। একটু একা থাকতে ভালোবাসে।

তাকে এমন চুপচাপ ও একা থাকতে দেখে স্ত্রী মনে করে, সে তাকে উপেক্ষা করছে। তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। কারণ নিজের সমস্যার কথা শেয়ার করার ব্যাপারে পুরুষরা একটু ইন্ট্রোভার্ট হয়। অন্তর্মুখী। সহজে শেয়ার করতে চায় না। আর এক্ষেত্রে নারীরা হয় এক্সট্রোভার্ট। বহির্মুখী। তারা শেয়ার করতে ভালোবাসে।

পুরুষ কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তামগ্ন থাকলে স্ত্রীর উচিত তাকে ভুল না বোঝা। রাগান্বিত না হওয়া। বরং অপেক্ষা করা, তাকে সময় নিতে দেওয়া এবং সুন্দর করে বলা, তোমার যখন কথা বলতে মন চাইবে, তখন বলো। আশা করি একসঙ্গে আমাদের ভালো কিছু সময় কাটবে।

খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় পুরুষরা যদিও একটু চুপচাপ থাকে। কিন্তু একটা সময় পর সে ঠিকই তার স্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করে।

কিন্তু পুরুষ যদি শেয়ার করার জন্য প্রস্তুত না থাকে, আর স্ত্রী তাকে পীড়াপীড়ি করে। তখন দেখা যাবে সে মেজাজ হারিয়ে এমন কিছু বলে বসবে, যার পরবর্তিতে তাদের উভয়ের জন্য লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এসব ক্ষেত্রে পুরুষকে একটু স্পেস দিতে হয়। তারা একটু স্পেস চায়। একা থাকার। একান্তে চিন্তা-ভাবনা করার। নিজে নিজেই সমাধা করার। সে শুরুতে কারও হেল্প নেওয়া পছন্দ করে না। আর নারী চায় কেউ তাকে শুনুক, তাকে বুঝুক। সহমর্মিতা প্রকাশ করুক। মমতার হাত প্রসারিত করুক।

পুরুষ বাস্তবতাপ্রবণ। আর নারী অনুভূতিপ্রবণ। পুরুষ জ্ঞানমুখী। আর নারী আবেগমুখী।[88]

---

[88] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ৬০-৬১।

কালিমাতুন তাইয়্যিবাহ

মহান আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন। মনের ভাব ব্যক্ত করা শিখিয়েছেন। এটি তাঁর অনেক বড় একটি নেয়ামত। কিন্তু আমরা অনেকে এই নেয়ামতের অপব্যবহার করি এবং নিজেদের জন্য অনেক বড় বড় আপদ ডেকে নিয়ে আসি। মিথ্যা, অপবাদ, গিবত, পরচর্চা, কটুবাক্য, কথা লাগানো, কারও সম্পর্কে কাউকে বিষিয়ে তোলা, এসব করে আমরা নিজেদের আখেরাত বরবাদ করি। কিন্তু আমরা যদি একটু সতর্ক হই। আমাদের জবানকে নিয়ন্ত্রণ করি। সবসময় ভালো কথা বলি, তাহলে আমরা খুব সহজেই ইহ ও পরকালিন নাজাত লাভ করতে পারি। আমাদের জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি। সংসার জীবনে প্রশান্তির হিমেল হাওয়া ছড়িয়ে দিতে পারি।

কালিমাতুন তাইয়্যিবাহ মানে হচ্ছে উত্তম কথা। সুন্দর কথা। মিষ্টি কথা। ভালো কথা। হাদিসে শরিফে নবিজি উত্তম ও ভালো কথাকে সদকা বলেছেন। এর বিনিময়ে সওয়াব ও প্রতিদান ঘোষণা করেছেন। সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধিতে কালিমাতুন তাইয়্যিবার ভূমিকা অপরিসীম। এ সম্পর্কে আমরা এখানে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব। যেমন,

স্ত্রীর জন্য প্রার্থনা করা। তাকে নিজের প্রার্থনা শোনানো। যেমন আপনি সালাত আদায়ের পর হাত তুলে স্ত্রীর জন্য এভাবে দুআ করলেন,

হে আল্লাহ, আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কারণ আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।

তবে তাকে শুনিয়ে আবার এমন দুআ করবেন না যাতে সে কষ্ট পায় হয়। যেমন,

হে আল্লাহ, আপনি আমার স্ত্রীর আখলাক-চরিত্র, আচার-ব্যবহার সংশোধন করে দিন। তার ভেতরের সমস্ত হঠকারিতা ও অবাধ্যতা দূর করে দিন। তাকে সর্বদা বাধ্য, অনুগতা হওয়ার তৌফিক দান করুন।

কিংবা 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার তৌফিক দান করুন, আমি তাকে নিয়ে আর পারছি না।'

স্ত্রী অসুস্থ হলে তার মাথায় হাত রেখে তার জন্য দুআ করা। এমন কোনো কথা না বলা, যাতে তার প্রতি আপনার অবহেলা প্রকাশ পায়। যেমন, বহুত হয়েছে অসুস্থতার ভান। এবার উঠো। তোমার আসলে কিছুই হয়নি।

স্ত্রীর কথার কীভাবে সুন্দর করে উত্তর দেবেন?

এ বিষয়ে আমরা অনেকেই অসচেতন। বলা যায় অজ্ঞ। কথা আমরা সবাই বলতে পারি। কিন্তু সুন্দর করে কথা? অল্প ক'জন পারি। উত্তর আমরা সবাই দিতে পারি। কিন্তু বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর? অল্প ক'জন পারি।

এটি একটি শিল্প বটে। চর্চা করে আয়ত্তে আনতে হয়। এর জন্য প্রচুর পড়তে হয়। যেমন, এখন আপনি পড়ছেন। স্ত্রীর কোন প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেওয়া উচিত, এটা না জানার কারণে আমরা অনেক সময় এমনভাবে উত্তর দেই যে, তারা খুব কষ্ট পায়। তাদের হৃদয় ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। তারা অপমানিত বোধ করে। শুধু তাই নয়, আমাদের কথার কারণে অনেক সময় আমাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাও কমে যায়। তাই আসুন এ বিষয়ে কিছু ধারণা নেওয়া যাক। যেমন,

আপনার স্ত্রী যদি কখনো বলে যে, তার মা অসুস্থ, তখন আপনি তাকে কী বলবেন?

আপনি তাকে বলবেন, 'তুমি গিয়ে কিছুদিন তার সঙ্গে থেকে আসো। এখন তোমার তার পাশে থাকা ভীষণ প্রয়োজন।' এভাবে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ আরও বেড়ে যাবে।

এভাবে বলা যাবে না, তোমার অন্য বোনদের বলো, তারা গিয়ে তোমার মায়ের সেবা করুক। তিনি কি শুধু তোমার একারই মা? তাদের মা নন? তাদের কী কোনো দায়িত্ব নেই?

♥♥♥

আপনার স্ত্রী যদি বলে, 'তোমার সন্তান তোমার মতো হয়েছে। বই পাগল। তুমি পড়তে ভালোবাসো। সে-ও তোমার মতো পড়তে ভালোবাসে।'

আপনি তখন বলুন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এমন সন্তান দান করেছেন, যার জ্ঞান তার পিতা-মাতার মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

কিন্তু এভাবে না বলা, 'আলহামদুলিল্লাহ, সে তার মায়ের মতো হয়নি। তার মা তো জীবনে কোনো দিন বই-ই হাতে নিয়ে দেখেনি।' এভাবে বললে সে তার মনে আঘাত পাবে।

স্ত্রীরও উচিত সন্তান পড়া না পারলে তাকে এভাবে না বলা, 'তুমি তো দেখি তোমার বাবার মতো হয়েছ। অলস, অপদার্থ। মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই।'

♥♥♥

স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করুন। বলুন, খুব মজা হয়েছে। মাশাআল্লাহ। এতে সে খুশি হবে। আপনাকে আরও মজার মজার খাবার রান্না করে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে।

কিন্তু রান্নায় কখনো একটু এদিক-সেদিক হলে বলা যাবে না, 'ভালো করে রান্নাটা তুমি কবে যে শিখবে?'

♥♥♥

আপনি কোনো কিছু নিয়ে খুব ব্যস্ত। সেই মুহূর্তে আপনার স্ত্রী আপনার কাছে এসে কোনো উপলক্ষ নিয়ে চটাচটি করলে মেজাজ হারাবেন না। সে কিছু চাইলে আপনি তাকে 'হ্যাঁ'-এর উপর রাখুন। বলুন, অমুক দিন বা অমুক সময়। তবে তৎক্ষণাৎ দেওয়া সম্ভব হলে দিয়ে দিন।

কিন্তু ব্যস্ততার কারণে এটা বলা যাবে না, দেখছ না, ব্যস্ত আছি। চাওয়ার আর সময় পেলে না। কিংবা তুমি কখনো আমার অবস্থা বোঝার চেষ্টা করবে না। বিয়ের এত বছর হয়ে গেল, এখনও তুমি আমাকে বুঝতে পারলে না।

♥♥♥

স্ত্রী কিছু বলার সময় তাকে 'আগেই শুনেছি' বলে থামিয়ে না দেওয়া। এতে সে কষ্ট পাবে। আপনি হয়ত খুব স্বাভাবিকভাবে বলবেন। কিন্তু তার মনটা খারাপ হয়ে যাবে।[৪৫]

---

[৪৫] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ৬৬-৬৭।

যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন

ভালোবাসা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শব্দ। যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানে কোনো বিষাদ নেই। আইন-আদালত নেই। মামলা-মোকাদ্দমা নেই। বিচার-সালিশ নেই। কিন্তু সবাই কি ভালোবাসা পায়? সবার কপালে কি এই নেয়ামত জোটে? বিশেষ করে স্ত্রীর ভালোবাসা তো খুব কম পুরুষের কপালে জোটে।

আমরা বিয়ে করি, ব্যাচেলর জীবন থেকে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করি। স্বামী-স্ত্রী হই। একসময় আল্লাহর তাওফিকে বাবা-মা হই। কিন্তু আমরা সবাই প্রেমিক-প্রেমিকা হয়ে উঠতে পারি না। আমাদের সবার কপালে ভালোবাসা জোটে না।

আমরা পুরুষরা বিয়ে করেই মনে করি স্ত্রীকে জয় করে ফেলেছি। তার সবকিছু আমার হয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। এখানেই আমরা সবচেয়ে বড় ভুলটা করি। তখন আমরা কর্তৃত্বপরায়ণ স্বামী ঠিকই হই। কিন্তু চিরন্তন প্রেমিক হয়ে উঠতে পারি না।

বিয়ে করার কারণে স্ত্রীর দেহের উপর আমাদের অধিকার ঠিকই জন্মায়। আমরা দুজন দুজনের জন্য হালাল হই। কিন্তু দুজন দুজনকে তখনও জয় করা হয় না। দেহ সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হলেও হৃদয় তখনও সমর্পিত হয় না। আমরা দেহের দ্বার উন্মুক্ত করার স্বাদ পেলেও হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করার স্বাদ পাই না। অথচ দেহের দ্বার উন্মুক্তের স্বাদ ক্ষণিকের। আর হৃদয়দ্বার উন্মুক্তের স্বাদ অনন্তকাল।

আমরা যদি আমাদের স্ত্রীর হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করতে চাই, তার হৃদয়রাজ্য জয় করতে চাই, তাহলে আমাদের তার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। যে সম্পর্ক জীবনের সমস্ত বিষাদকে আনন্দে পরিণত করবে। দুটি আত্মাকে আজীবন এক করে রাখবে। চায়ের কাপে টুনটুন করে বেজে উঠবে। কেননা দৈহিক সম্পর্ক কখনোই সংসারের ভীত নির্মাণ করে না। এটা শুধু ক্ষণিকের আনন্দ দান করে। তাও নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত। বরং আত্মিক সম্পর্কই সংসারের ভীত নির্মাণ করে। তাই আমাদের অবশ্যই স্ত্রীর সঙ্গে মজবুত আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তার হৃদয় জয় করতে হবে এবং সে জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

কিন্তু আমাদের সেই প্রচেষ্টা পদ্ধতি কী হবে? আমরা কীভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করব?

খুব সহজ। আসুন জেনে নেওয়া যাক।

- ♥ আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করবেন, যেন তিনি আপনাকে স্ত্রীর ভালোবাসার রিজিক দান করেন। সে যেন আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে।

কারও প্রতি ভালোবাসা একটি রিজিক, যা আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দান করেন। যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের পরও তিনি কোনো বকরি জবাই করলে তা তাঁর বান্ধবীদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। এজন্য আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে খুব ঈর্ষা করতেন। নারীর স্বভাবসুলভ যে ঈর্ষা সেই ঈর্ষা।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি নবিজির অন্তরে এই যে সীমাহীন ভালোবাসা, এটা আল্লাহ তায়ালারই দান ছিল। নবিজি তার পবিত্র জবানেই সেটা বলেছেন,

> 'আমাকে খাদিজার ভালোবাসার রিজিক দান করা হয়েছে। (অর্থাৎ তার ভালোবাসা আমার মনে জায়গা করে নিয়েছে।)'[৪৬]

ভালোবাসা আসমান থেকে নাযিল হয়। তারপর তা বান্দাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। তাই ভালোবাসার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা এবং তা লাভ করার জন্য চেষ্টা করা।

- ♥ স্ত্রীর ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা। এগুলো আপনাকে তার মন জয় করতে সহযোগিতা করবে। সবসময় বড় কিছু করতে হবে এমন নয়।
- ♥ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীকে উষ্ণ আলিঙ্গনে সিক্ত করা। একটু জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া, নাকে আলতো করে একটা টোকা দেওয়া, গালটা ধরে একটু টান দেওয়া ইত্যাদি। এমনকি রোজা অবস্থায় হলেও। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা অবস্থায় আমাকে চুমু খেতেন।[৪৭]
- ♥ কর্মস্থলে গিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা। ফোন বা ম্যাসেজ দিয়ে তাকে জানানো যে, আপনি তাকে মিস করছেন।

---

[৪৬] সহিহ মুসলিম : ৬১৭২।
[৪৭] সহিহ মুসলিম : ২৪৬৫।

- কোনো দিন বাসায় ফিরতে দেরি হলে তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, আজ ফিরতে একটু লেট হবে। আপনার ফিরতে দেরি হলে সে আপনাকে নিয়ে টেনশন করে।
- ঘরে প্রবেশের সময় হাসিমুখে প্রবেশ করা।
- তার প্রতি আপনার দায়িত্ব আছে এবং আপনি সেই দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ, সচেতন—এই অনুভূতি তার মাঝে সৃষ্টি করা।
- মাঝে মাঝে স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দেওয়া। তাকে কোনো গিফট দেওয়া। এ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা। যেমন—ঘড়ি, মোবাইল, আংটি, ড্রেস, কসমেটিকস ইত্যাদি।
- তাকে সম্মান ও মূল্যায়ন করা।
- বাচ্চাদের সামনে কখনো তার সমালোচনা না করা।
- পিতা-মাতার কাছে কখনো তার দোষ বর্ণনা না করা।[৪৮]

[৪৮] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ৬৮-৬৯।

প্রথমে গিয়ে তোমার গাধাকে তালাক দাও

নতুন বিয়ে হয়েছে। বাসর রাত। স্বামী ঘরে না ঢুকতেই তার কী যেন মনে হলো, একটু আসছি বলে সে আবার বের হয়ে গেল।

নববধূ মনে করল, হয়ত সে তার জন্য সুন্দর কোনো গিফট আনতে গিয়েছে।

একটু পর সে ফিরে এল। সে কিছু আনতে যায়নি। এ কী? তার হাতে পশুর খাবার ঘাস, খড় ইত্যাদি লেগে আছে কেন?

এসব কী? নতুন বউ জিজ্ঞাসা করল।

সে তখন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, আমার একটা গাধা আছে। হঠাৎ মনে পড়ল যে, গাধাটা এখনো খায়নি। তাই তাকে খাওয়াতে গিয়েছিলাম।

সে খুব অবাক হলো। কিন্তু নতুন বউ। তাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না।

ভোরে তার স্বামী তাকে জলদি জাগিয়ে তুলল। বলল সকাল হয়ে গেছে। আমার গাধাটা এখনো কিছু খায়নি। জলদি যাও। তাকে ঘাস-পানি দিয়ে এসো।

এভাবে মধুমাস গত হলো। সারাদিন শুধু গাধার কথা। তার স্বামীর মাথায় শুধু গাধা আর গাধা। গাধাকে খাবার দিয়েছো? গোসল করিয়েছো? ওর এখন কী অবস্থা? কী করছে? ঘুমাচ্ছে? আচ্ছা গাধা তোমাকে কী বলে?

বেচারির মনে হতে লাগল, এ কোন গাধার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এ কোন গাধার সংসারে এসে সে পড়েছে। গাধা পালতে পালতে তো দেখি সে নিজেই গাধা হয়ে গেছে।

রাগে ক্ষোভে একদিন সে কাপড়-চোপড় সব গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে গেল। এই ছেলের সঙ্গে আর সংসার করা সম্ভব না। গাধার সঙ্গে থাকলে সেও একসময় গাধী হয়ে যাবে। নিজেকে তখন তার গাধী মনে হতে থাকবে।

পরিবারের মুরুব্বিরা এলো। ছেলেকে নিয়ে বসলো। তারা তাকে বুঝালো, 'সবে মাত্র বিয়ে করেছো। বাড়িতে নতুন বউ। এ সময় গাধাকে নয়, বউকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত।'

সে তার ভুল বুঝতে পারল। কথা দিল আজ থেকে সে তার গাধাকে ভুলে যাবে। আর বউকে তার বাবার বাড়ি গিয়ে নিয়ে আসবে।

যেদিন বউকে এসে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেদিন তার আসতে অনেক দেরি হলো।

-আসতে এত দেরি হলো যে? রাস্তায় কোনো সমস্যা হয়েছিল? তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করল।

-হুম ট্রেনে আসার কারণে দেরী হয়েছে। খুব স্লো। আমার গাধায় চড়ে আসলে আরও আগে পৌঁছতে পারতাম।

এ কথা শুনে সে সঙ্গে সঙ্গে এক চিৎকার দিল। আপনি এক্ষণি আমাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। যেই ট্রেনে এসেছেন, সেই ট্রেনে করে চলে যান।

♥♥♥

এই ঘটনায় প্রতিকীস্বরূপ যদিও গাধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এমন অনেক বিষয় রয়েছে, পুরুষের মন-মগজ জুড়ে বাস করতে থাকে। তারা সেগুলোতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যেমন—ক্যামেরা, মোবাইল, নাটক, সিনেমা, গেমস, গান, গাড়ি, বাইক, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি।

মোবাইলে সামান্য সমস্যা হলে আমরা অনেকে যতটা উদ্বিগ্ন হয়, স্ত্রী অসুস্থ হলে, কিংবা সে কোনো ব্যথা পেলে ততটা উদ্বিগ্ন হয় না।

আমি এক বড় ব্যবসায়ীকে চিনতাম, যে পিঁয়াজের ব্যবসা করত। সে যখনই কোনো পাত্রী দেখতে যেত, পাত্রীর সঙ্গে বসে পিঁয়াজের আলোচনা শুরু করে দিত। আর তখন সে পাত্রী তার হাতছাড়া হয়ে যেত।

এভাবে দশের অধিক পাত্রী তার হাতছাড়া হয়েছে। পাত্রীকে তার পছন্দ হলেও তাকে পাত্রীর পছন্দ হয় না।

শেষ পর্যন্ত সারাজীবন তাকে বিয়ে না করেই থাকতে হয়েছে। বউ আর কপালে জুটেনি। পিঁয়াজপ্রেমী কাউকে সে খুঁজে পায়নি।[৪৯]

[৪৯] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ৭৪-৭৫।

লোকের কথা শুনেই বিশ্বাস না করা

ডক্টর আবদুর রহমান আরিফি বলেন, আমি এক সফরে যানাযান[৫০] শহরে একটি জেলখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেখানে অল্পবয়স্ক এক যুবক ছিল। বয়স তেইশ-এর কাছাকাছি। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছে। আমি তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে সালাম দিলাম।

তারপর আমার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এর অপরাধ কী?

-বিয়ের তিন মাসের মাথায় নিজ স্ত্রীকে খুন।

-কারণ কী? কী এমন হয়েছিল? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

তিনি বললেন, বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে সে বেশ সুখে ছিল। হাসি-আনন্দে তাদের দিন কাটছিল। তার স্ত্রী বেশ স্বামী অন্তপ্রাণ ছিল।

এতে কিছু হিংসুক লোকের গায়ে জ্বালা ধরে গেল। তারা তার সুখ সহ্য করতে পারলো না। তাদের সঙ্গে তার আগে থেকে হয়ত কিছু ঝামেলা ছিল কিংবা তারা এই মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

একদিন হিংসুকদের দলের একজন তাকে বলল, তুমি কি তোমার আগের গাড়িটা বিক্রি করে নতুন গাড়ি কিনেছো? সবুজ কালারের? অমুক ব্রান্ডের?

-কই না তো। আমার সেই আগের গাড়িটাই আছে। তোমরা যেটা চিন। কালো কালারের।

-আমি গতকাল তোমার বাসার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম গেটের সামনে একটি সবুজ গাড়ি পার্ক করা। গাড়িতে একজন লোক বসা। তখন তোমার বাসার ভেতর থেকে একজন নারী বের হল। তারপর সে গাড়িতে উঠে সেই লোকের সঙ্গে কোথায় যেন গেল। দু'ঘণ্টা পর সে বাসায় ফিরে এল। তাছাড়া প্রায়ই তোমার বাসায় একজনের আসা-যাওয়া দেখি। তোমার বাসায় কি তোমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ থাকে?

-না। বাসায় আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকে না। এমনকি বাসায় কোনো কাজের বুয়াও নেই।

---

[৫০] ইরানের একটি শহর। ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে দুইশ আটানব্বই কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

লোকটির কথায় তার মনে একটা সন্দেহের রেখা উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল। সে বাসায় এসে স্ত্রীকে নানাভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, বাসায় কেউ এসেছিল কি না।

দুদিন পর হিংসুকদের দলের আরেকজন এলো। সেও এসে প্রথমজনের মতো বলল, তুমি কি তোমার আগের গাড়িটা পাল্টে ফেলেছো? সাদা কোনো গাড়ি কিনেছো?

-না। আমার তো সেই কালো গাড়িটাই এখনো আছে।

-গতকাল আমি তোমার বাসার সামনে একটি সাদা গাড়ি দেখলাম। এক নারী বের হয়ে গাড়িটিতে উঠল।

এর ক'দিন পর তৃতীয়জন এলো। তারপর চতুর্থজন। সবার একই কথা।

তার তখন পুরো পাগল হওয়ার মতো অবস্থা। এসব সে কী শুনছে। সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, তার স্ত্রীর অন্য কারও সঙ্গে গোপন কোনো সম্পর্ক আছে। নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারছে না। ঘৃণায় ফেটে পড়ছে।

বাসায় আসার পর স্ত্রীর সঙ্গে তার মারাত্মক ঝগড়া হলো। সে তাকে জঘন্য অপবাদ দিল। স্ত্রী রাগ করে বাবার বাড়ি চলে গেল।

কিছুদিন পর...

সেই লোকগুলো আবার একে একে তার কাছে এসে বলল, যেই গাড়িটি তোমার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত, সেটি এখন তোমার শ্বশুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কাল দেখবে সেই নারী কোলে বাচ্চা নিয়ে এসে বলবে, এটা তোমার সন্তান। তোমার ভেতর কী আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কিছু নেই?

এভাবে তারা তাকে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করে তুলল। তার ভেতরের আগুনকে আরও উস্কে দিল। একসময় সে শয়তানের কাছে হার মানল। তারপর একদিন রাতে গোপনে সে তার শ্বশুর বাড়ি গেল। রাতের অন্ধকারে স্ত্রীর রুমে প্রবেশ করল। তারপর তাকে নির্মমভাবে খুন করল। একেবারে জবাই। গলা কেটে ফেলল।

তারপর সে নিজেই থানায় গেল। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল। বলল, আমি আমার স্ত্রীকে খুন করেছি এবং আমার এতে কোনো আফসোস নেই।

আদালতে তার ফাঁসির রায় হলো।

♥♥♥

লক্ষ করুন, কীভাবে দুষ্টু লোকের মিথ্যা কথাকে চোখ বুজে বিশ্বাস করার কারণে দুটি নিষ্পাপ প্রাণ ধ্বংস হয়ে গেল। একটি সুখি সুন্দর পরিবার শ্মশানে পরিণত হল।

সুতরাং নিজের স্বামী বা স্ত্রী কিংবা সন্তান ও পরিবারের মানুষদের ব্যাপারে কেউ কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে তা বিশ্বাস না করা। বরং ভালোভাবে যাচাই করা। শয়তান যেন কোনোভাবেই আমাদের পেয়ে না বসে।

পবিত্র কুরআনে মহান রাব্বুল আলামিন মুমিনদের এ বিষয়ে উত্তম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোনো বার্তা আনয়ন করে, তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন করে বসো এবং পরে কৃতকর্মের জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হয়।'[৫১]

[৫১] সুরা হুজুরাত : ৬। হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

অবহেলা

ফয়সালের হাত ধরে যখন আফিফা এ বাড়িতে নতুন বউ হয়ে এলো, তখন তাদের বাসার সবকিছু রঙিন ছিল। চারদিকে হাসির শব্দ ছিল। আনন্দের ছুটোছুটি ছিল। জানালার পর্দাগুলোতে মৃদু হিল্লোলের নাচন ছিল। বিছানায় সুখের গড়াগড়ি ছিল। একটি বালিশে দুটি মাথা ছিল। টবের ফুলগুলো সজিব ছিল।

কিন্তু বছর তিনেক না যেতেই সবকিছু কেমন প্রাণহীন, ম্যারম্যারে হয়ে গেল। বালিশ থেকে দুটি মাথা আলাদা হয়ে গেল। টবের সজিব ফুলগুলো কেমন শুকিয়ে গেল।

মাথার উপর ঘরের ছোট্ট যে ছাদটাকে একসময় তাদের আকাশের চেয়েও বিশাল মনে হত, এখন সে ছাদটাকে তাদের বড্ড ছোট মনে হয়। এর নিচে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তারা এখান থেকে পালাতে চায়।

কিন্তু এমন কেন হলো?

সবকিছু এত দ্রুত কীভাবে বদলে গেল?

ফাগুন আসতে না আসতে সে কীভাবে চৈত্রের কাছে হেরে গেল?

ভালোবাসার বিশাল আইসবার্গ এত দ্রুত কীভাবে গলে নিঃশেষ হয়ে গেল?

'দুটি দেহ, একটি প্রাণ'—থেকে কীভাবে তারা 'দুটি দেহ, দুটি প্রাণ'-এ পরিণত হলো?

এর উত্তর খুব সহজ।

অবহেলা। অবহেলা এবং স্রেফ অবহেলা। পরস্পরের প্রতি অবহেলা।

বিয়ের প্রথম দিকে দুজন দুজনকে যেভাবে গুরুত্ব দিত, পরবর্তিতে আর সেভাবে গুরুত্ব না দেওয়া। শুরুর দিকে দুজন দুজনার যেভাবে খেয়াল রাখত, এখন আর সেভাবে খেয়াল না রাখা।

এই অযত্ন আর অবহেলার কারণে ভালোবাসা ধুঁকতে থাকে। ধুঁকতে ধুঁকতে একসময় মরে যায়।

অনেক নারী আছে বিয়ের প্রথম দিকে স্বামীর যেভাবে সেবা-যত্ন করত, দেখাশুনা করত, পরে আর সেভাবে করে না। বাসার সবকিছু যেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখত, এখন আর সেভাবে রাখে না। স্বামী অফিসে গেলে কিংবা বাসার বাইরে থাকলে একটু পরপর সে তাকে ফোন করত। তার খোঁজখবর নিত। অফিস থেকে এলে তাকে সুন্দর করে অভ্যর্থনা জানাত। কিন্তু এখন আর সে এসবের কিছুই করে না।

তাই স্বামীর মনে তার প্রতি যে ভালোবাসা ছিল, তা আস্তে আস্তে মরে গিয়েছে। সে এখন আর তাকে আগের মতো ভালোবাসে না।

স্বামীর এমন আচরণে সে তখন খুব আশ্চর্য হয়।

আবার অনেক স্বামী আছে, স্ত্রীকে শুরুতে যেভাবে গুরুত্ব দিত এখন আর সেভাবে গুরুত্ব দেয় না। স্ত্রী তার খেয়াল রাখলেও সে তার খেয়াল রাখে না। তার সঙ্গে সে খুব বাজে ব্যবহার করে। বাইরের মানুষের সঙ্গে সে খুব হাসিখুশি থাকলেও স্ত্রীর সঙ্গে সে খুব রুক্ষ ও কর্কশ।

তাই স্ত্রীর মনে তার প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তা একসময় মরে যায়। তার প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা হারিয়ে যায়।

স্ত্রীর এমন আচরণে সে তখন খুব আশ্চর্য হয়।

এমন স্বামী যেমন আছে—যে প্রায়ই বাসায় ফিরে দেখে তার স্ত্রী ঘুমাচ্ছে। আবার এমন স্বামীও আছে, যে স্ত্রীকে বাসায় অসুস্থ ফেলে রেখে ঘুরতে চলে যাচ্ছে।

এজন্য স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য হলো, পরস্পরকে গুরুত্ব দেওয়া। খেয়াল রাখা। পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ রাখা। অবহেলা না করা। কেননা অবহেলার কারণেই একসময় ভালোবাসা মরে যায়।[৫২]

---

[৫২] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

শেষ কবে স্ত্রীকে গিফট দিয়েছিলেন?

এখন আপনাকে একটি প্রশ্ন করি, শেষ কবে স্ত্রীকে গিফট দিয়েছিলেন?

গিফট হচ্ছে ভালোবাসার প্রতীক। কৃতজ্ঞতার স্বরূপ।

গিফট ভালোবাসাকে স্বচ্ছ ও দৃঢ় করে। পারস্পরিক বন্ধনকে মজবুত করে। গিফট যত ছোটই হোক, স্ত্রীর মনে এর প্রভাব বিরাট। এর মাধ্যমে সে বুঝতে পারে আপনি তাকে ভালোবাসেন। গিফট তার অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।'[৫৩]

দাম্পত্য জীবনে উদযাপন করার মতো অনেক উপলক্ষ আসে। যেমন, কর্মক্ষেত্রে স্বামীর পদোন্নতি। কিংবা স্ত্রীর গর্ভধারণ করা, মা হওয়া। কিংবা তার কুরআন খতম করা।

এসব উপলক্ষ উদযাপন করার জন্য আপনারা পরস্পরকে গিফট দিতে পারেন। গিফট খুব এক্সপেনসিভ, দামী হতে হবে এমন নয়। ছোট বা সামান্য কিছু দিয়েও উপযাপন করা যায়। সঙ্গে হৃদয়স্পর্শী ও আবেগঘন কোনো বাক্য লিখে দিলেন ।

দেখবেন, শীতের ঝরাপাতার ন্যায় বিশুষ্ক ও ম্যারম্যারে হয়ে যাওয়া দাম্পত্যজীবনে ফাগুন এসেছে। ভালোবাসা তার সুরভী ছড়াচ্ছে।

কোনো সফর থেকে ফেরার সময় সঙ্গে কোনো গিফট নিয়ে আসতে পারেন। হোক তা সামান্য একটা ফুল কিংবা হাতের চুঁড়ি।

আপনি যদি বলেন, সামান্য একটা ফুল কেনারও সামর্থ্য আমার নেই, তাহলে কে বিশ্বাস করবে বলুন?!

---

[৫৩] মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ২/৯০৮। তাবারানি আওসাত।

গিফট যেকোনো বস্তু হতে হবে তা নয়। কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়া কিংবা খেতে নিয়ে যাওয়া, এগুলোও এক প্রকার গিফট।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, তুমি যখন কোনো গিফট পাবে, আর তার বিনিময়ে কিছু দিতে পারবে না, তখন চিন্তা করো না। কারণ গিফট পেয়ে তুমি যে খুশি হয়েছ, এটাই গিফট প্রদানকারীর জন্য অনেক বড় গিফট হয়ে গেছে।

গিফট প্রদানের সময় কিছু লক্ষণীয় বিষয়:

- ♥ গিফটের গায়ে যেন প্রাইজ ট্যাগ লাগানো না থাকে। থাকলে সেটা উঠিয়ে ফেলা।
- ♥ কারও সামনে গিফট না দেওয়া। তবে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।
- ♥ গিফট দিয়ে পরে খোঁটা না দেওয়া। কিংবা অন্যদের সামনে সেটার আলোচনা না করা।

দাম্পত্য জীবনে আসা বিভিন্ন আনন্দের উপলক্ষগুলো আপনারা এভাবে উদযাপন করতে পারেন।

পুরনো দম্পতিদের অনেকে এই বলে যুক্তি দিয়ে থাকে, আমাদের এখন আর এসব গিফট-টিফট দেওয়ার বয়স নেই। যৌবন সেই কবে চলে গিয়েছে।

এসব মূর্খতা। যারা সেলফিশ, শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে, সঙ্গি বা সঙ্গিনীর যে কোনো হক আছে, তা জানে না কিংবা স্বীকার করে না, কেবল তারাই এমন কথা বলে।[৫৪]

---

[৫৪] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ১৩৪-১৩৫।

নারীরা যেসব কারণে মিথ্যা বলে

একজন নারীর মিথ্যা বলার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন,

- বিয়ের আগে থেকেই অনেক নারীর মিথ্যা বলার অভ্যাস থাকে। পরিবারের থেকেও অনেকে মিথ্যা বলা শিখে। যেমন, সে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে, তার পরিবারের বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই মিথ্যা বলে।
- কোনো কোনো নারী মায়ের কাছ থেকে মিথ্যা বলা শিখে। সে তার মাকে দেখেছে শুধু তার বাবার সঙ্গে মিথ্যা বলতে। অন্য কারও সঙ্গে মিথ্যা না বললেও তার মা তার বাবার সঙ্গে মিথ্যা বলত। এমন না যে তার বাবা কৃপণ ছিল, তাই তার মা তার সঙ্গে মিথ্যা বলতেন। এটা তার অভ্যাস ছিল।
- স্বামীর মিথ্যা বলার অভ্যাস থাকার কারণেও অনেক নারী মিথ্যা বলে। যেমন, তার স্বামী কথা দিয়ে কথা রাখে না। কিংবা কোনো প্রয়োজনে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেটা আর ফেরত দেয় না। অথবা সে হয়ত তার স্বামীকে কোনো কিছু কিনতে টাকা দিয়েছে, তিনি সেটা কেনার পর বাকি টাকা আর ফেরত দেয়নি। তার কাছে রেখে দিয়েছেন।
- আবার অনেক নারী স্বামীর কঠিন স্বভাব ও আচার-আচরণের কারণে মিথ্যা বলে। কোনো কোনো স্বামী আছেন, স্ত্রীর সামান্য ভুলে ক্ষিপ্ত হয়ে যান। খুব মেজাজ দেখান। তেড়েফুড়ে আসেন। এমন স্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য কোনো কোনো নারী মিথ্যা বলে থাকেন।
- আবার অনেক স্বামী স্ত্রীকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করেন। যেমন, স্ত্রী কোনো একটা কিছু কিনে বাসায় এসে যদি বলে, এত টাকা। স্বামী তখন তাকে কিছু টাকা কমিয়ে দেয়। যেমন, একশ টাকা বললে স্বামী দেয় পঞ্চাশ টাকা। বারোশ বললে দেয় এক হাজার টাকা। কিংবা তাকে বলে, তুমি এটা কিনে ঠকেছো, এটার দাম এত না। মানে স্ত্রী কিছু কিনলেই সেটার দাম বেশি। এমতাবস্থায় অনেক স্ত্রী মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়।
- হিংসুকদের হিংসা থেকে বাঁচার জন্যও কোনো কোনো নারী মিথ্যা বলে থাকে।

প্রতিকার বা চিকিৎসা

স্ত্রীর মিথ্যা বলার রোগ থাকলে অনেকভাবেই এ রোগের চিকিৎসা করা যায়। নিম্নে কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি তুলে ধরা হলো,

- ♥ পারস্পরিক সুন্দর বোঝাপড়া সৃষ্টি করা। আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা।
- ♥ স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া। নারীরা সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। তাই তাদের ক্ষমা করে দেওয়া তাকওয়ার পরিচায়ক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

'মাফ করে দেওয়াই তাকওয়ার অধিক নিকটতর।'[৫৫]

- ♥ স্ত্রীকে কোমলভাবে বোঝানো যে, মিথ্যা বলা মহাপাপ। কবিরা গুনাহ। মিথ্যা মানুষের বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যদি বিশ্বাসই না থাকে, তাহলে তারা কীভাবে সংসার করবে? তাদের মাঝে ভালোবাসা কীভাবে থাকবে? যাকে বিশ্বাস করা যায় না, তাকে কখনো ভালোবাসাও যায় না।
- ♥ নিজের প্রয়োজনের কথা স্বামীর কাছে স্পষ্ট করে বলা। 'স্বামীকে বললে হয়ত দিবে না' এই ভেবে অনেক নারী তার প্রয়োজনের কথা বলে না। এমনটি না করা। বরং স্পষ্ট করে বলে দেওয়া।
- ♥ অল্পে তুষ্ট থাকা। লোভ না করা। লোভ মানুষকে মিথ্যার দিকে ঠেলে দেয়। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ মেনে চলা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ সত্য সৎকর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর সৎকর্ম জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার নিকট সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাক। কারণ মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়।'[৫৬]

---

[৫৫] সুরা বাকারা : ২৩৭।
[৫৬] সহিহ মুসলিম : ৬৪০১।

পুরুষরা যেসব কারণে মিথ্যা বলে

এক মহিলার অভিযোগ, আমার স্বামী আমার সঙ্গে সবকিছু নিয়ে মিথ্যা বলে। ছোটোখাটো যে কোনো বিষয় নিয়েও মিথ্যা বলে।

সাধারণত পুরুষরা যেসব নিয়ে মিথ্যা বলে আসুন সেগুলো জেনে নেই।

- ♥ নিজের প্রফেশন নিয়ে মিথ্যা বলে। যেমন সে হয়ত কোনো প্রতিষ্ঠানের সহকারি পরিচালক। কিন্তু নিজেকে সে পরিচালক বলে দাবি করে। কিংবা সে কোনো কলেজের লেকচারার। কিন্তু নিজেকে সে প্রফেসর বলে দাবি করে।
- ♥ মাসিক ইনকাম নিয়ে অনেকে মিথ্যা বলে। এদের মধ্যে আবার দুই শ্রেণি, কেউ বাড়িয়ে বলে। কেউ কমিয়ে বলে। নিজের প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য কেউ বাড়িয়ে বলে। আর স্ত্রী-সন্তানদের বাড়তি খরচের হাত থেকে বাঁচার জন্য কেউ কমিয়ে বলে।
- ♥ একটু স্বাধীনতা লাভের জন্য কেউ কেউ মিথ্যা বলে। যেমন সে হয়ত মনের খুশিতে ড্রাইভ করছে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে খেতে গিয়েছে। কিন্তু স্ত্রীকে বলছে অফিসের কাজে আছে।
- ♥ স্ত্রীর অতিরিক্ত গোয়েন্দাগিরির হাত থেকে বাঁচার জন্য কেউ কেউ মিথ্যা বলে।
- ♥ চরিত্রে সমস্যা থাকলে মিথ্যা বলে। কোনো গুনাহর কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলে মিথ্যা বলে।

স্বামী যখন মিথ্যা বলে তখন স্ত্রীর নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, তার স্বামী তার সঙ্গে কেন মিথ্যা বলে?

অনেক নারী আছে স্বামীকে প্রচুর প্রশ্ন করতে থাকে। জেরা করতে থাকে। তার এই জেরার হাত থেকে বাঁচার জন্য কোনো কোনো পুরুষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে তা গোপন করে। নিজের মা-বাবা, ভাই-বোনদের পিছনে খরচ করলে তা গোপন করে।

স্ত্রীর অতিরিক্ত সন্দেহ কিংবা কঠোর আচরণও স্বামীকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে।

মিথ্যা অবশ্যই একটি ঘৃণিত স্বভাব। কবিরা গুনাহ। দীর্ঘ সময় নিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। তবে চিকিৎসা গ্রহণের সদিচ্ছা থাকলে, নিয়ত খালেস থাকলে এ রোগ থেকে সেরে উঠা অসম্ভব কিছু নয়।

- ♥ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, মিথ্যা বলার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যে, তার মাঝে এ ঘৃণ্য স্বভাব থেকে বের হয়ে আসার যোগ্যতা রয়েছে। সে চেষ্টা করলে পারবে।
- ♥ তাকে এ জন্য তিরস্কার ও ভর্ৎসনা না করা। এতে হতে পারে সে আরও বিগড়ে যাবে। তার সঙ্গে নম্রতা ও কোমলতার আচরণ করা। তার ভেতরে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা যে আপনি তাকে ভালোবাসেন বলেই তার সংশোধন চাচ্ছেন।
- ♥ তার জন্য দুআ করা। বিশেষ করে যেসব সময়ে দুআ কবুল হয়। যেমন শেষ রাতে উঠে। প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে। দিনের শুরু ও শেষ সময়ে। জুমুআর দিনে।
- ♥ তাকে ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়তে দেওয়া। মিথ্যার কুফল ও অশুভ পরিণতি বিষয়ক অনেক বই আছে, সেগুলো পড়তে দেওয়া। হক্কানী কোনো আলেমের সোহবতে নিয়ে যাওয়া।
- ♥ তার মোবাইল, পকেট, মানিব্যাগ ইত্যাদি চেক না করা। তার পিছনে লেগে না থাকা।[৫৭]

[৫৭] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

একদিকে মা, একদিকে স্ত্রী

বউ-শ্বাশুড়ির মাঝে সাধারণত সম্পর্ক ভালো থাকে না, এটা প্রসিদ্ধ কথা। তাদের মাঝে বন্দুক যুদ্ধ না হলেও স্নায়ু যুদ্ধ চলতে থাকে। খুব কম পরিবারেই বউ-শ্বাশুড়ির মাঝে সুসম্পর্ক দেখা যায়। কোনো কোনো পরিবারের কাছে তো এটা দু:স্বপ্ন।

স্ত্রী ও মাকে নিয়ে অনেক পুরুষকে কঠিন সমস্যায় পড়তে হয়। উভয় সংকট যাকে বলে। একদিকে মা, একদিকে স্ত্রী। সে কোন পক্ষ নিবে বুঝতে পারে না। কারণ তাকে দুজনকেই সন্তুষ্ট রাখতে হবে।

এমতাবস্থায় সে যদি একটু হেকমত ও সবরের সঙ্গে চলে, তাহলে সে উভয়কেই সন্তুষ্ট রাখতে পারবে এবং উভয়ের হক আদায় করতে পারবে।

প্রথমে পরিস্থিতি খুব ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আপনার মায়ের প্রতি আপনার স্ত্রীর অনুভূতি কী, সে তাকে নিয়ে কী ভাবে, তার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন, এগুলো জানার চেষ্টা করতে হবে।

আপনার মা আপনাদের সঙ্গে থাকলে আপনার স্ত্রী যদি বিরক্তি প্রকাশ করে তাহলে এর কারণ কী—আপনাকে তা খুঁজে বের করতে হবে।

অপরদিকে মায়ের দিকটিও আপনার ভুলে থাকলে চলবে না। আপনার স্ত্রীর প্রতি তার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পেছনে কারণ হচ্ছে—তিনি আশঙ্কা করেন, তিনি আপনার কাছে অপাংক্তেয় হয়ে পড়বেন। এতদিন যে মাকে অবলম্বন করে আপনি বেঁচেছেন। এখন তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো নারীকে আপনি আপনার অবলম্বন বানিয়েছেন। এসব ভেবে তিনি হয়ত খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়েন।

এ ক্ষেত্রে আপনার জন্য আমার পরামর্শ হলো,

- ♥ আপনি তাদের উভয়ের সঙ্গেই কথা বলুন। তাদের আবেগ-অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন।
- ♥ আপনার স্ত্রী যদি আপনার মায়ের সঙ্গে না থাকে, কিংবা কর্মস্থলের কারণে আপনাকে ফ্যামিলি নিয়ে আলাদা থাকতে হয়, তাহলে চেষ্টা করবেন উভয়ের মাঝে ঘন ঘন সাক্ষাৎ করাতে। স্ত্রীকে প্রায় মায়ের বাড়িতে নিয়ে আসবেন। এসে যেন আবার বেশিদিন না থাকে। তখন

আবার তিক্ততা শুরু হয়ে যাবে। স্বল্প সময়ের জন্য আসবেন। দু-তিন দিন বা দুয়েক সপ্তাহ। আপনি এটা ভাববেন না, বেশিদিন থাকলে সম্পর্ক মধুর হবে।

- ♥ স্ত্রীর সঙ্গে আপনি আপনার মায়ের স্মৃতিচারণ করুন। আপনাদের তিনি কত কষ্ট করে মানুষ করেছেন, বড় করেছেন, তার সেসব ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা আলোচনা করুন। তাকে মাঝে মাঝে আপনার মায়ের মজার মজার ঘটনা শোনান। এভাবে তার ভেতর আপনার মায়ের প্রতি মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ জেগে উঠবে।
- ♥ আপনার মা সম্পর্কে আপনার কোনো নেতিবাচক চিন্তা স্ত্রীর সঙ্গে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।
- ♥ তাদের একজনকে আরেকজনের সামনে মন্দভাবে তুলে ধরবেন না। একজনের কাছে অন্যজনের খারাপ দিকগুলো আলোচনা করবেন না।
- ♥ দুজনের কেউ যেন অপরের সম্পর্কে আপনার কাছে মন্দ কিছু বলার সুযোগ না পায়। গালিগালাজ তো দূরের কথা।
- ♥ যে কোনো দ্বন্দ্ব সূচনাতেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।
- ♥ কারও বেশি বেশি বলার অভ্যাস থাকলে শুধু নির্দিষ্ট অভিযোগটি শুনুন। অতীতের পুরনো কাসন্দি ঘাটার সুযোগ দেবেন না।
- ♥ প্রত্যেককে নিয়ে আলাদাভাবে বসুন। এমন যেন না হয়, দুজনকে একসঙ্গে নিয়ে বসলেন। আর তারা আপনার সামনেই ঝগড়া শুরু করে দিল।
- ♥ দুজনের কাউকে অপরকে মহব্বত করার জন্য জোর করবেন না। এক পক্ষকে খুশি করতে গিয়ে অপর পক্ষের উপর জুলুম করবেন না।
- ♥ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে নিজে সমস্যায় জড়াবেন না। নিজেকে দূরে রাখবেন। তবে কী হচ্ছে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন।
- ♥ তারা উভয়ে যেন আপনাকে সম্মান করে, আপনার কথা গ্রহণ করে, নিজেকে আপনার সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে হবে।
- ♥ কিছু বিষয়ে আপনাকে সুস্পষ্টরূপে 'না' বলে দিতে হবে। কোনোরূপ প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। যেমন, আপনার মা যদি আপনার সন্তানদের লালন-পালনের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চান কিংবা আপনার স্ত্রী যদি সন্তানদের দাদা-দাদীর কাছে যেতে বাধা দেয়।

♥♥♥

এবার এক ব্যতিক্রমী নারীর কথা বলি, সব নারী তো আর একরকম হয় না। পৃথিবীতে আল্লাহর কিছু প্রিয় বান্দিও থাকেন। আমার একজন বৃদ্ধা পেশেন্ট আছেন। পঙ্গু। তার সঙ্গে সবসময় একজন মহিলা থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ছেড়ে কোথাও যান না। বৃদ্ধার ছেলে বড় এক ভার্সিটির প্রফেসর। একদিন সে আমাকে বলল, এই ভদ্র মহিলা আমার স্ত্রী। আজ চৌদ্দ বছর যাবৎ সে আমার মায়ের খেদমত করে যাচ্ছে। তাকে সেবা-শশ্রুষা করছে। এক রাতের জন্য সে আমার মাকে একা থাকতে দেয়নি।

আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর এমন বান্দিও আছে, যে পূর্ণ নিবেদন ও আত্মত্যাগের সঙ্গে, নিজের সর্বস্ব দিয়ে শ্বাশুড়ির খেদমত করে যাচ্ছে।[৫৮]

[৫৮] হামাসাতুন ফি উয়ুনি যাওযাইন : ১৪৪-১৪৫।

স্ত্রীর কারণে মায়ের উপর জুলুম না করা

মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পর তাকে সর্বোচ্চ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। একজন মা তার সন্তানের জান্নাত, যদি সন্তান তার হক আদায় করতে পারে। আর হক আদায় করতে না পারলে এই জান্নাতই তার জন্য জাহান্নামে পরিণত হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

> 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর কে? নবিজি বললেন, তোমার মা। সে বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললো, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা।'[৫৯]

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন,

> 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, নারীর উপর সবচেয়ে বেশি অধিকার কার? তিনি বললেন, তার স্বামীর। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, পুরুষের উপর? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার মায়ের।'[৬০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

> 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ তোমাদের মায়েদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর আবার তিনি তোমাদের মায়েদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর তিনি তোমাদের বাবাদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারপর তিনি আত্মীয়তার দিক থেকে যে যত নিকটের তার সঙ্গে তত সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।'[৬১]

---

[৫৯] সহিহ বুখারি : ৫৯৭১।
[৬০] মুসনাদে আহমাদ : ৬৩০৭।
[৬১] ইমাম বুখারিকৃত আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬০।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা মায়েদের সঙ্গে অবাধ্যচরণকে হারাম করেছেন। নবিজির পবিত্র জবানে ইরশাদ হচ্ছে,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর মায়েদের অবাধ্যচরণ, কন্যা সন্তানকে জীবিত প্রোথিতকরণ, কাউকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ হারাম করেছেন। এবং তিনি তোমাদের জন্য গুজব ছড়ানো ও অধিক প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করেছেন।'[৬২]

নবিজি তার অপর একটি হাদিসে পিতা-মাতা উভয়ের অবাধ্যচরণকে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহসমূহের একটি বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এই হাদিসে তিনি বিশেষভাবে মায়ের অবাধ্যচরণ হারাম হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এর মাধ্যমে মায়ের অবাধ্যতা যে কত বড় জঘন্য অপরাধ, কত বড় মারাত্মক গুনাহ তা বোঝা যায়।

মা যে কত কষ্ট করে সন্তানকে গর্ভধারণ করেন, দশ মাস তাকে নিজের পেটে বয়ে বেড়ান, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তার সে কষ্টের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। এ এমন এক কষ্ট। সন্তান যদি সারাজীবন মায়ের খেদমত করে, তাকে মাথায় তুলে রাখে, তথাপি সেই কষ্টের সমতুল্য হবে না। তার সামান্যতম ঋণ পরিশোধ হবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছি, তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভধারণ করেছেন। কষ্ট করে প্রসব করেছেন।'[৬৩]

'নবিজি এক লোককে দেখলেন, মাকে কাঁধে নিয়ে কাবা শরিফ তওয়াফ করছে। তখন লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, এভাবে কি আমি আমার মায়ের হক আদায় করতে পারব? নবিজি বললেন, গর্ভপাতের সময়ের রক্তের এক ফোটার পরিমাণও আদায় হবে না।'[৬৪]

---

[৬২] সহিহ বুখারি : ২৪০৮।
[৬৩] সুরা আহকাফ : ১৫।
[৬৪] মুসনাদে বাযযার : ৪৫৫৭।

একমাত্র শিরক ও আল্লাহর নাফরমানি ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া যাবে না। এটা হারাম। কবিরা গুনাহ।

আজকাল অনেক যুবককে দেখা যায় স্ত্রীর কারণে মাকে কষ্ট দেয়। অপমান করে। অবহেলা করে। এদের দুনিয়া-আখেরাত বরবাদ। ইহকাল ও পরকালে এরা যন্ত্রদায়ক আযাবে গ্রেফতার হবে।

কেউ কেউ আছে নিজের মাকে কষ্ট না দিলেও স্ত্রী যখন তার মাকে কষ্ট দেয়, তার সঙ্গে বেয়াদবি করে, তখন সে চুপ থাকে। স্ত্রীকে শাসন করে না। তাকে বাধা দেয় না। এরা বড়ই হতভাগা। অকৃতজ্ঞ। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত।

মনে রাখবেন, মা-বাবার সঙ্গে যে যেমন আচরণ করবে, একদিন তার সন্তানরাও তার সঙ্গে তেমন আচরণ করবে। পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ সন্তানদের কাছ থেকে সদাচরণ লাভের কারণ।

অনেক স্ত্রী আছে স্বামীর কাছে তার মায়ের নামে মিথ্যা বলে। স্বামীকে তার মায়ের খেদমত করতে দেখলে সে বেজায় রকম ক্ষেপে যায়। গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধায়। সে তাদের মা-ছেলের সম্পর্কে ফাঁটল ধরাতে চায়।

স্বামী খুব মা ভক্ত হলে অনেক স্ত্রী এ ধরনের চক্রান্তের পথে হাঁটে। মাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় তার আত্মসম্মানে লাগে। সে চায় তার স্বামী মায়ের চেয়ে তাকে বেশি গুরত্ব দিক। স্ত্রী দীনদার না হলে, তার মধ্যে আদব-আখলাক ও সুশিক্ষার অভাব থাকলে সে এমনটি করে থাকে।

কিন্তু স্ত্রী যদি দীনদার হয়, আখলাকী হয়, তাহলে সে স্বামীকে তার মায়ের সঙ্গে উত্তম আচরণের ব্যাপারে সাহায্য করে। স্বামী কখনো তার মা-বাবার সঙ্গে মন্দ আচরণ করলে সে তাকে তিরস্কার করে। শাসন করে।

স্বামীর যেমন তার পিতা-মাতার সঙ্গে উত্তম আচরণ করা কর্তব্য, তেমনি তা স্ত্রীরও কর্তব্য।

একটি বিষয় স্বামীর খুব ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার, পিতা-মাতার সঙ্গে, বিশেষ করে মায়ের সঙ্গে সদাচরণের দ্বারা মানুষ অনেক বড় বড় বিপদ থেকে, এমনকি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি লাভ করে। বুখারি শরিফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

'তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে তারা রাত কাটাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় হতে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল তোমাদের সৎকার্যাবলীর ওসিলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা ছাড়া আর কোনো কিছুই এ পাথর হতে তোমাদের মুক্ত করতে পারে না। তখন তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোনো একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়; কাজেই আমি তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহন করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাদের ঘুমন্ত পেলাম। তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পছন্দ করিনি। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ্! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের থেকে দূর করে দিন। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল।...'[৬৫]

---

[৬৫] সহিহ বুখারি : ২২৭২। দেখুন আদেল ফাতহি কৃত আখতাউন শাইয়াতুন তাকাউ ফি-হাল আযওয়াযা।

পরনারী আসক্তি

মানব প্রজন্মের কল্যাণময় ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মাঝে সৃষ্টিগতভাবে কামস্পৃহা ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছেন। কোনো উদ্দেশ্যহীনভাবে মানুষের মাঝে কামোত্তজনা দেওয়া হয়নি।

কামোত্তেজনা যেমন দিয়েছেন। পাশাপাশি তা নিবারণের বৈধ পন্থাও বাতলে দিয়েছেন। খাবারের প্রয়োজনীয়তা যেমন মানুষের জীবনে অপরিহার্য। তেমনি নির্দিষ্ট বয়স হলে কামোত্তজনা নিবারণের প্রয়োজনীয়তাও আবশ্যক। খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন হালাল হারামের বিধান রয়েছে। তেমনি যৌন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও হালাল-হারামের বিধান রয়েছে। জায়েজ-নাজায়েজ পন্থা রয়েছে।

কোনোভাবেই যেন মানুষ চারিত্রিক পদস্খলনের শিকার হয়ে মানব সমাজকে দূষিত ও পশু সমাজে পরিণত করতে না পারে, তাই কঠোর বিধান জারি করার পাশাপাশি ইসলাম নারী-পুরুষকে কিছু দিকনির্দেশনাও দিয়েছে। যেমন,

- ♥ প্রাপ্তবয়স্ক হলে দ্রুত বিয়ে করে ফেলা।
- ♥ নারী-পুরুষ উভয়েরই পর্দাপ্রথাকে কঠোরভাবে মেনে চলা। পরনারী বা পরপুরুষকে দেখা তো দূরের কথা। একান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্তাও পর্দার আড়াল ছাড়া না বলা। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার, গালগল্প করার তো কোনো সুযোগই নেই।
- ♥ দৃষ্টির হেফাজত করা।
- ♥ কামোত্তেজনা জাগলে স্ত্রী গমন করা।
- ♥ অশ্লীল নাটক, সিনেমা, ছবি, গান ইত্যাদি না দেখা। অশ্লীল বিনোদন কেন্দ্রে গমন না করা।
- ♥ রোযা রাখা।
- ♥ দীর্ঘসময় স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে না থাকা।
- ♥ শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা। তবে অবশ্যই প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ও সন্তুষ্টিক্রমে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হতে পারে।

উপরের বিষয়গুলো লক্ষ করলে আপনি বুঝতে পারবেন, ইসলাম অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত পন্থায় যৌনাচারকে শুধু নিষিদ্ধই করেনি। বরং যেসব বস্তু মানুষকে

ব্যভিচার ও অবৈধ যৌনাচারের পথে পা বাড়াতে প্ররোচিত করে সেগুলোও নিষিদ্ধ করেছে। যেমন, ফ্রি মিক্সিং। অর্থাৎ পরনারী কিংবা পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা, কথা বলা, চ্যাট করা। যৌন সুড়সুড়িমূলক কামোদ্দিপক অশ্লীল নাটক, সিনেমা ইত্যাদি দেখা, গান-বাদ্য শোনা। পর্দা না করা।

কিন্তু এসব বিষয়ে সতর্ক না থাকার কারণে, সর্বোপরি অশ্লীলতার বাজার ব্যাপক রমরমা হওয়ার কারণে অনেক পুরুষকে বিয়ের পরও কুপথে পা বাড়াতে দেখা যায়। যেমন দেখা যায় অনেক নারীকেও। এভাবে ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। আমাদের পরিবারগুলোর মাঝে হীন প্রবৃত্তির ধ্বংসাত্মক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়েছে। ভেঙ্গে পড়ছে পারিবারিক জীবনের সুদৃঢ় শৃঙ্খল।

প্রায়ই আমরা পেপার পত্রিকায় দেখতে পাই, পরকিয়ার বিষাক্ত ছোবলে ধ্বংস হয়ে গেছে একটি সুন্দর পরিবার। ছিন্ন হয়ে গেছে বিশ্বাস ও বন্ধনের কোমল সূত্র।

মানুষ যখন বিভিন্ন মিডিয়ায় যৌন উত্তেজনামূলক অশ্লীল কনটেন্টগুলো দেখে, তখন তার মাঝে কুপ্রবৃত্তির শিখা জ্বলে উঠে। লালসাপূর্তির চিন্তায় সে বিভোর হয়ে পড়ে। সে তখন চরিত্রহীনা ভ্রষ্টা নারীদের সঙ্গে তার সতিসাধ্বী মর্যাদাশীলা স্ত্রীকে কল্পনা করে এবং তার মাঝে তাদের খুঁজে বেড়ায়। খুঁজে না পেলে অনেক সময় সে কুপথে পা বাড়ায়।

পরনারীর সঙ্গে যখন সে মেলামেশা করে, রাস্তায় তাদের কামোদ্দীপক বেশভূষা দেখে, তখন সে কামাতুর দৃষ্টিতে তাদের লক্ষ করে এবং কাছে পাওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে লালায়িত হতে থাকে। তার মাঝে যৌন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। এভাবে একসময় সেই তরঙ্গ-স্রোত তাকে পাপের সাগরে নিয়ে নিক্ষেপ করে। সে তখন লজ্জা-সম্ভ্রমের সমস্ত চাদর ছিন্ন করে ফেলে।

তাই পবিত্র কুরআনে মুমিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

'(হে নবি,) আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রক্ষাকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অধিক অবগত।'[৬৬]

---

[৬৬] সুরা নূর : ৩০।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

> 'তোমরা তাঁদের (অন্যের পত্নীদের) কাছে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এই বিধান তোমাদের অন্তর ও তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্র।'[৬৭]

আর কখনো কোনো নারীকে দেখে যৌন কামনা সৃষ্টি হলে সেটার চিকিৎসাও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় সে যেন তার স্ত্রীর নিকট গমন করে।

জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

> 'রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলাকে দেখলেন। তখন তিনি তার স্ত্রী যয়নবের কাছে চলে এলেন। আম্মাজান যয়নব তখন তার চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নবিজি তখন তার সাথে নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। তারপর বের হয়ে সাহাবিদের নিকট এসে বললেন, স্ত্রী লোক সামনে আসে শয়তানের বেশে এবং ফিরে যায় শয়তানের বেশে। সুতরাং তোমাদের কারও কোনো নারীর উপর (কাম) দৃষ্টি পড়লে সে যেন তাঁর স্ত্রীর নিকট চলে আসে। কারণ তা তার মনের ভিতর যা আছে তা দূর করে দেবে।'[৬৮]

স্ত্রীলোকের শয়তানের বেশে আসার অর্থ হলো, কুপ্রবৃত্তিকে উস্কে দেওয়া ও খারাপ কাজের প্রতি প্ররোচিত করা।

এটি একটি নববি চিকিৎসা। প্রচলিত চিকিৎসা শাস্ত্রে কিংবা পরিবারসম্বন্ধীয় কোনো বই-পত্র কিংবা ম্যাগাজিনে আমরা এটি খুঁজে পাব না।

স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। তার প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে জীবনসঙ্গী এবং পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন যাপনে

---

[৬৭] সুরা আহযাব : ৫৩।
[৬৮] সহিহ মুসলিম : ৩২৭৭।

সহায়তাকারী মনে না করেন। তাকে যদি শুধু আপনি ভোগের উপকরণ করেন, তাহলে আপনার মন কখনোই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

আপনি তখন পরনারী আসক্ত হয়ে পড়বেন। আজকে এর প্রতি তো কাল আরেকজনের প্রতি। কদিন পর আবার আরেকজনের প্রতি। এভাবে আপনি কখনোই তৃপ্তি লাভ করতে পারবেন না। শাইখ আলি তানতাভি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন,

> 'নারী হচ্ছে সমুদ্রের ন্যায়। তুমি যতই পান করবে, পিপাসা ততই বাড়তে থাকবে।'

তাই স্ত্রীর প্রতি আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করুন। নজরের হেফাজত করুন। আল্লাহ আপনাকে যে নেয়ামত দান করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। তার শুকরিয়া আদায় করুন। আপনার স্ত্রীর ভালো গুণগুলো তালাশ করুন। সেগুলোর আলোচনা করুন। দেখবেন, তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মতো অনেক কিছুই আপনি তার মাঝে খুঁজে পাচ্ছেন।

মনে রাখবেন, আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হতে না পারলে কোনো নারীকে নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হতে পারবেন না। স্ত্রীর মাঝে শরিয়তের দৃষ্টিতে গুরুতর এমন কোনো দোষত্রুটি যদি থাকলে ভিন্ন কথা।

শুধু যৌন চাহিদা পূরণ কিংবা যৌন ফ্যান্টাসিতে ভোগার কারণে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা কোনো চরিত্রবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কোনো সভ্য পুরুষের ব্যক্তিত্বের ত্রীসীমানায় এমন অসুস্থ চিন্তা-ভাবনা প্রবেশ করতে পারে না।

তারপরও আমি বলব, আপনার মাঝে এমন কোনো সমস্যা থাকলে, এমন নেতিবাচক কিছু থাকলে আপনি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করুন। তার দরবারে হাত তুলে কান্নাকাটি করুন। এ ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম হতে পারে আপনার জন্য অনুসরণীয়।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে যখন নারীর ফেতনা এসেছিল, তখন তিনি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছিলেন,

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

'(হে আল্লাহ!) আপনি যদি আমাকে নারীদের ছলনা থেকে রক্ষা না করেন, তবে আমার অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং যারা অজ্ঞতাসুলভ কাজ করে আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।'[৬৯]

আপনি একান্তমনে দুআ করতে থাকুন এবং দুআ কবুলের আশা রাখুন। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর দুআও আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'সুতরাং ইউসুফের প্রতিপালক তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং সেই নারীদের ছলনা থেকে তাকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'[৭০]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে পাপমুক্ত জীবন-যাপন করা তৌফিক দান করুন। আমিন।

---

[৬৯] সুরা ইউসুফ : ৩৩।

[৭০] সুরা ইউসুফ : ৩৪। শাইখ ইবরাহিম দাবিশ কৃত ফান্নুত তাআমুল মাআয যাওযাহ।

শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে আচরণ

এক ধনী ব্যক্তি। বিয়ে করেছে এক গরীবের মেয়েকে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। দীনদার। ধনী ব্যক্তি একদিন গাড়ি নিয়ে বের হলো। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার শ্বশুরকে দেখলো, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলো। মাথায় চুমু খেলো।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি একজন ধনী মানুষ হয়ে এমনটা কীভাবে করলেন?

তখন তিনি মৃদু হেসে বললেন, আমি এমনটি করেছি যাতে আমার সন্তানরা আমার শ্বশুরকে মর্যাদার চোখে দেখে। তাদের কাছে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। তখন তারা তাদের মাকেও মর্যাদার চোখে দেখবে।

- ♥ আপনার স্ত্রীকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে দেখা করতে ও তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে বাধাপ্রদান করবেন না। আপনি নিজেকে আপনার স্ত্রীর স্থানে রেখে কল্পনা করুন। তার উপর তাদেরও হক আছে।
- ♥ তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে আপনি তার প্রশংসা করুন। যেমন সে খুব সুন্দরভাবে সন্তানদের দেখভাল করে। সংসারের সবকিছু সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখে।
- ♥ আপনার শ্যালক ও সমন্দিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করুন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। মাঝে মাঝে ফোন, অথবা টেক্সট করে তাদের খোঁজখবর নিন।
- ♥ আপনি আপনার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে এমনভাবে মিশবেন যেন, আপনিও তাদের পরিবারেরই একজন। তারা গরিব হলে অবহেলার চোখে দেখবেন না। স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি বেড়াতে যান। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। খোঁজখবর নিন। মাঝে মাঝে তাদের হাদিয়া দিন। তাদের থেকে দূরে দূরে থাকবেন না। তারা যেন মনে না করে আপনি পরের বাড়ির ছেলে। তাদের খেদমত করতে আগ্রহী থাকুন।
- ♥ নিজের আর্থিক বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। এগুলো স্পর্শকাতর বিষয়।
- ♥ স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনদের নাম মুখস্থ রাখুন। এ বিষয়টিকে তারা খুব মূল্যায়ণ করে।

- সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করুন। তাদের আবেগ অনুভূতিকে অবহেলা করবেন না।
- শ্বাশুড়িকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসুন। তার মন জয় করার চেষ্টা করুন। তার সঙ্গে আদব ও এহতেরাম বজায় রাখুন।
- আপনার পরিবার সম্পর্কে তাদেরও জানান। তবে কখনোই এমন কিছু জানাবেন না, যাতে তাদের চোখে আপনার পরিবারের লোকেরা ছোটো হয়। তাদের মর্যাদাহানি হয়।
- আপনি যেমন চান আপনার স্ত্রী আপনার মা-বাবাকে, আপনার পরিবারের লোকদের সম্মান করুক, ভালোবাসুক। তেমনি সেও চায়।
- জনৈকা নারী বলেন, আমার পরিবারকে সম্মান করা মানে আমাকে সম্মান করা। তাদের অপমান করা মানে আমাকে অপমান করা। আমার স্বামী যেমন চায়, তার পরিবারের লোকজন আমাদের এখানে বেড়াতে আসলে আমি যেন তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই। তাদের সঙ্গে হাসিখুশি থাকি। তেমনি আমিও চাই। সুতরাং সে আমার জন্য যেমন হবে, আমিও তার জন্য তেমন হব।[৭১]

---

[৭১] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

আদরের বোন

সাদিক সাহেব। একজন সরকারি চাকরিজীবী। ভাই-বোনদের মধ্যে তিনিই সবার বড়। অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছেন। পড়ালেখা করেছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের হাল ধরেছেন। ভাই বোনদের পড়াশোনা করিয়েছেন। বছর তিনেক হয় একমাত্র বোনটাকে বিয়ে দিয়েছেন। বড় আদরের বোন তার। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে এখন আর তার খোঁজখবর নেওয়া হয় না। তাকে তিনি একরকম ভুলেই গেছেন।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি অফিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছাড়লেন। তারপর খেতে বসলেন। তার স্ত্রীও পাশে বসলেন। তিনি পাশে বসে মাছি তাড়াচ্ছেন আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলছেন। কথা বলার এক পর্যায়ে তিনি তার বোন রুমানার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

-আচ্ছা, রুমানার কী খবর? ওরা কেমন আছে?

-কেমন আছে? হয়ত ভালোই আছে। ডালে চুমুক দিতে দিতে বললেন সাদিক সাহেব।

-অনেক দিন হলো তাদের সঙ্গে কথা হয় না। তোমাকে তো আজকাল তাদের কোনো খোঁজখবর নিতে দেখি না। একটা ফোনও দেও না।

-বিয়ে দিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছি। তার সমস্ত দায়দায়িত্ব তো তার স্বামীর।

-তা ঠিক আছে। কিন্তু বিয়ে দিয়ে দিয়েছ বলে তোমার দায়িত্ব তো শেষ হয়ে যায়নি। আর সে-ও তোমার পর হয়ে যায়নি। তোমার বোন তো কোনো পণ্য নয় যে, কোনো ছেলের সঙ্গে একটি চুক্তি করে পণ্যটি তার হাতে তুলে দিলে। ব্যস, তোমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। তুমি বড়। এখনও তুমি তার অভিভাবক।

সাদিক সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি খাওয়া শেষ করে বিছানায় গিয়ে শরীরটা ছেড়ে দিলেন।

♥♥♥

সংসারের বিভিন্ন কাজ করতে করতে রুমানার দুপুর দু'টা তিনটা বেজে যায়। তারপর গোসল, খাওয়া-দাওয়া ও যোহরের নামাজ শেষে করে বিকেল পাঁচটা

অবধি পর্যন্ত ঘুম। ঘুম থেকে উঠে আসরের নামাজ। আসরের পর চেয়ার নিয়ে বারান্দার কাছে গিয়ে বসা। মাঠে বাচ্চাদের খেলা করতে দেখা।

সন্ধ্যা যখন নামতে শুরু করে, তখন সে অনেকটা উদাস হয়ে যায়। অতীত তার সঙ্গে গল্প করতে আসে। তার তখন মা-বাবা, ভাইদের কথা মনে পড়ে। ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা গহন হয়ে নামে। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতরে চলে যায়।

রুমানা তার স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই তার বড় ভাইয়ের গল্প করে। তার অবদানের কথা, ভালো গুণগুলোর কথা পাঁচকাহন করে বলে। সে এমন একটা ভাই পেয়ে নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করে। সন্তানকে সে তার মামার গল্প শোনায়। সে কখনো কান্না করলে, তার মামা তাকে এই কিনে দিবে সেই কিনে দিবে বলে তাকে প্রবোধ দেয়।

বিয়ের প্রথম প্রথম তার ভাই তার অনেক খোঁজ নিত। প্রায়ই ফোন করে তার অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। তার ভাই যখন তাকে ফোন করত, তখন সে তার সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলত। সে আসলে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকদের শোনাতে চাইত, তার ভাই তার খোঁজখবর নিচ্ছে।

সে মাঝে মাঝে তার স্বামীকে বানিয়ে বলত, ভাইয়া তোমাকে সালাম দিতে বলেছে। এভাবে সে তার স্বামীর মনে তার ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করত।

তবে বিয়ের পর দিন যত গিয়েছে, তার ভাই-ও তার খোঁজখবর নেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। আর আজকাল তো সে তাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, এজন্য তার খুব মন খারাপ হয়। সে মুখ ফুটে কথাগুলো কাউকে বলতে পারে না। তার স্বামী মাঝে মাঝে এ নিয়ে তাকে দুয়েকটা খোঁচা দেয়। কিন্তু সে তা সহ্য করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে দেয়। এমনিতে সে খুব স্বামী ভক্ত নারী। কিন্তু তার ভাইকে নিয়ে তার স্বামী কিছু বললে, সে কীভাবে যেন রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। তার উপর ডাকিনির শক্তি এসে ভর করে।

♥♥♥

আপনি কি জানেন, বোনকে বিয়ে দেওয়ার পর আপনি যখন তাকে ফোন করেন, তার অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তাকে বেড়াতে আসার কথা বলেন, তখন খুশিগুলো তার মনের জানালায় এসে তিরতির করতে থাকে।

আপনার বোন যেন বলতে চায়, আমার ভাই আমার আশ্রয়। বিয়ের পর (আল্লাহ্‌ না করুন) আমি যদি কখনো কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হই, তাহলে আমার ভাই-ই হবে আমার ঠিকানা।

সুতরাং বিয়ের পর আপনি স্ত্রী-সন্তান, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার কারণে বোনকে ভুলে যাবেন না। আপনি তার জন্য সম্মান, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। আপনি আছেন বলেই পৃথিবীতে সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

আপনারা একই মায়ের সন্তান—তার এতটুকু পরিচয় কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তার খুশি তো আপনার মায়েরও খুশি।

এক আরব বেদুইনকে বলা হলো, আপনার সন্তান মারা গেছে। তখন সে বলল, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিরাট প্রতিদান লাভ হলো।

তারপর তাকে বলা হলো, আপনার ভাই মারা গেছে। তখন সে বলল, আমার পিঠ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

কারণ, ভাইয়ের কোনো বিকল্প হয় না। ভাই বড় ধন। অমূল্য রতন।

তাই ভাই-বোনদের প্রতি যত্নবান হোন। বিশেষ করে বোনদের। তাদের বিয়ে দিয়ে ভুলে যাবেন না। যত সমস্যাই হোক, শয়তানকে কখনো আপনাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করার সুযোগ দিবেন না।[৭২]

---

[৭২] হামাসাতুন ফি উয়ুনি যাওযাইন।

শপিংয়ে যাওয়ার সময় লক্ষণীয়

শপিং পুরুষের জন্য একটা ঝামেলার বিষয়। মানসিক চাপ। কিন্তু নারীদের কাছে শপিং মানেই 'ওয়াও'। ইট'স ফ্যান্টাসটিক। তারা শপিং খুব ইনজয় করে।

এমন অনেক নারী আছে, যারা সারাদিন সারারাত ধরে শপিং করলেও তার শপিং শেষ হবে না। এমন শপিং আসক্ত তারা।

আমাদের কেউ কেউ আছে স্ত্রীর সঙ্গে শপিংয়ে যেতে চায় না। তাকে একাই যেতে দেন। প্রথম কথা তো হলো, নারীদের শপিংয়ে যাওয়াটাই ঠিক না। পর্দার খেলাফ। তারপরও যদি যেতে হয়, তাকে একা যেতে না দেওয়া। সঙ্গে কোনো মাহরামকে দিয়ে দেওয়া।

পুরুষ সঙ্গে গেলে তার পর্দা অধিক রক্ষা হয়। পুরুষ তার জন্য আবরণ ও সুরক্ষাস্বরূপ। তাছাড়া স্ত্রীর জন্য এটা আনন্দেরও বিষয়। স্বামী তার সঙ্গে গেলে সে ফিল করে, স্বামী তাকে গুরুত্ব দেয়।

তবে কথা হলো, আপনি যখন আপনার স্ত্রীকে শপিংয়ে নিয়ে যাবেন, তখন খুব তাড়া দিতে থাকবেন না। জলদি কেনাকাটা করো। জলদি কেনাকাটা করো। কিংবা তুচ্ছ কারণে রাগ করবেন না।

তার ভেতর আপনাকে এই অনুভূতি সৃষ্টি করাতে হবে যে, আপনি তাকে নিয়ে বের হতে পেরে খুশি। আপনার ভালো লাগছে। আপনি খুব উপভোগ করছেন। তবে স্ত্রীর উচিত অযথা সময় নষ্ট না করা। সংক্ষেপে শপিং শেষ করা। স্বামীর সামর্থের প্রতি লক্ষ রাখা। তার সামর্থের বাইরের কোনো কিছু না কেনা বা কেনার জন্য পীড়াপীড়ি না করা।[৭৩]

---

[৭৩] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় লক্ষণীয়

এবার আসি বেড়াতে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে—

পুরুষরা অনেক সময় স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান। বেড়াতে যাওয়ার সময় তাদের রেডি হতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের রেডি হতে সময় কম লাগে। নারীদের সময় বেশি লাগে।

পুরুষ দেখা যায় আগেই রেডি হয়ে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। এদিকে স্ত্রীর বের হতে একটু দেরি হচ্ছে। তারপর স্ত্রী যখন বের হয়, তখন স্বামী অভিযোগের সুরে বলতে শুরু করে, তোমার সবসময় দেরি হয়। আমি কতক্ষণ ধরে তোমার অপেক্ষা করছি। এজন্য তোমাকে নিয়ে কোথাও যেতে মন চায় না। তুমি শুরুতেই মুড নষ্ট করে দাও।

সে এটা খেয়াল করে না যে, তাদের হয়ত ছোট ছোট সন্তান আছে, তাই স্ত্রী শুধু একাই রেডি হন না। সন্তানদেরও তার রেডি করতে হয়। তাদের রেডি করতে গিয়ে অনেক সময় একটু দেরি হয়। একেবারে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে দেখা যায় কোনো বাচ্চাকে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়।

সে যদি তাকে তিরস্কার করার আগে এসব বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করত। আরেকটু সবর করত। তাহলে তার জন্য মঙ্গল হত।

অনেক নারী আছে, স্বামীকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে কিংবা গাড়িতে বসিয়ে রেখে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। 'ভাবি, বেড়াতে যাচ্ছি, আমার বাসার দিকে একটু খেয়াল রাইখেন'—এ কথা বলতে গিয়ে অন্যান্য আলাপও শুরু করে দেয়। এদিকে স্বামী বেচারা অপেক্ষা করতে করতে চরম বিরক্ত।[৭৪]

---

[৭৪] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যাওয়া

আমরা অনেক সময় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে যাই। উৎসবে, উপলক্ষে, বিশেষ কোনো আয়োজনে। এটি খুবই আনন্দের। বিশেষ করে সন্তানদের জন্য। নানুর বাড়ির কথা শুনলে তাদের আনন্দের যেন বাঁধ ছুটে। খুশিতে তারা কী করবে বুঝতে পারে না। সারা বাড়ি লাফাতে থাকে।

কিন্তু অনেক পুরুষ আছে, তারা তাদের কিছু আচার-আচরণের দ্বারা এই আনন্দকে বিষাদে পরিণত করে। পুরো বেড়ানোটা মাটি করে দেয়।

যেমন অনেকে বাসায় ফিরে এসে শ্বশুর বাড়ির বদনাম শুরু করে দেয়। এর চেয়ে বড় কথা হলো, যতক্ষণ শ্বশুর বাড়ি থাকে, চেহারায় একটা বিরক্তির ভাব নিয়ে থাকে। মুখ অন্ধকার করে রাখে। কপাল কুঁচকে রাখে।

এটা ঠিক না। কখনো স্ত্রীর পরিবারের সমালোচনা করবেন না। কারণ, এভাবে তার মনে আঘাত দেওয়া হয়। সে কষ্ট পায়। আপনার প্রতি তার মনে শ্রদ্ধার যে কোমল জায়গাটি ছিল, সেটি নষ্ট হয়। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে সম্মান করতে চান, তাহলে তার পরিবারকেও আপনার সম্মান করতে হবে। কেননা, তাদের সম্মানেই তার সম্মান।[৭৫]

[৭৫] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

এরই নাম ভালোবাসা

মাহমুদ একদিন তার বন্ধুকে আক্ষেপ নিয়ে বলছিল, তিন বছর হলো আমাদের বিয়ের। আমি তাকে শরিয়তসম্মতভাবেই বিয়ে করেছিলাম। খুব আখলাকি। দীনদার। তবে আমার কেন জানি তাকে ভালো লাগে না। সে তেমন সুন্দর না। সেটাই হয়ত তাকে আমার ভালো না লাগার কারণ।

বিয়ের প্রথম দিকে সে স্কিন ডিজিজে আক্রান্ত ছিল। সিজারে সন্তান হওয়ার পর তার এই সমস্যা আরও বেড়েছে। আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছে। থলথলে মেদ জমেছে। এখন আমি কী করব?

সমাধান

- ♥ যেহেতু সে দীনদার ও উত্তম আখলাকের অধিকারিণী। সুতরাং আপনি তার সঙ্গে থাকুন। সুখ শুধু সৌন্দর্যের মাঝেই নিহিত নয়। জগতের সমস্ত নারী কি সুন্দরী?
- ♥ দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এর বিনিময়ে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করবেন। তার উসিলায় আপনাকে রিজিক দান করবেন। অজানা বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।
- ♥ আপনি আপনার নিয়তকে আল্লাহর ওয়াস্তে খাঁটি করুন; ব্যাপক কল্যাণ লাভ করবেন। আপনি তাকে ডিভোর্স দিয়ে অন্য কাউকে বিয়ে করলে কী নিশ্চয়তা আছে যে, সেই নারীর এর চেয়ে বড় কোনো রোগ থাকবে না কিংবা তাকে নিয়ে আপনি সুখি হবেন? এমনও তো হতে পারে আপনি আরও কঠিন বিপদে পড়বেন। তখন আবার ডিভোর্স। তারপর আবার বিয়ে।
- ♥ আপনি বরং তাকে মেদ কমানোর জন্য এক্সারসাইজ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। নিয়মিত হাঁটতে বলুন। তাকে কোনো মহিলা ফিটনেস স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যান। সন্তান জন্মদানের পর প্রায় সব নারীরই কম বেশি ওজন বেড়ে যায়। কিছু এক্সারসাইজ করলে এটি আবার ঠিক হয়ে যায়। তাকে বলুন, ওজন না কমালে ভবিষ্যতে সে কী কী স্বাস্থ্য জটিলতায় ভুগবে। যেমন তার হাঁটুর সমস্যা দেখা দিতে পারে, ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। তার ডায়াবেটিস, স্ট্রোক সহ জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে।

এবার একটি ঘটনা শুনুন, এক লোক সুন্দরী এক নারীকে বিয়ে করলো। সে তাকে খুব ভালোবাসত। বিয়ের কয়েক বছর পর তার স্ত্রীর ব্রণের সমস্যা দেখা দিল। দাগে দাগে তার পুরো চেহারা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।

স্ত্রীর এই সমস্যা দেখা দেওয়ার সময় সে সফরে ছিল। তাই সে জানতে পারেনি।

ফিরে আসার সময় রাস্তায় এক দুর্ঘটনা ঘটে। এতে সে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

এরপর তারা উভয়ে একসঙ্গে বসবাস করতে থাকে। এদিকে তার স্ত্রীর ব্রণের সমস্যা দিন দিন আরও প্রকট হতে থাকে। একসময় তার সম্পূর্ণ চেহারা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু স্বামী তো অন্ধ। সে তো তার স্ত্রীর চেহারার এই দশা দেখতে পায় না।

এভাবেই তারা দুজন দুজনকে ভালোবেসে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেয়। একদিন তার স্ত্রী মারা যায়। সে তখন তার মৃত্যুশোকে ভীষণ মুষড়ে পড়ে।

স্ত্রীকে দাফন করে সে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। এমন সময় পেছন থেকে এক লোক তাকে ডাক দিয়ে বলল, কোথায় যাচ্ছ হে?

-বাড়িতে।

-তুমি তো অন্ধ। একা কীভাবে যাবে?

-আমি অন্ধ নই। অন্ধ সেজেছিলাম। সফর থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যেই আমি আমার স্ত্রীর সমস্যার কথা জেনেছিলাম। কিন্তু আমি তার মনে কষ্ট দিতে চাইনি। সে স্ত্রী হিসেবে খুব উত্তম ছিল। তাই আমি এত বছর অন্ধ সেজে থেকেছি।

সুবহানাল্লাহ! এরই নাম ভালোবাসা! আজকাল এমন স্বামীর কথা শুধু কল্পনাতেই সম্ভব।[৭৬]

[৭৬] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

আয় বুঝে ব্যয় না করা

অনেক পুরুষ আছে পকেটে টাকা এলে হুঁশ থাকে না, পরিবারের পিছনে হাত খুলে খরচ করতে থাকে। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সব কিনতে থাকে। কোনোকিছুই বাদ রাখে না। কিন্তু যখন টাকা শেষ হয়ে যায় তখন মানুষের কাছে হাত পাততেও তার বাধে না। এক হাতে ঋণ করতে থাকে আরেক হাতে খরচ। এভাবে একসময় সে বিশাল ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আর কেউ আছে ব্যবসা ভালোভাবে না বুঝে, কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে কোথাও বিনিয়োগ করে ফেলে, পরে যখন ধরা খায়, তখন ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে লোন নেয়। এভাবে সে বিশাল ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

অথচ পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা এমন নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

'তুমি তোমার হাত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখো না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে।'[৭৭]

এই আয়াতে আমাদেরকে দুটি কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এক. কার্পণ্য। দুই. অপব্যয়।

অর্থাৎ আমরা যেমন কার্পণ্য করব না তেমনি অপব্যয়ও করব না। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করব। আয় বুঝে ব্যয় করব। পারিবারিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করব। তাহলে আমাদের কখনো অভাবের মুখে পড়তে হবে না। কারও কাছে হাত পাততে হবে না। ঋণ করতে হবে না।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا عَالَ مَنْ اقتصَد

'যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সে কখনো অভাবে পড়ে না।'[৭৮]

[৭৭] সুরা বনি ইসরাইল : ২৯।

পুরুষের মাঝে অতিমাত্রায় খরচ কিংবা আয় বুঝে ব্যয় না করার এই যে প্রবণতা, এটা মূলত কয়েকটি কারণে হয়,

১. পারিবারিকভাবে। অর্থাৎ ছোটকাল থেকে সে তার বাবা-মাকে দেখে আসছে তারা অধিক খরুচে। অমিতব্যয়ী। হাতে যা থাকে সব খরচ ফেলে। তারপর মানুষের কাছ থেকে ঋণ করে। এভাবে তার মাঝেও অপব্যয়ের অভ্যাস গড়ে উঠেছে।

যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে তার জেনে রাখা উচিত, পবিত্র কুরআনে অপব্যয় করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছে।

সুতরাং তার উচিত নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, আয় বুঝে ব্যয় করা, অপব্যয়ের হাত থেকে বেঁচে থাকা। এর জন্য সর্বপ্রথম নিজেকে পরিবর্তনের দৃঢ়সংকল্প থাকতে হবে, নিয়ত সঠিক করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফিক কামনা করতে হবে।

২. স্ত্রীর কারণে। স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অনেক স্বামী অতিরিক্ত খরচ করতে বাধ্য হয়। দেখা যায় স্ত্রীর তার সামর্থের কথা বিবেচনা না করে কিছু চেয়ে বসেছে এবং সেটা তাকে দিতেই হবে, এমন জিদ ধরেছে। তখন স্বামী বেচারার বাধ্য হয়ে তা পূরণ করতে হয় এবং ব্যয়ের অতিরিক্ত বোঝা নিজের মাথায় চাপাতে হয়।

এমতাবস্থায় পুরুষের মনে রাখা উচিত যে, স্ত্রী সংসারের কর্তা নয়। আদেশ-নিষেধকারী নয়। বরং সে অধিনস্থ এবং গুনাহর কাজ না হলে স্বামীর নির্দেশ মানতে বাধ্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তার কোনো কথা ধর্তব্য হবে না। তার চাওয়া-পাওয়ার কোনো গুরুত্ব স্বামীর কাছে থাকবে না। বরং সাধ্যের মধ্যে থেকে এবং স্বামীর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। কারণ সে-ই পরিবারের কর্তা।

তাই সে যদি দেখে, স্ত্রী তাকে এমন অপ্রয়োজনীয় কিছু কিনে দিতে বলছে, যা সম্পূর্ণ অপচয় এবং যার জন্য তাকে ঋণ করতে হবে, কিংবা পরে কিনে দিলেও হবে, তখন সে তাকে বুঝিয়ে বলবে যে, অপচয় করা হারাম। আর কোনো হারাম কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব না। সে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হতে পারবে না। তাছাড়া এটা কিনে দিতে গেলে তাকে ঋণ করতে হবে। নিজেকে সে আর ঋণগ্রস্ত করতে চাচ্ছে না। এতে তার মান-সম্মান ও আত্মিক প্রশান্তি বিনষ্ট হয়।

[৭৮] শুআবুল ঈমান : ৬৫৬৮।

স্ত্রীর বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিত। স্বামীকে মিতব্যয়ী হতে সাহায্য করা উচিত। অন্যথায় তাকে অপব্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার কারণে সেও গুনাহগার হবে। এর কুফল তাকেও ভোগ করতে হবে। কখনো দেখা যায় স্ত্রীর এসব চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে স্বামীকে হারাম উপার্জনের দিকে হাত বাড়াতে হয়। আমাদের পূর্ববর্তী নেককার স্ত্রীগণ এমন ছিলেন না। তাদের তাকওয়া পরহেযগারী এত অধিক ছিল যে, তারা স্বামীকে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন,

اِتَّقُوا اللهَ فِيْنَا وَ لَا تُطْعِمُوْنَا الكَسْبَ الحرامَ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الجُوعِ والضرِّ و لا نَصْبِرُ عَلَى النارِ

'আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আমাদের হারাম কামাই খাওয়াবেন না। কারণ, আমরা ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করে নিতে পারব, কিন্তু জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারব না।'[৭৯]

এটাই প্রকৃত মুমিন স্ত্রীর কথা। তার কথা কখনো এমন হবে না, যাও, আমি যা চেয়েছি, তা জলদি গিয়ে নিয়ে আসো। আমাদের কথা অবশ্য এর চেয়ে কম হয় না।

পুরুষের জেনে রাখা উচিত, অধিকাংশ নারীরাই স্বভাবত এটা সেটা কিনতে পছন্দ করে। তার মন কখনো তৃপ্ত হয় না। এখন সে যদি তার এই প্রবণতাকে আরও উস্কে দেয়, তাহলে তো তার মরণ। খরচ করতে করতে সে শেষ হয়ে যাবে।

৩. অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও লোক দেখানো অপচয় ও অপব্যয়ের এটি অন্যতম একটি কারণ। স্ত্রীর মাঝে যদি এমন অসুস্থ প্রবণতা থাকে যে, কেউ কিছু কিনলে তার দেখাদেখি তারও সেটা কিনতে হবে কিংবা মানুষকে দেখাতে হবে, তাহলে স্বামীর উচিত তাকে বোঝানো যে, প্রতিযোগিতা করতে চাইলে আখেরাতের বিষয়ে করো। সৎকর্মে করো। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লয়শীল কোনো জিনিসের জন্য নয়।

---

[৭৯] ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন : বিবাহ অধ্যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

'জান্নাতীদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করানো হবে, যার মোহর হবে মিশকের, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।'[৮০]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পার্থিব বিষয়ে তার স্ত্রীগণের দৃষ্টি আখেরাতমুখী করে দিতেন।

একবার নবিপত্নিগণ নবিজিকে জিজ্ঞাসা করলেন,

أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ زَيْنَبُ وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ

'আপনার মৃত্যুর পর আমাদের মধ্যে কে সর্বাগ্রে আপনার সঙ্গে মিলিত হবে? (অর্থাৎ কে সবার আগে মৃত্যুবরণ করবে?) তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচেয়ে লম্বা। তখন তারা একটি বাঁশের কঞ্চি নিয়ে নিজেদের হাত মেপে দেখতে লাগল। (দেখল যে,) সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাত সবচেয়ে লম্বা। কিন্তু পরবর্তিতে আমরা জানতে পারলাম যে হাত লম্বা বলতে দান-সদকা বেশি করা বুঝিয়েছেন। (অর্থাৎ যে দান-সদকা বেশি করে)। (নবিজির ইন্তেকালের পর) যয়নাব আমাদের মধ্যে সর্বাগ্রে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি দান-সদকা খুব ভালোবাসতেন।'[৮১]

নারীকে বলছি—

স্বামীর কাছে কিছু চাইলে সে যদি কখনো না করে, তখন তাকে সুন্দর করে বলুন, 'তোমার মুখে না শুনতেও ভালো লাগে।' দেখবেন, 'না' টা সঙ্গে সঙ্গে 'হাঁ' হয়ে গেছে।

---

[৮০] সুরা মুতাফফিফীন : ২৫-২৬।

[৮১] সহিহ বুখারি : ১৪২০।

তুলনায় যাবেন না

কম্পেয়ারিজম। মানে তুলনা করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটি খুব ইতিবাচক হলেও দাম্পত্য জীবনে খুব নেতিবাচক। এর ফলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। অসন্তুষ্টি ও অকৃতজ্ঞতাবোধ জন্ম নেয়।

পুরুষ মানুষ কাউকে স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকতে দেখে, নিজের স্ত্রীকে সেই নারীর সঙ্গে তুলনা করে আফসোস করে। তাকে তার মতো হতে বলে। স্ত্রী এতে খুব অপমান বোধ করে।

স্ত্রীও তার স্বামীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে। তার তখন সেই বান্ধবীর কথা মনে পড়ে, যে তাকে বলেছিল, আমার স্বামী আমার খুব খেয়াল রাখে। সমস্ত কাজে আমাকে সাহায্য করে।

তারপর বান্ধবীর স্বামীর সঙ্গে নিজের স্বামীর তুলনা করতে গিয়ে যখন সে দেখে যে, তার স্বামী তাকে কোনো কাজে সাহায্য করে না। মিষ্টি করে কথা বলে না। তাকে বোঝার চেষ্টা করে না।

এসব ভেবে তার মনটা বিষাদে ভরে যায়। তার মনের গহীনে চাপা বোবা কান্না গুমরে মরে। সে খুব কষ্ট অনুভব করে।

এরপর যখন তার স্বামী বাড়িতে আসে, তখন সে তার সঙ্গে বিরক্তি নিয়ে কথা বলে।

আসলে তারা দুজন যাদের সুখী দম্পতি মনে করছে, তারাও আসলে সুখী নয়। কেননা তাদের সংসারের কিছু কিছু দিক হয়ত খুব পজিটিভ। আনন্দের, সুখের। কিন্তু এমনও অনেক দিক আছে, যেগুলো খুব নেগেটিভ। কষ্টের। বিষাদের। সে কথাগুলো হয়ত তারা জানে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, জীবনসঙ্গি হিসেবে আমরা যেমনটি কল্পনা করে রাখি, একেবারে মনের মতো, নিখুঁত, আমাদের পক্ষে আসলে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় না।

কিন্তু আমরা চাইলে আমাদের কল্পনার সেই মানুষটিকে গড়ে নিতে পারি।

কীভাবে?

সর্বপ্রথম আমাদের যেটা করতে হবে, আমাদের কল্পনার চক্ষুকে বন্ধ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, একজন নারীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার স্বামী দীনদার ও আখলাকি হওয়া। তার আচার-ব্যবহার ভালো হওয়া। তাহলে সে তার হেফাজত করতে পারবে এবং তার অধিকারসমূহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

অমুক তার স্ত্রীকে এই দিয়েছে, সেই দিয়েছে। এখানে বেড়াতে নিয়ে গেছে, ওখানে ঘুরতে নিয়ে গেছে। এই করেছে, সেই করেছে—একজন নারীর কখনো তার স্বামীকে এসব কথা বলা উচিত নয়। এমনিভাবে স্বামীর সামনে কখনো বিয়ের আগের ও পরের অবস্থার মাঝে তুলনা না করা। তবে বিয়ের পরের কোনো অবস্থা যদি বেশি ভালো হয়, তাহলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এমনিভাবে একজন পুরুষেরও কখনো উচিত নয়, স্ত্রীর সামনে অন্য কোনো নারীর প্রশংসা করে তাকে খোঁটা দেওয়া। তার আবেগ-অনুভূতিতে আঘাত করা। সে কষ্ট পাবে এমন কোনো কথা বলা। তাকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করা।

এতে দাম্পত্যজীবনের প্রতি এক ধরনের অতৃপ্তি চলে আসে। আমরা হতাশায় ভুগতে থাকি। আমাদের মানসিক শান্তি নষ্ট হতে থাকে।

♥♥♥

আমরা কখনো নাটক, মুভি ও সিরিয়ালের রোমান্টিসিজম আমাদের বাস্তব জীবনের তুলনা করব না। তাহলে আমরা প্রতারিত হব।

কেননা এসব নাটক, মুভি ও সিরিয়ালে আমরা যা দেখি এগুলো কল্পনা ও অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়।

কিভাবে?

সেটা আপনি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন।

আমরা যদি এসব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বাস্তব জীবনের দিকে তাকাই, তাদের সাংসারিক জীবনের খোঁজখবর নেই, তাহলে দেখতে পাব তারা একেকজন একেকটি নরকে বাস করছে। ঘৃণা এসে যাবে তাদের সংসার জীবনের কথা শুনলে। সংসার জীবনে তারা একেকজন চরম ব্যর্থ। অসুখী। সেখানে না আছে কোনো

ভালোবাসা। না আছে চারিত্রিক পবিত্রতা। তাদের বিয়ে করতে দেরি হয়। বিয়ে ভাঙতে দেরি হয় না।

যখন তাদের বিয়ে ভেঙে যায়, কোর্টে মামলা হয়। অনেক টানাহেঁচড়া হয়। মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশে যায়। তখন তারা মিডিয়ায় ইন্টারভিউ দিতে এসে বলে, 'আমরা দুজন আলাদা হয়ে গেছি ঠিকই। তবে এখনও আমরা দুজন খুব ভালো বন্ধু। আমাদের দুজনের বোঝাপড়াটা চমৎকার।'

এত চমৎকার যে, তাদের পক্ষে এক ছাদের নিচে থাকা সম্ভব হয়নি।

এসব হাস্যকর কথাবার্তা। খুবই হাস্যকর। ভয়াবহ মিথ্যে। দর্শকের সঙ্গে চরম প্রতারণা।

আল্লাহ তায়ালা এসব ধোঁকা থেকে আমাদের হেফাজত করুন এবং সবর ও শোকরের জিন্দেগি দান করুন।[৮২]

[৮২] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

দরজা কে খুলবে?

একদিন সকালে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কথা কাটাকাটি হলো। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে দুজনেই প্রতিজ্ঞা করল যে, বাসায় যে-ই আসুক, তারা কেউ দরজা খুলবে না।

ঘটনাক্রমে সেদিন স্বামীর পিতা-মাতা এলো। তারা দরজা নক করছে। জোরে জোরে ডাকছে। দরজা খুলতে বলছে।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে। স্ত্রী চোখের ইশারায় স্বামীকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

তখন তার পিতা-মাতা অনেকক্ষণ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। কিন্তু তারা দরজা খুলল না।

কিছুক্ষণ পর স্ত্রীর পিতা-মাতা এলো। দরজায় নক করলো। তারা নক করতেই তাদের মেয়ে অস্থির হয়ে গেল।

স্বামী তার স্ত্রীর দিকে তাকাল, দেখল, সে অঝোরে কাঁদছে। আর বলছে, আল্লাহর শপথ! আমার পিতা-মাতা আমার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি দরজা খুলব না, এটা কখনো হতে পারে না। এটা আমার জন্য খুবই কষ্টের।

স্বামী তার কথা শুনে চুপ করে রইল। তখন স্ত্রী গিয়ে দরজা খুলে দিল।

এ ঘটনার পর অনেক বছর কেটে গেল। এর মাঝে তাদের পাঁচটি সন্তান হয়েছে। প্রথম চারটি একে একে পুত্র সন্তান। আর পঞ্চমটি কন্যা সন্তান।

কন্যা সন্তান হওয়াতে তার স্বামী সবচেয়ে বেশি খুশি হলো। মেয়ের আকিকার জন্য বড় করে অনুষ্ঠান করল। আত্মীয়-স্বজন সবাইকে দাওয়াত করলো।

সবাই তো অবাক। মেয়ে হওয়ায় তুমি এত খুশি হলে? কারণ কী? এর আগে তো তোমার আরও চারটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তখন তো তোমাকে এত খুশি হতে দেখিনি?

তখন সে উত্তর দিল, একদিন এই মেয়েই আমার জন্য দরজা খুলে দিবে?

♥♥♥

কন্যা সন্তান হলে যারা কষ্ট পায়, স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, সন্তান কোলে নিতে চায় না, মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখে, জাহেলি যুগের মানুষের মতো যাদের মুখ কালো হয়ে যায় তাদের জন্য আফসোস! শত আফসোস!!

আমাদের মধ্যে অনেকে আছে, কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান বেশি পছন্দ করে। স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্ম না দিলে সে খুব কষ্ট পায়। মনে হয় তাকে কেউ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে।

অথচ এটা আমাদের ইসলামের পবিত্র শিক্ষার পরিপন্থি। আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। ইসলামে পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তান থেকে আলাদা করে দেখা হয়নি। আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিন জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তার পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

> 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।'[৮৩]

সুতরাং কন্যা সন্তান হলে যারা অসন্তুষ্ট হয়, তারা মূলত আল্লাহর ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। তিনি বান্দার জন্য যেটাকে কল্যাণকর মনে করেছেন, সেটাকে অপছন্দ করে।

একজন মুমিন কন্যা সন্তান হলে কীভাবে অসন্তুষ্ট হতে পারে? কীভাবে তার চেহারা কালো হয়ে যেতে পারে? এটা কী আল্লাহ তায়ালার বিরাট দান নয়? তাঁর নেয়ামত নয়?

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা ও পুত্র সন্তানের মাঝে পার্থক্য করতে নিষেধ করেছেন। তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নেয়ামত। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তোমরা উপহার-উপঢৌকনের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখবে। যদি আমি প্রাধান্য দিতাম, তাহলে নারীদের প্রাধান্য দিতাম।'[৮৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

> 'যার তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সঙ্গে সদাচরণ করলে জান্নাতে যাবে।'[৮৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

> 'যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসঙ্গে জান্নাতে পাশাপাশি থাকব। এই বলে তিনি হাতের দুটি আঙুল একত্র করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন।'[৮৬]

---

[৮৩] সুরা শুরা : ৪৯।
[৮৪] হাফেজ ইবন হাজার রহিমাহুল্লাহ কৃত ফাতহুল বারি : ৫/২৫৩।
[৮৫] সুনানে তিরমিযি : ১৯১২।
[৮৬] সুনানে তিরমিযি : ১৯১৪। হামাসাতুন ফি উয়ুনি যাওযাইন।

আপনার দাম্পত্যবৃক্ষে ঈমান সিঞ্চিত করুন

গোলাপ দেখতে কী সুন্দর তাই না! কী মনমাতানো তার সুরভী! সে নীরবে তার সুরভী ছড়িয়ে যায়। আমরা তার সুরভী উপভোগ করি।

আমরা যদি গোলাপবৃক্ষের যত্ন না নেই। তাতে নিয়মিত পানি না দেই। পরিচর্যা না করি। তাহলে কী আমাদের পক্ষে সবসময় গোলাপের এমন সুরভী উপভোগ করা সম্ভব হতো? হতো না।

আমরা গোলাপের এমন সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতাম? পারতাম না।

মানুষের দাম্পত্য জীবনও একটি বৃক্ষের ন্যায়। এরও ফুল আছে। ফল আছে। মনমাতানো সুরভী আছে। প্রশান্তি ছড়ানো ছায়া আছে।

কিন্তু এগুলো লাভ করতে হলে আমাদের দাম্পত্য বৃক্ষের যত্ন নিতে হবে। নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। তাহলে আমাদের দাম্পত্য জীবন ফুলে ফলে ছেয়ে থাকবে। ভালোবাসার ছায়া ছড়ানো থাকবে।

কিন্তু কীভাবে আমরা এর যত্ন নিব?

সেজন্য আমাদের যেটা করতে হবে—দাম্পত্য জীবন নামক বৃক্ষের গোড়ায় ঈমানের পানি সিঞ্চন করতে হবে। তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হবে। স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস করতে হবে। সমস্ত গুনাহর কাজ ছাড়ার চেষ্টা করতে হবে। সৎকাজে একে অপরকে সাহায্য করতে হবে। অল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। সন্তানকে দীনদারির উপর গড়ে তুলতে হবে। রাতে উঠে একসঙ্গে তাহাজ্জুদ আদায় করতে হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলে। সে যদি উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা সেই নারীর প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। সে যদি উঠতে না চায়, তাহলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।'[৮৭]

---

[৮৭] সুনানে নাসাঈ : ১৬০৯।

রাতে উঠে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে তাহাজ্জুদ, সুবহানাল্লাহ, আহা কী স্বর্গীয় দৃশ্য!

কিন্তু এমন দম্পতি বর্তমানে কোথায়, যারা একে অপরকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিবে। উঠতে না চাইলে মুখে পানি ছিটিয়ে দিবে।

এমন দম্পতি খুঁজে পাওয়া আজকাল দুরূহ হলেও এমন অনেক দম্পতি পাওয়া যায়, যারা রাত জেগে একসঙ্গে নাটক, মুভি উপভোগ করে। গান শুনে। পছন্দের নাটক-সিরিয়ালের সময় হয়ে গেল স্মরণ করিয়ে দেয়। বিভিন্ন পার্টি ইনজয় করে।

নাউযুবিল্লাহ। আমরা এমন দম্পতি হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, যারা আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত এবং যাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট।

আমরা তো এমন দম্পতি হতে চাই যাদের বন্ধন শুধু ইহকালের নয়। চিরকালের। যারা জান্নাতেও একসঙ্গে বসবাস করবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> 'অর্থাৎ স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই জান্নাত, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তার বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে, তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবে) তোমরা দুনিয়ায় যে সবর অবলম্বন করেছিলে, তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং প্রকৃত নিবাসে এটা তোমাদের উৎকৃষ্ট পরিণাম।'[৮৮]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

> إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ.

> 'নিশ্চয় সেদিন জান্নাতবাসীগণ আপন ব্যস্ততায় মগ্ন থাকবে। তারা ও তাদের স্ত্রীগণ নিবিড় ছায়ায় আরামদায়ক আসনে হেলান দিয়ে থাকবে।'[৮৯]

[৮৮] সুরা রাদ : ২৩-২৪।
[৮৯] সুরা ইয়াসিন : ৫৫-৫৬।

দাম্পত্য জীবনের সুরক্ষা ও রক্ষাকবচ

কোনো দম্পতি যদি চায় তাদের দাম্পত্য সুখ স্থায়ী হোক। তার পরিবার ও সন্তান-সন্ততি বিপদাপদ মুক্ত থাকুক। জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকুক। তাহলে তাদের কিছু সুরক্ষা ও রক্ষাকবচ গ্রহণ করতে হবে।

কী সেই সুরক্ষা? কী সেই রক্ষাকবচ?

কুরআন-হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ-দুরুদ, তাসবিহ-তাহলিল ও যিকির-আযকার হচ্ছে সেই সুরক্ষা ও রক্ষাকবচ। এগুলো পড়ার দ্বারা মুমিন যে কোনো বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে। কোনো বিপদে পড়লে দ্রুত তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করে।

কিন্তু আমরা অনেকেই এসব দুআ দুরুদ সম্পর্কে জানি না। যারা জানি, তাদের অনেকে আবার পড়ি না।[৯০]

মানুষ প্রতিমুহূর্তেই বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কখনো তা অনুকূল হয়, কখনো তা প্রতিকূল। তাই সর্বাবস্থায় আমাদের আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

তাছাড়া আমরা প্রায়ই আশপাশের মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন আনন্দ ও সুখের কথা শেয়ার করি। স্ত্রী যেমন শেয়ার করে, তেমনি স্বামীও করে। যেমন, আমার স্বামীর প্রমোশন হয়েছে। কিংবা আমার সন্তানটা ভালো রেজাল্ট করেছে। ওর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে ইত্যাদি। এগুলো যখন শেয়ার করি তখন অনেক হিংসুকের চোখ বড় বড় হয়ে উঠে। তাদের বদনজর লাগে।

নজর লাগার বিষয়টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আমাদের উচিত সকাল-সন্ধ্যা হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ ও আমলের মাধ্যমে নিজেকে ও নিজের পরিবারের সকলকে সুরক্ষিত রাখা।

যেমন, ঘরে প্রবেশের সময় সালাম দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করা। তখন শয়তান আর সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। তেমনি খেতে বসে বিসমিল্লাহ বলে আহার শুরু করা।

---

[৯০] পথিক প্রকাশন থেকে 'নবীজির দিন রাতের আমল' নামে এ বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইমাম ইবনুস সুন্নি রহ. বিরচিত। আপনারা চাইলে সে কিতাবটি সংগ্রহ করে আমল করতে পারেন।

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুআ পড়ে বের হওয়া। কেউ যদি নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে ঘর থেকে বের হয়, তাহলে সে সমস্ত অনিষ্ট ও শয়তানের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। দুআটি হচ্ছে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

'আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। তিনি ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই।'[৯১]

প্রতি নামাজের শেষে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়া।

প্রত্যেক নামাজের শেষে ও ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করা। সময় করে সুরা বাকারা পড়ে সমস্ত ঘরে দম করা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান দূর হয়ে যায়।

শোয়ার সময় অযু করে শোয়া। ডান কাত হয়ে শোয়া এবং জিকির করতে করতে ঘুমাতে যাওয়া।

আজকাল আমরা গান শুনতে শুনতে ঘুমাতে যাই। আল্লাহ না করুন ওই অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়, তখন কী অবস্থা হবে চিন্তা করুন। জীবনের শেষ আমল যদি হয় গান শোনা কিংবা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি দেখা, তাহলে কি আমি আমার নাজাতের আশা করতে পারি।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

♥ বেশি বেশি দান-সদকা করা। দান-সদকার দ্বারা বিভিন্ন বিপদাপদ দূর হয়।

---

[৯১] সুনানে তিরমিযি : ৩৪২২। সুনানে আবু দাউদ : ৫০৯৫।

পুরুষদের সাজসজ্জা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

বৈবাহিক জীবনে পুরুষেরও সৌন্দর্য অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। এর মাধ্যমে স্ত্রীর মন আকর্ষণ করা যায়। মুগ্ধতার দৃষ্টি কাড়া যায়।

আপনি যদি সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকেন তাহলে আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর মাঝে এক ধরনের মুগ্ধতা কাজ করবে। সে আপনার দিকে যতবার তাকাবে, ততবার নতুন করে প্রেমে পড়বে। কারণ, মানুষ মাত্রই সৌন্দর্যপিয়াসী। সুন্দরের প্রতি তার মন ধাবিত হয়।

তাই ইসলামি শরিয়তেও এ ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সৌন্দর্য অবলম্বনের পথ ও পন্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সাধু সন্ন্যাসীদের মত দাড়ি ইয়া লম্বা করে রাখা যাবে না। আবার এক মুষ্টির চেয়ে ছোট করেও রাখা যাবে না।

আজকালকার বখাটে ছেলেপেলেদের মতো হেয়ার কাট না দিয়ে মার্জিতভাবে চুল রাখুন। অনেকের চুল খুব অগোছালো থাকে। জট পেকে যায়। দেখতে পাগল পাগল লাগে। এসব বর্জন করুন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ

'আমি ঋতুবতী অবস্থায় থেকেও রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল আচড়িয়ে দিতাম।'[৯২]

মুখ সবসময় পরিষ্কার দুর্গন্ধমুক্ত রাখুন। নিয়মিত মেসওয়াক করুন। রাতে শোয়ার আগে ব্রাশ করুন। পেটে অসুখের কারণে অনেকের সবসময় মুখে দুর্গন্ধ থাকে। কথা বললে দুর্গন্ধ বের হয়। অনেকে চুপ থাকলেও দুর্গন্ধ বের হয়। তারা মাউথ ফ্রেশ ব্যবহার করতে পারেন। ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারেন।

মুখের দুর্গন্ধের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ত খুব সেনসিটিভ। যেমন, কারও যদি মুখে দুর্গন্ধ থাকে। আর সে মসজিদে গেলে আশপাশের মুসল্লিদের কষ্ট হয়। তাহলে এমন ব্যক্তিকে শরিয়ত ফরজ নামাজও জামাতে না পড়ে ঘরে পড়ার আদেশ

[৯২] সহিহ বুখারি : ২৯৫।

করেছে। যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। অথচ একাকী নামাজের চেয়ে জামাতে নামাজের ফযিলত সাতাশ গুণ বেশী।

আর আপনি যার সঙ্গে সংসার করছেন। সে তো মসজিদের অপরিচিত কোনো মুসল্লি না। আপনার পত্নী। জীবনসঙ্গি। তাকে এভাবে কষ্ট দেওয়া হারাম। শুধু তাকে নয়, যে কোনো মুসলমানকেই কষ্ট দেওয়া হারাম।

আপনার স্ত্রী হয়ত ভয়ে কিংবা লজ্জায় আপনাকে কিছু বলবে না। কিন্তু তার মাঝে আপনার প্রতি এক প্রকার ঘৃণা এবং অস্বস্তিবোধ কাজ করবে।

> 'আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করা হল, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বলেন, 'সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন।'[৯৩]

- ♥ আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করুন। আতর ব্যবহার করা সুন্নত। যদি পারফিউম ব্যবহার করেন, তাহলে সেটা যেন অবশ্যই এ্যালকোহল মুক্ত হয়। দাম্পত্য জীবনে সুগন্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বছরের আট মাসেই আমাদের দেশের আবহাওয়া উষ্ণ থাকে। ঘামে ভিজে থাকে শরীর, জামা-কাপড়। সেই ঘাম শুকিয়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। কাছে যাওয়া দায় হয়।

আমরা অনেকে অফিসে কিংবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করি। কিন্তু ঘরের মানুষটার সাথে যখন থাকি তখন এ ব্যাপারে উদাসীন থাকি।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> 'আমি যত উত্তম খুশবু পেতাম, তা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাগিয়ে দিতাম। এমনকি সে খুশবুর চমক তার মাথায় ও দাঁড়িতে দেখতে পেতাম।'[৯৪]

---

[৯৩] সহিহ মুসলিম : ৪৭৮।
[৯৪] সহিহ বুখারি : ৫৯২৩।

বুখারি শরিফের অপর একটি হাদিসে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

'আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মুহরিম অবস্থায় নিজ হাতে খুশবু লাগিয়ে দিয়েছি এবং মিনাতেও সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাকে আমি খুশবু লাগিয়ে দিয়েছি।'[৯৫]

সুগন্ধি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব প্রিয় বস্তু ছিল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধি আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে।'[৯৬]

উত্তম সুগন্ধি নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অন্যের মাঝে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করে। মানুষকে কাছে টানে।

ঘরের প্রিয় মানুষটিকে দূরে সরিয়ে বাহিরের মানুষকে কাছে টেনে কী লাভ বলুন?

স্ত্রীকে আকর্ষণ না করে অন্যদের আকর্ষণের চেষ্টা কি কোনো সুপুরুষের কাজ হতে পারে? কখনোই না।

তাই ঘরে-বাইরে সর্বত্রই পুরুষের সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত। নারীরা শুধু গৃহাভ্যন্তরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে। বাইরে বের হওয়ার সময় তাদের সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। এতে পরপুরুষকে আকর্ষণ করা হয়।

- ♥ শরীরে বিভিন্ন জায়গায় অবাঞ্চিত পশম ও গোফ-মোচের ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন। প্রতি সপ্তাহান্তেই নিয়ম করে পরিষ্কার করুন। অনেকে কাটব-কাটছি করে বন-জঙ্গল বানিয়ে ফেলে। বাহিরের মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না বলে আমরা এ বিষয়ে অনেকে গুরুত্ব দেই না। এটা সুন্নতের খেলাফ।

এখানে উপরোল্লিখিত কয়েকটি হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাকার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা সচেতন ছিলেন।

---

[৯৫] সহিহ বুখারি : ৫৯২২।
[৯৬] সুনানে নাসাঈ : ৩৯৩৯।

সাহাবায়ে কেরামও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিপাট্যতার বিষয়ে অনেক সচেতন ছিলেন।

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ধুলিমলিন এলোকেশী এক ব্যক্তি এল। সাথে তার স্ত্রী। স্ত্রী বলতে লাগল, আমার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নাই। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারলেন যে, সে তার স্বামীকে অপছন্দ করে। তখন তিনি লোকটিকে পাঠিয়ে দিলেন। নখ-চুল-মোচ সব কেটে, ভালো করে গোসল করে সুন্দর জামা পড়ে একেবারে কেতাদুরস্ত হয়ে আসতে বললেন। তারপর লোকটি যখন এলো, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তার স্ত্রীর সামনে যেতে বললেন। তার স্ত্রী তাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি। কারণ সে তাকে কোনোদিন এত সুন্দর অবস্থায় দেখেনি। তখন সে তার স্বামীকে গ্রহণ করে নেয় এবং বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমরা স্ত্রীদের সাথে এভাবেই থেকো। আল্লাহর শপথ! নারীরাও চায় তোমরা তাদের জন্য সাজসজ্জা অবলম্বন করো যেমন তোমরা চাও তারা তোমাদের জন্য সাজগোজ করে থাকুক।

তবে আজকাল অনেক পুরুষের মাঝে ফ্যাশন সচেতনতার নামে ইসলাম পরিপন্থি কিছু রুচির প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়, যা মানুষের সুস্থ স্বভাব-রুচি বিরুদ্ধ। অবশ্য এর জন্য ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং নববি আদর্শের চর্চাহীনতা দায়ী।

যেমন, অনেক পুরুষ আছে দাড়ি কাটা, দাড়ি চাঁছাকে স্মার্টনেস মনে করে। কিন্তু একই সঙ্গে তারা আবার ধূমপানও করে। দুর্গন্ধে তাদের কাছেই যাওয়া যায় না। সাধারণ মানুষই কাছে যেতে পারে না। ঘরের বউ তো দূরের কথা। কিন্তু তার স্ত্রী বেচারীর কি-ই-বা করার আছে। সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য সে এসব মুখ বুজে সহ্য করে নেয়। একসময় এসব তার সওয়া হয়ে যায়।

কেউ কেউ তো এমন আছেন, রাতে সিগারেট না খেলে ঘুম হয় না। এমন পুরুষের ঠোঁটে যখন তার স্ত্রী চুম্বন করে তখন স্ত্রীর মনে হয়, যেন সে কোনো ঠোঁটে নয়, কমোডে মুখ দিয়েছে।

অনেক দীনদার মানুষ আছে, অগোছালো আর অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বাহ্যিক সৌন্দর্য গ্রহণকে তারা দ্বীনের খেলাফ মনে করেন। তাই তারা এসব বর্জন করেন এবং এটাকে তারা সাদাসিধে জিন্দেগী নাম দিয়ে থাকেন। মনে করেন। অথচ এটি তাদের ভুল ধারণা। তারা শয়তানের ধোঁকার শিকার। সাদাসিদের সাথে নোংরা ও

অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। তারা এভাবে মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ম্যাসেজ প্রদান করছে। মানুষ তাদের দেখে মনে করছে ইসলাম বুঝি এমনই। ক্ষেত টাইপ। নাউযুবিল্লাহ। নিশ্চয়, আমার আল্লাহ সুন্দর। তিনি সুন্দরকে ভালোবাসেন।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি বাহ্যিক সৌন্দর্যের ব্যাপারেও গুরুত্বারোপ করেছেন। তাবাকাতে ইবনে সাদে বর্ণিত হয়েছে। জুন্দুব ইবনে মাকিস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> 'কোনো প্রতিনিধি দল আগমন করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উত্তম কাপড়টি পরিধান করতেন এবং বিশিষ্ট সাহাবাদেরকেও উত্তম কাপড় পরিধান করতে বলতেন। অতএব যখন কিন্দার প্রতিনিধি দল আগমন করেছিল তখন আমি তাঁর পরিধানে একটি ইয়ামেনি চাদর দেখেছিলাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেদিন অনুরূপ কাপড় পরিধান করেছিলেন।'

এ হাদিসের মাধ্যমে বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিষয়ে নবিজি ও সাহাবায়ে কেরামের গুরুত্বারোপের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠেছে। সুতরাং এটিকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকে তেমন সাজসজ্জা কামনা করে যেমন আপনি তার কাছ থেকে করেন।

আপনি নিজের যত্ন নিন। দেখবেন আপনার ভালোবাসাও যত্নে থাকবে। আপনি অপরিচ্ছন্ন ময়লা হয়ে থাকলে আপনার ভালোবাসার গায়েও ময়লা জমবে। বিবর্ণ দেখাবে।

নিজেকে সবসময় সতেজ রাখুন। ঘ্রাণ নিন। ঘ্রাণ দিন। জীবনকে উপভোগ করুন। ঝরা পাতার মত ম্যারম্যারে হয়ে থাকবেন না। ঝরা পাতায় কারো চোখ আটকায় না। সবাই তাকে পায়ে মাড়াতে কিংবা ঝাড়ু দিয়ে ফেলে দিতে পছন্দ করে।

কে বেশি চুপ থাকে, পুরুষ না নারী?

আফিফার বিয়ে হয়েছে আট বছর। তার ফুটফুটে দুটি বাচ্চাও আছে। সংসার, স্বামী, সন্তান, এসব নিয়ে তার বেশ সুখেই দিন কেটে যাচ্ছে। স্বামীর প্রতিও তার তেমন কোনো অভিযোগ নেই। শুধু ছোট্ট একটা অভিযোগ আছে। তার স্বামী সারাদিন চুপচাপ থাকে। তার সঙ্গে তেমন কোনো কথা বলে না।

কম কথা বলা, চুপচাপ থাকা যদিও একটি প্রশংসনীয় গুণ। প্রবাদ আছে, যে চুপ থাকে সে নাজাত পায়। দাম্পত্য জীবনেও চুপ থাকার গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে আমরা সেটা বর্ণনা করব। কিন্তু একেবারে চুপচাপ থাকাটা খারাপ। এতে অনেক সময় অন্যের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পায়। ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত চুপচাপ থাকা একটি রোগ। নারীর চেয়ে পুরুষরা সাধারণত এই রোগে বেশি আক্রান্ত।

পুরুষরা চুপচাপ থাকলে নারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে যখন এমন কোনো বিষয় হয়, যে বিষয়ে সে কিছু না বললে বোঝা যায় না, আসলে সে তার স্ত্রীকে গুরুত্ব দিচ্ছে কিনা, কিংবা এ বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ আছে কি না।

কিছু পুরুষ তো এমনও আছে, তাদের কিছু বলতে হলে স্ত্রীদের তাদের কাছে দূত পাঠাতে হয়।

স্বামী-স্ত্রী সাধারণত চুপ থাকার কারণ কী, সেটি আমরা এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করব।

- ♥ বিবাহের যেহেতু অনেক বছর হয়েছে, তাই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুন্দর একটা বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। তারা মনে করে, এখন সবকিছু বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই। এখন আর সেই অবস্থা নেই যে, দুজন বসে মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কথা বলবে। পুরনো মধুর কোনো স্মৃতিচারণ করবে। এগুলো তাদের কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়। এখন কি আর ছেলেমানুষি করার বয়স আছে?
- ♥ কখনো পুরুষ তার কথা বলার সমস্ত শক্তি কর্মক্ষেত্রেই নিঃশেষ করে আসে। সেখানে তাকে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। সারাদিন কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে সে বাসায় ফিরে। তাই সে বাসায় এসে চুপচাপ থাকে। কারও সঙ্গে কোনো কথা বলে না। কথা বলতে তার

ক্লান্তি লাগে। সে চুপ থাকে। এই চুপ থাকাটাই তার জন্য একপ্রকার বিশ্রাম।

- ♥ অনেক নারী খুব ঝগড়াটে হয়। তখন তার স্বামী ঝগড়া এড়ানোর জন্য বাসায় এসে বোবা সেজে থাকেন।
- ♥ এ ছাড়াও আরও কিছু কারণে পুরুষরা বাসায় এলে চুপচাপ থাকে। যেমন, অর্থনৈতিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা। মতবিরোধকে প্রশ্রয় না দেওয়া। কোনো প্রকৃত বিষয়কে গোপন করা।

আচ্ছা, কখনো কখনো চুপ থাকাটা কি আবশ্যক?

মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, নির্দিষ্ট সময় চুপ থাকাটা কোনো রোগ নয়। বরং দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া-বিবাদ এড়ানোর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আদর সোহাগ খুনসুঁটি

স্ত্রীর সঙ্গে খুনসুঁটি করা। একে অপরকে চিমটি কাটা। দুষ্টুমি করে কানটা আস্তে করে মলে দেওয়া। নাগের ডগায় টোকা দেওয়া। চুলে টান দিয়ে বুকের কাছে নিয়ে আসা। কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করা। স্ত্রীর সঙ্গে বসে গল্প করা। হেসে গায়ের উপর গিয়ে পড়া। আদর করে স্ত্রীকে তার সবচেয়ে পছন্দের নাম ধরে ডাকা। কিংবা নামকে সংক্ষেপ করে ডাকা। যেমন, স্ত্রীর নাম জুবাইদা হলে আদর করে তাকে 'জুবি' বলা।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি তার স্ত্রী আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আদর করে মাঝে মাঝে আইশ বলে ডাকতেন। যেমন একবার তিনি তাকে বললেন,

> 'হে আইশ! জিবরাইল আ. তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন।'[৯৭]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে হুমায়রা বলেও ডাকতেন। ইবনুল আসির তার *নিহায়া* গ্রন্থে বলেন, হুমায়রা শব্দটি হামরা শব্দের ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ। আর হামরা শব্দের অর্থ হচ্ছে লাল। উদ্দেশ্য লাল ফর্সা। কোনো মেয়ে দেখতে লাল টকটকে ফর্সা হলে আরবরা তার ক্ষেত্রে হামরা শব্দটি ব্যবহার করত।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের এমন মহান উচ্চাসনে থাকা সত্ত্বে স্ত্রীদের সঙ্গে দুষ্টুমি করতেন। তাদের আদর-সোহাগ করতেন।

ইমাম বুখারি রহ. বর্ণনা করেছেন,

> 'আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করতাম, যা আমার এবং তার মাঝে থাকত। তিনি আমার থেকে আগে তাড়াতাড়ি করে ফেলতেন। তখন আমি বলতাম, আমার জন্য একটু রেখে দিন। আমার জন্য একটু রেখে দিন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, তারা উভয়েই গোসল ফরয অবস্থায় ছিলেন।'

---

[৯৭] সহিহ বুখারি : ৩৭৬৮।

ইমাম মুসলিম রোযা অধ্যায়ে আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি হাদিস বর্ণনা করেন। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

‘আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তার কোনো স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। এ কথা বলে তিনি হাসতে থাকেন।’[৯৮]

অর্থাৎ কোনো স্ত্রী বলে তিনি নিজেকে বুঝিয়ে ছিলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

‘একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুম্বন করার জন্য আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি রোযা। তিনি বললেন, আমিও তো রোযা।’[৯৯]

অপর একটি হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘যার আখলাক-চরিত্র ভালো এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি যে অধিক কোমল ও দয়ার্দ্র, তার-ই ইমান সবচেয়ে পরিপূর্ণ।’[১০০]

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের একটি পন্থা হল তার মুখে খাবার তুলে দেওয়া।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

‘তুমি তোমার পরিবারের পিছনে যে খরচই করবে, তা সদকা বলে গণ্য হবে। এমনকি সেই লোকমাটিও, যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।’[১০১]

লক্ষ করুন, স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেয়ার মাঝে দুটি নয়, তিনটি উপকারিতা।

---

[৯৮] সুনানে ইবনে মাজাহ শরিফেও অনুরূপ একটি হাদিস আছে : ১৬৮৩।
[৯৯] জামে তিরমিযি : ২৬১২।
[১০০] সুনানে তিরমিযি : ২৬১২।
[১০১] সহিহ বুখারি : ৫৩৫৪।

এক. স্ত্রীর মন জয়।

দুই. তার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ।

তিন. সদকাহর মতো একটি ইবাদত পালন। যার বিনিময়ে আবার আজর ও সওয়াব পাওয়া যাবে। সুবহানাল্লাহ।

স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়ার মাঝে শুধু পার্থিব নয়। অনেক অপার্থিব উপকারিতাও বিদ্যমান থাকে।

ইমাম নববি রহ. এই হাদিসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন যে,

> 'স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেওয়া সাধারণত ভালোবাসার তীব্রতার কারণে হয়ে থাকে। মনের কামনারও তাতে বড় দখল থাকে। তা সত্ত্বেও কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্য এমনটি করে, তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহ ও সওয়াবের অধিকারী হবে।'

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, আরেকটি হাদিসে এমনই এক ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যা এর চেয়েও আরও সুস্পষ্ট। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তোমাদের স্ত্রী মিলনের মাঝেও সদকার সওয়াব রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের কেউ তার দৈহিক কামনা পূরণ করলেও সে প্রতিদান লাভ করবে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তোমরা কি মনে কর সে যদি তা হারাম পন্থায় পূরণ করত, তাহলে কি তার গুনাহ হত না? তেমনিভাবে সে হালাল পন্থায় তা পূরণ করলে তার জন্য সওয়াব রয়েছে।'[১০২]

আপনি যদি আপনার স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেন, তাহলে দেখবেন সে ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছে। আবেগে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এখন আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, আপনি সর্বশেষ কবে আপনার স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন?

---

[১০২] সহিহ মুসলিম : ১০০৬।

যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে কেন দেননি? এটা খুব এক্সপেনসিভ বলে। এতে অনেক টাকা খরচ হয় তাই?

উত্তর অবশ্যই না। তাহলে?

আসলে আপনার মাঝে ভালোবাসার অভাব আছে। আপনি রাসুলের আদর্শ অনুসরণ করতে চান না কিংবা আপনার সওয়াবের প্রত্যাশা নেই।

স্ত্রীর প্রতি আদর-সোহাগ ও তার সঙ্গে খুনসুঁটি করার দ্বারা দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় হয়। পারস্পরিক হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। এজন্যই যখন হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন অকুমারি নারী বিয়ে করেছিলেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তুমি একজন কুমারি নারীকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তুমি তার সাথে মজা করতে আর সেও তোমার সাথে মজা করত। তুমি তার সাথে হেসে কুটিকুটি হতে আর সেও তোমার সঙ্গে হাস্যরস করত।

ক্ষমা

সুখী সংসারের জন্য প্রয়োজন অনেক কিছুর। আর সেই অনেক কিছুর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্ষমা, মার্জনা। স্ত্রী কোনো ভুল করে ফেললে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। ভুল দেখেও না দেখার ভান করা। ভুল থেকে চোখ সরিয়ে ফেলা।

বিশেষ করে দুনিয়াবি বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো ভুল। দীনি বিষয় হলে আল্লাহর কোনো হুকুম লঙ্ঘিত হলে ভিন্ন কথা। কেননা শরিয়তের বিষয়ে আমাদের কারও ক্ষমা করার কোনো অধিকার নেই। এ অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

আমাকে সবসময় মনে রাখতে হবে, আমি যার সঙ্গে সংসার করছি সে একজন মানুষ। আর মানুষ মাত্রই ভুলকারী। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'প্রত্যেক বনি আদমই ভুল করে থাকে। আর সর্বোত্তম ভুলকারী হল যে ভুল করে তওবা করে নেয়।'[১০৩]

অর্থাৎ কোনো ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে তওবা করে নেওয়া।

একজন পুরুষ যার সঙ্গে সংসার করে সে শুধু একজন মানুষই নয়। একজন নারী। আর নারীর সৃষ্টিগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'আর তোমরা নারীদের সাথে সৎ ব্যবহার করবে। কেননা, তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাঁড় থেকে এবং সবচেয়ে বাঁকা হচ্ছে পাঁজরের ওপরের হাঁড়। যদি তুমি তা সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দাও তাহলে বাঁকাই থাকবে। অতএব, তোমাদের আদেশ করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার।'[১০৪]

অর্থাৎ কথায় কথায় স্ত্রীর ভুল না ধরা। তার পিছে পিছে লেগে না থাকা। পান থেকে চুন খসলেই উত্তেজিত না হওয়া। তার সমস্ত কথা না ধরা। নিজের ইগো ও রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিচক্ষণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেওয়া।

---

[১০৩] জামে তিরমিযি : ২৪৯৯।
[১০৪] সহিহ বুখারি : ৩৩৩১।

আমরা আমাদের নিজেদের দিকে তাকালে দেখতে পাব, আমাদেরও অনেক ভুল হয়। আসলে আমরা কেউ পারফেক্ট না। ভুলের ঊর্ধ্বে না। কিন্তু আমাদের ভুলগুলো আমাদের চোখে পড়ে না। তাই আমরা সবসময় অন্যের ভুল নিয়ে পড়ে থাকি। আর নিজেদের সঠিক ভাবি।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের স্ত্রীরা বাসায় অনেক কাজ করে। রান্না-বান্না, ধোয়া-মোছা, সন্তানদের দেখাশোনা, তাদের গোসল করানো, খাওয়ানো, কান্না থামানো, কোলে নিয়ে ঘুম পাড়ানো ইত্যাদি আরও কত কাজ!

অনেক কাজ করতে গেলে কিছু ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। কোনো ভুল না হওয়াটা বরং অস্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক বিষয়টাকে যে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারবে না, তার মানসিক সমস্যা আছে। সে সুস্থ না।

তাই স্ত্রীর সমস্ত ভুল ধরা যাবে না। বিশেষ করে দুনিয়াবি বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো ভুল। যেমন, আপনি তার কাছে সামান্য কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু টাকাটা সে কোথায় রেখেছে মনে করতে পারছে না। অথবা আপনার অফিসে যাওয়ার ড্রেসটা সে স্ত্রী করে রাখতে পারেনি। কিংবা রান্নাটা একদিন একটু আপনার মনমত হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে যদি দশটি ভুল করে আপনি দু-তিনটা ধরুন। বাকিগুলো ছেড়ে দিন।

আপনি যদি তার সব ভুল ধরা শুরু করেন, তাহলে আপনি তার চোখ থেকে পড়ে যাবেন এবং একসময় বিরক্ত হয়ে সেও আপনার ভুল ধরা শুরু করবে। এভাবে দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরা শুরু করবে। একসময় ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। সংসারে কঠিন পরিণতি ডেকে আনবে।

এবার নবি জীবনের একটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিন কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ

'স্মরণ কর, যখন নবি তার স্ত্রীদের কোনো একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। তারপর সেই স্ত্রী যখন তা (গোপন রাখতে না পেরে অন্য কাউকে) বলে দিল এবং আল্লাহ তায়ালা নবির কাছে ব্যাপারটি প্রকাশ করে দিলেন। তখন নবি সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু এড়িয়ে গেলেন।'[১০৫]

[১০৫] সুরা তাহরিম : ৩।

গোপন কথাটি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে কথাটি ফাঁস করে দিয়েছিলেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির মাধ্যমে ব্যাপারটি জানতে পেরে সে বিষয়ে তাকে বললেন, কিন্তু সবটুকু বললেন না। কেননা সবটুকু বললে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা অনেক বেশি লজ্জা পেতেন। তাকে যেভাবে ভর্ৎসনা করা দরকার ছিল নবিজি তার সামান্যই করলেন।

নবি জীবনের আরেকটি ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ন্যায়, ইনসাফ ও সহনশীলতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদের নিয়ে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে বসা ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কিছু খাবার তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি একটি থালায় করে কিছু খাবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদের নিকট পাঠালেন। ইত্যবসরে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা চাদর জড়িয়ে আসলেন। তাঁর হাতে একটি পাথর ছিল। পাথরটি দিয়ে তিনি থালাটি ভেঙ্গে দিলেন। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থালার ভাঙ্গা টুকরো দুটি একত্র করলেন এবং (সাহাবাদের) বললেন, তোমরা খাও। তোমাদের আম্মাজানের আত্মমর্যাদাবোধে লেগেছে। এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন। তারপর রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার থালা নিয়ে উম্মে সালামার নিকট পাঠালেন। আর উম্মে সালামার ভাঙ্গা থালাটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়ে দিলেন।[১০৬]

ইবনে মাজাহ শরিফে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে এরূপ একটি ঘটনায় উম্মে সালামার পরিবর্তে হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসের শেষে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> 'আমি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় আমার এমন আচরণের কোনো প্রতিক্রিয়াই লক্ষ করলাম না।'[১০৭]

---

[১০৬] সুনানে নাসাঈ : ৩৯৬৬।

[১০৭] সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৩৩৩।

অর্থাৎ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যে উপস্থিত সাহাবাদের সামনে আল্লাহর রাসুলের সাথে এমন মারাত্মক একটি আচরণ করলেন, পাথর দিয়ে আঘাত করে খাবারপূর্ণ প্লেট ভেঙ্গে ফেললেন। এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি তাকে কিছুই বলেননি। না তিরস্কার করেছেন। আর না ভর্ৎসনা।

তিনি শুধু 'তোমাদের আম্মাজানের আত্মসম্মানে লেগেছে' কথাটি দু'বার বলেছেন এবং খুব সুন্দরভাবে পরিস্থিতি সামলে নিয়েছেন। সাহাবাদের সামনে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার মর্যাদা এতটুকু নষ্ট হতে দিলেন না।

তার পক্ষ হয়ে তিনি নিজেই সাহাবাদের সামনে ওযর পেশ করলেন।

আবার তিনি উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতিও না-ইনসাফি করলেন না। যেহেতু তার থালা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এর জরিমানাস্বরূপ তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে একটি ভালো থালা নিয়ে তাকে দিয়ে দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে এমন কঠিন পরিস্থিতি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর ও কোমলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। শুধু নিয়ন্ত্রণই করেননি, সেটাকে একটি উত্তম আদর্শের রূপ দান করেছেন।

কারণ, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের আত্মমর্যাদার বিষয়টি জানতেন। এটি তাদের সৃষ্টিগত বিষয়। তাই তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে কিছুই বলেননি। যদিও উপস্থিত সাহাবাদের সামনে তিনি নবিজির সঙ্গে এমন আচরণ করেছিলেন।

এজন্যই তো কুরআনে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

'নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[১০৮]

এক সাহাবি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন। দরজায় টোকা দিতে যাবেন, এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, ভেতরে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী তার সঙ্গে কড়া কণ্ঠে কথা

[১০৮] সুরা কলম : ৪।

বলছেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু চুপ। তিনি তার স্ত্রীর কোনো কথার উত্তর দিচ্ছেন না। ধৈর্যধারণ করে আছেন।

সাহাবি তখন খুব হতাশ হলেন। মনে মনে বললেন, কার কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছি। তিনি নিজেই দেখি আমার মতো সমস্যায় আছেন।

সাহাবি ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। এমন সময় উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাকে পেছন থেকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বোধহয় কোনো প্রয়োজন নিয়ে এসেছিলে?

সাহাবি বললেন, আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনার কাছে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখি আপনিও...।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কথা শুনে মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, 'শোনো ভাই, আমার উপর তার কিছু অধিকার রয়েছে। তাই আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। সে আমার জন্য আমার এবং জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায়। সে আমার অন্তরকে গুনাহর দিকে ধাবিত হওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাতে প্রশান্তি আনয়ন করে। আমি বাড়িতে না থাকলে সে আমার ধন-সম্পদের হেফাজত করে। আমার জামা-কাপড় ধুয়ে রাখে। আমার জন্য খাবার রান্না করে। সে আমার সন্তানদের দেখাশোনা করে। অথচ শরিয়তে এসব তাকে করতে বলা হয়নি। এগুলো তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই আমি সহ্য করে নেই।'

আমিরুল মুমিনিন! আমার স্ত্রীও তো আপনার স্ত্রীর মতোই। আপনি যেহেতু তার ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেন, আমিও তার ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেব।[১০৯]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ কর। তবে এর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তোমরা যেটাকে অপছন্দ করছ, আল্লাহ তায়ালা তাতে তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।'[১১০]

---

[১০৯] তাম্বিহুল গাফেলিন : পৃষ্ঠা নং ১৭১।
[১১০] সুরা নিসা : ১৯।

এমনই ছিল সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের দাম্পত্য জীবন। তারা স্ত্রীদের সৎগুণগুলোর কথা আলোচনা করতেন। আর তাদের দোষ ও মন্দ গুণগুলো ঢেকে রাখতেন।

একবার আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাগ করে রাগের মাথায় বলে বসলেন, 'আপনার মত লোক নিজেকে কী করে নবি দাবি করে?' (কী মারাত্মক কথা বাবা!)

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বিষয়টি উড়িয়ে দিলেন। তিনি ছবর করলেন। সহনশীলতা প্রদর্শন করলেন।

দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে হলে আমাদের নবি ও সাহাবাদের এমন সমুচ্চ আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এমন আখলাকের অধিকারী হতে হবে। তবেই আমাদের ঘরগুলো এক টুকরো স্বর্গে পরিণত হবে।

স্বামীর রোদন

ক. বাসাটা যেন ময়লার ভাগাড়

হাফিস সাহেব সন্ধ্যায় ক্লান্ত শরীর নিয়ে অফিস থেকে বাসায় ফিরলেন। বাসায় ঢুকে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এ কী অবস্থা বাসার? বুঝতে পারছেন না, তিনি কি আসলে তার বাসায় এসেছেন নাকি ভুল করে কোনো ময়লার ভাগাড়ে চলে এসেছেন?

স্ত্রীকে ডেকে প্রলয়কাণ্ড বাঁধালেন। আমি না হয় অফিসের কারণে সারাদিন বাসার বাইরে থাকি। বাসার সবকিছু গুছিয়ে রাখতে পারি না। কিন্তু তুমি? তুমি তো বাসায় থাকো। সবকিছু গুছিয়ে রাখতে পারো। কী অবস্থা করে রেখেছো দেখো তো? এটা কি কোনো বাসা না ময়লার ভাগাড়? সবকিছু অগোছালো, ময়লা, অপরিচ্ছন্ন। ফ্লোর কেমন আঠা আঠা হয়ে আছে। সকালে বিছানাটা যেভাবে রেখে গিয়েছিলাম এখনো সেভাবেই আছে। জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আচ্ছা, বাসার কথা না হয় বাদ দিলাম। বাচ্চাদের এ কী অবস্থা করে রেখেছো? দেখ তো, ময়লার কারণে ওদের পরনের কাপড়গুলোর দিকে তাকানোই যাচ্ছে না। এই অবস্থা কেনো? তুমি কি চাও আমি প্রতিদিন এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করি? এভাবে কী সংসার চলে?

খ. প্রতিবেশীদের অসন্তোষ

এক লোক বাসায় ফিরে তার স্ত্রীকে বলছে, তোমার কারণে আজকে আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকে কতগুলো কথা শুনতে হলো। লজ্জিত হতে হলো। তুমি নাকি এত জোরে জোরে কথা বলো যে, তোমার আওয়াজ তাদের বাসা পর্যন্ত যায়। আমি তাদের কোনো কথার জবাব দিতে পারিনি। মান-সম্মান বাঁচাতে আমি বলে আসছি, 'কী বলবো ভাই, আমার বাচ্চাগুলো এত দুষ্টামি করে যে, অনেক সময় তারা জোরে ধমক না দিলে শুনতে চায় না।'

আমি যদিও তাদের একটা উত্তর দিয়ে এসেছি। কিন্তু আমি তো জানি, তুমি কত জোরে কথা বলো, তোমার গলার আওয়াজ কেমন।

তুমি যেভাবে আমার সঙ্গে চিৎকার করো, গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করো! কী বলবো...

মান সম্মানের ভয়ে আমি চুপ করে সব সহ্য করে যাই। আমি যদি পাল্টা জবাব দিতাম, তাহলে তো কুরুক্ষেত্র বেধে যেত।

সন্তানের সামনে তুমি আমাকে অপমান করা শুরু করো। তারা কী শিখছে তোমার কাছ থেকে? তারা তো সবকিছুতে তোমাকে অনুসরণ করে।

বাসাটা আমার কাছে নরক মনে হয় নরক। বুঝলে!

গ. বিবাহিত কিন্তু অবিবাহিত

দুটি বিপরীত বিষয় কখনো একত্র হতে পারে? যেমন—আগুন-পানি, রাত-দিন, আলো-অন্ধকার। কখনো সম্ভব? সম্ভব নয়।

তেমনি একজন মানুষ বিবাহিত হয়ে কীভাবে অবিবাহিত হতে পারে?

এমনই একটি ঘটনা এক বিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে। বেচারা বিবাহিত। কিন্তু অবিবাহিত।

চলুন আমরা তার নিজের মুখ থেকে শুনি সে কী বলতে চায়—

কয়েক বছর হলো আমি তার সঙ্গে সংসার করছি। কিন্তু এখনও আমি অবিবাহিত। মানে ভার্জিন। এই যন্ত্রণা নিয়েই আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করে যাচ্ছি। কী বলব? আমি যখন ঘুমাতে যাই, তখন সে হয় টিভির সামনে বসে থাকে, মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আমি যখন উঠি, তখন সে ঘুমিয়ে থাকে।

পরিস্থিতি কখনো অনুকূল হলে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সে তখন এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে যে, মুড খারাপ হয়ে যায়।

আমার প্রতি কী আমার স্ত্রীর কখনোই দয়া হবে না?

আমি তো তাকে প্রশান্তি লাভের জন্য বিয়ে করেছিলাম। দিনের হেফাজতের জন্য বিয়ে করেছিলাম। প্রশান্তি তো গিয়েছেই। এখন দিনও চলে যাওয়ার উপক্রম।

স্ত্রীর রোদন

ক. সন্দেহ নামক ঘাতক ব্যাধি

এক মহিলা কষ্ট নিয়ে বলছিল, আমার স্বামী বাসায় ফিরে আমাকে শুধু সন্দেহ করতে থাকে। কার সঙ্গে দেখা করেছো? বাসা থেকে বের হয়েছিলে? বাসায় কি কেউ এসেছিলো?

এসব শুনলে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে। আমার জন্য তার চেহারায় না আছে কোনো হাসি, আর তার মনে না আছে কোনো ভালোবাসা।

তার সঙ্গে সংসার করে আমি কোনো শান্তি পাচ্ছি না।

খ. আপনি 'স্ত্রী' শব্দের মর্ম বুঝেন না

এক নারী তার স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, আপনি কীভাবে কামনা করেন, আমি যেন আপনাকে মন থেকে ভালোবাসি, অথচ আপনি আমাকে ক্রীতদাসীর মতো প্রহার করেন?

সবসময় আপনার হাত চলতেই থাকে। সামান্য থেকে সামান্য ভুলে আপনি ঠাস ঠাস মেরে বসেন। চেহারায় দাগ বসিয়ে দেন। আমি কারও সামনে যেতে পারি না। প্রতিবেশী মহিলারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, চেহারায় এমন দাগ কেনো? আমি তখন বানিয়ে মিথ্যা কথা বলি। কিন্তু চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারি না। মানুষের সামনে তখন আমাকে লজ্জিত হতে হয়।

গ. তুচ্ছতাচ্ছিল্য

জনৈকা নারী দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তার স্বামীকে বলছিল, আপনি আমার দিকে যেভাবে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকান, এটা আমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আমি সহ্য করতে পারি না। আমি কোনো কথা বললে আপনি সেটা নিয়ে উপহাস করেন। আপনি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি পড়েননি?

> 'কারও নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তাচ্ছিল্য করে (তাকে হেয় জ্ঞান করে)।'[১১১]

আল্লাহর রাসুল যদি সাধারণ কোনো মুসলমানকে তাচ্ছিল্য করা নিয়ে এমন কঠিন কথা বলতে পারেন, তাহলে তার সম্পর্কে আপনার কী মত যে আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তানদের মা? এরপরও আপনি চান, আমি যেন আপনাকে ভালোবাসি? একজন নারী হিসেবে না হোক, আপনার স্ত্রী বা সন্তানের মা হিসেবে তো আপনি আমাকে মূল্যায়ন করতে পারেন?

আমার নারী সত্ত্বার কোনো দাম যদি আপনার কাছে নাও থাকে আমার মাতৃসত্তাকে আপনার শ্রদ্ধা করা উচিত।

---

[১১১] সহিহ মুসলিম : ৬৪৩৫।

স্ত্রীকে সময় দেওয়া

অনেক পুরুষ আছে কাজে অকাজে সারাক্ষণ বাসার বাহিরে বাহিরে থাকে। ঘুরে বেড়ায়। আড্ডা দেয়। তারপর রাত করে বাড়ি ফিরে।

আবার অনেকে আছে, বাসায় ফিরে গভীর রাত পর্যন্ত টিভি, মোবাইল, ফেইসবুক, ইন্টারনেট—এসব নিয়ে পড়ে থাকে।

এগুলো দাম্পত্য জীবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পারস্পরিক সম্পর্কের বাঁধনকে শিথীল করে। সংসারে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

আবার অনেক পুরুষ মনে করে, 'পরিবারকে সময় দেওয়ার কী আছে? এই যে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম—এসব কিছু আমি কার জন্য করছি? এগুলো তো আমি আমার পরিবারের জন্যই করছি '

আচ্ছা, একজন পুরুষের কাছে দাম্পত্য জীবনের মানে কি শুধু স্ত্রী-সন্তানদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা? যা যা প্রয়োজন সব এনে দেওয়া?

টাকা-পয়সার প্রয়োজনই কী মানুষের জীবনে সব? থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থার জন্যই কি একজন নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়? আপনজন সবাইকে ছেড়ে একজন অপরিচিত মানুষের পরিবারে চলে আসে? তার বাবার বাসায় কি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না? নাকি কোনো অভাব ছিল?

আবার অনেকে মনে করে, স্ত্রী-সন্তানদের সময় দিলে, তাদের সঙ্গে গল্প করলে নিজের ভারিত্ব কমে যাবে। তাই সে সবসময় একটা গুরুগম্ভীর ভাব বজায় রাখে। সবাই তাকে ভয় করে। ছোট বাচ্চারা তাকে দেখলে কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বড়রাও কাছে আসতে ইতস্তত করে। তাকে কখনো স্ত্রীর সঙ্গে নরম ও কোমল সুরে কথা বলতে দেখা যায় না।

অথচ স্ত্রীদের সঙ্গে নবিজির আচরণ মোটেও এমন ছিলো না। তিনি গোটা মানবজাতির জন্য, বিশ্ব জাহানের জন্য নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। সমগ্র মানবজাতির হেদায়াত ও মুক্তি ছিল তার চিন্তার বিষয়। নবুওয়াত ও রিসালাতের মহা গুরুদায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। তারপরও তিনি পরিবারকে যথেষ্ট সময় দিতেন। স্ত্রীদের সাথে বসে গল্প করতেন। তাদের যাবতীয় হক আদায় করতেন। তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করতেন।

নবি জীবনে এমন দৃষ্টান্ত অসংখ্য। নমুনাস্বরূপ নিম্নে আমরা আবু যুরআর সুদীর্ঘ হাদিসটি তুলে ধরছি। তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কীভাবে সময় দিতেন। কত লম্বা সময় ধরে তাদের সঙ্গে কথা বলতেন। তাদের কথা শুনতেন। আমার আপনার দায়িত্ব ও ব্যস্ততা নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের চেয়ে অধিক না? আমার আপনার সময় নিশ্চয়ই তাঁর সময়ের চেয়ে অধিক দামী না?

একদিন আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বসে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গল্প করছিলেন। গল্পটি হলো—

'তিনি বলেন, এগারো জন মহিলা একস্থানে একত্রিত হয়ে বসল। তারা সকলে মিলে এই কথার উপর একমত হল যে, তারা নিজেদের স্বামীর কোনো তথ্যই গোপন রাখবে না। প্রথমজন বলল, আমার স্বামী হচ্ছে অত্যন্ত হালকা-পাতলা দুর্বল উটের গোশতের ন্যায়, যেন কোনো পাহাড়ের চূড়ায় রাখা হয়েছে এবং সেখানে আরোহন করা সহজ কাজ নয় এবং গোশতের মধ্যে এত চর্বিও নেই, যে কারণে সেখানে উঠার জন্য কেউ কষ্ট স্বীকার করবে। দ্বিতীয় মহিলা বলল, আমি আমার স্বামী সম্পর্কে কিছু বলব না। কারণ, আমি ভয় করছি যে তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষ করা যাবে না। কেননা যদি আমি তার সম্পর্কে বলতে যাই, তাহলে আমাকে তার সকল দুর্বলতা এবং মন্দ দিকগুলো সম্পর্কেও বলতে হবে।.....

এভাবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা প্রত্যেকের স্বামী সম্পর্কে একে একে দশজন মহিলার মন্তব্য তুলে ধরলেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মনে তার কথা শুনে যাচ্ছেন। চেহারায় বিরক্তির কোনো লেশ নেই। নেই কোনো প্রচ্ছন্ন উপেক্ষা যে, আয়েশা আমার সাথে এসব কী গল্প করছে?

একাদশতম মহিলা বলল, আমার স্বামী আবু যুরআ। তার কথা আমি কী বলব। সে আমাকে এত বেশি গহনা দিয়েছে যে আমার কান ভারী হয়ে গিয়েছে। আমার বাজুতে মেদ জমেছে এবং আমি এত সন্তুষ্ট হয়েছি যে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। সে আমাকে এনেছে অত্যন্ত গরিব পরিবার থেকে, যে পরিবার ছিল মাত্র কয়েকটি বকরির মালিক। সে আমাকে অত্যন্ত ধনী পরিবারে নিয়ে আসে। যেখানে ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি এবং উটের হাওদার আওয়াজ এবং শষ্য মাড়াইয়ের খসখসানি শব্দ শোনা যায়। সে আমাকে ধন-সম্পদের মধ্যে রেখেছে। আমি যা কিছু বলতাম সে বিদ্রুপ করত না। আমি নিদ্রা যেতাম এবং সকালে দেরি করে

উঠতাম। যখন আমি পান করতাম অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পান করতাম। আর আবু যারআর কথা কী বলব। তার পাত্র ছিল সর্বদা পরিপূর্ণ। তার ঘর ছিল প্রশস্ত। আবু যারআর পুত্রের কথা কী বলব। সেও খুব ভালো ছিল। তার শয্যা এত সংকীর্ণ ছিল, মনে হত যেন কোষবদ্ধ তরবারি। অর্থাৎ সে অত্যন্ত হালকা পাতলা দেহের অধিকারী। তার খাদ্য হচ্ছে ছাগলের একখানা পা। আর আবু যারআর কন্যা সম্পর্কে বলতে হয় সে কতই না ভালো। সে বাবা-মার একান্ত বাধ্যগত সন্তান। অত্যন্ত সু-সাস্থ্যের অধিকারিণী। যে কারণে সতীনরা তাকে হিংসা করে। আবু যারআর ক্রীতদাসীরও অনেক গুণ ছিল। কোনো গোপন কথা প্রকাশ করত না। সে আমাদের সম্পদকে কমাত এবং আমাদের আবর্জনা দিয়ে ভরে রাখত না। সে মহিলা আরও বলল, একদিন দুধ দোহন করার সময় আবু যারআ বাইরে বেরিয়ে এমন একজন মহিলাকে দেখতে পেল, যার দুটি পুত্র সন্তান রয়েছে। ওরা মায়ের স্তন নিয়ে বাঘের মত খেলা করছিল (দুধ পান করছিল)। সে ঐ মহিলাকে দেখে আকৃষ্ট হল এবং আমাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলল। এরপর এক সম্মানী ব্যক্তির সাথে আমার বিয়ে হল। সে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করত এবং হাতে বর্শা রাখত। সে আমাকে অনেক সম্পদ দিয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের গৃহপালিত জন্তু থেকে এক একজোড়া আমাকে দিয়েছে এবং বলেছে, হে উম্মে যারআ! তুমি এ সম্পদ থেকে খাও, পরিধান কর এবং উপহার দাও। মহিলা আরও বলল, আমার এই স্বামী যা দিয়েছে তা আবু যারআর একটি ক্ষুদ্র পাত্রও পূর্ণ করতে পারবে না।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, (এতক্ষণ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের সাথে শুধু শুনেই যাচ্ছিলেন। সব শুনে) তিনি বললেন, আবু যারআ তার স্ত্রী উম্মে যারআর প্রতি যেরূপ আমিও তোমার প্রতি অনুরূপ। (পার্থক্য এতটুকুই) আবু যারআ তাকে তালাক দিয়েছিল, তবে আমি তোমাকে তালাক দেব না এবং তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করব।'[১১২]

আহা! নবিজির কী মধুর ভালোবাসামাখা উত্তর! বিরক্তি তো দূরের কথা। এমন উত্তরে জগতের কোনো স্ত্রীর কলিজা শীতল না হয়ে কি পারে!

---

[১১২] সহিহ বুখারি : ৪৮১০।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিস থেকে অর্জিত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

> 'এই হাদিসের মাঝে পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ, আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার এবং তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করার শিক্ষা রয়েছে। তবে আলোচনার বিষয়বস্তু যেন কখনোই বৈধতার গণ্ডি পেরিয়ে নিষিদ্ধ সীমানায় চলে না যায়।'

নিষিদ্ধ সীমানা বলতে উনি বুঝিয়েছেন, যেমন—স্ত্রীর সঙ্গে বসে কারও গীবত করা। পরচর্চা করা। নাটক, সিনেমা, গান, সিরিয়াল, খেলা ইত্যাদি নাজায়েজ বিষয় নিয়ে কথা বলা। কেননা এসব আলোচনা মানুষের গোনাহর বোঝাকে ভারী করে এবং মানুষকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল রাখে।

অনেক দীনদার লোক আছেন, যারা স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বসেন না। তাদের সঙ্গে গল্প করেন না। বাসায় এসে তাদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেশেন না। মন খুলে কথা বলেন না। তারা মনে করেন, এতে স্ত্রী-সন্তান ও ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের প্রতি মহব্বত বেড়ে যায় এবং এগুলো মানুষকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল করে দেয়। তাদের ধারণানুযায়ী আল্লাহর রাসুলের সুন্নত ও সাহাবায়ে কেরামের আমলও এমন ছিল। তারা নবিজির সুন্নতেরই অনুসরণ করছেন।

এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল এমন ছিল না।

নিম্নোক্ত হাদিসটি পড়ুন।

হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> 'একবার আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সঙ্গে দেখা করলেন এবং আমাকে বললেন, হে হানযালা! তুমি কেমন আছো? আমি বললাম, হানযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। সে সময় তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ তুমি কী বলছ? হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি বললাম, আমরা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকি। তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা শোনান, মনে হয় যেন উভয়টি আমরা চাক্ষুস দেখছি। তারপর আমরা যখন রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আপন স্ত্রী-সন্তান এবং ধন-সম্পদের কাছে যাই তখন আমরা এর অনেক বিষয় ভুলে যাই। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! আমারও তো একই অবস্থা। নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ

করব। তারপর আমি এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রওনা করলাম। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা কী? আমি বললাম। আমরা আপনার কাছে থাকি। আপনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নামের কথা মনে করিয়ে দেন। যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখতে পাই। তারপর আমরা যখন আপনার নিকট হতে বের হই এবং স্ত্রী-সন্তানদের কাছে যাই সে সময় আমরা এর অনেক বিষয় ভুলে যাই। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, আমি তার কসম করে বলছি, আমার কাছে থাকাকালে তোমাদের যে অবস্থা হয়, যদি তোমরা সবসময় এ অবস্থায় অনড় থাকতে এবং সার্বক্ষণিক আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতে তাহলে অবশ্যই ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানযালা! এক ঘন্টা (আল্লাহর যিকিরে) আর এক ঘন্টা (দুনিয়াবি কাজে ব্যয় করবে) অর্থাৎ আস্তে আস্তে (চেষ্টা করো)। এ কথাটি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন।'[১১৩]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

'আমরা রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা ও হাসি তামাশা করা থেকে দূরে থাকতাম এই ভয়ে যে, এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে কোনো ওহি অবতীর্ণ হয়ে যায় নাকি। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমরা তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথাবার্তা বলতাম ও হাসি-তামাশা করতাম।'[১১৪]

[১১৩] সহিহ মুসলিম : ৬৭১৩।
[১১৪] সহিহ বুখারি : ৪৮০৮।

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা

স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করা, তার অভিযোগ ও সমস্যার কথাগুলো শোনা। এতে তার প্রতি আপনার গুরুত্ব ও ভালোবাসার বিষয়টি প্রকাশ পাবে। কোনো বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজন না থাকলেও আপনি তার সঙ্গে পরামর্শ করুন। তার মতামত জানুন। গুরুত্বের সঙ্গে তার কথা গ্রহণ করুন। ইনশাল্লাহ ভালো কিছু পেলেও পেতে পারেন। কারণ অনেক সময় স্ত্রী আপনাকে এমন পরামর্শ দিবে, সত্যিকার অর্থেই যা আপনার উপকার করবে।

স্ত্রীগণ যে অনেক সময় আসলেই ভালো পরামর্শ দিয়ে থাকেন, এমন দৃষ্টান্ত রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অনেক। তিনি নবি হয়ে, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে ওহিপ্রাপ্ত হয়েও আপন স্ত্রীদের সাথে পরামর্শ করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।

যেমন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আম্মাজান উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনা। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাগণকে উমরার জন্য আনা পশু কুরবানি করে ফেলার এবং মাথার চুল ফেলে দেওয়ার আদেশ করলেন। কিন্তু তারা তা করলেন না। মক্কায় প্রবেশ করে উমরা না করে ফিরে যেতে তাদের মন মানছিল না। তাই তারা পশু কুরবানি করতে চাচ্ছিলেন না।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে কিছুটা মনঃক্ষুন্ন হলেন। বিষন্ন ও চিন্তিত মুখে তিনি আম্মাজান উম্মে সালামার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। কী করবেন ভাবছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আদেশ পালন না করলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব চলে আসতে পারে। তবে তাদের আবেগের কারণে তিনি তাদের কিছু বলতেও পারছেন না। উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিষয়টা বললেন। তিনি তখন এমন সময়োপযোগী একটি পরামর্শ দিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে এত বড় সমস্যা খুব সহজে সমাধান হয়ে গেল।

তিনি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনি নিজে গিয়ে সবার আগে মাথার চুল ফেলে দিন এবং কুরবানি করে নিন।'

তিনি গিয়ে মাথার চুল ফেলে কুরবানি করে নিলেন। সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম সকলে উঠে গিয়ে মাথার চুল ফেলে কুরবানি করতে শুরু করল।

আরেকটি ঘটনা শুনুন। হেরা গুহার অভ্যন্তরে সর্বপ্রথম নবিজি যখন ওহি লাভ করলেন, তখন তিনি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘরে ফিরে তিনি খাদিজা

রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে ঘনিষ্ট হয়ে বসলেন। তারপর তাকে সব খুলে বললেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে সান্ত্বনা দিলেন। অভয় বাণী শুনিয়ে বললেন,

> 'এ ঘটনাকে আপনি পরম শুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করুন এবং অবিচল থাকুন। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি এ যুগের মানবজাতির জন্য নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'[১১৫]

দেখুন ওহির মতো জগতের সবচেয়ে মহান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম নিজ স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এমনটি মনে করেননি, একজন নারী আর কী পরামর্শ দিবে?!

আমরা তো কোনো বিষয়ে পরামর্শের ক্ষেত্রে স্ত্রীদের গুরুত্ব দিতে চাই না। তাদের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজনবোধ করিনা। ভালো পরামর্শ দিলেও অনেক সময় গ্রাহ্য করি না। এভাবে আমরা অনেক বরকত থেকে বঞ্চিত হই।

স্বামী যখন স্ত্রীকে গুরুত্ব প্রদান করে তখন স্ত্রী এভাবেই তার জীবনে ভূমিকা রাখে। আল্লাহ তায়ালা তাকে তার জন্য রহমত ও প্রশান্তির কারণ বানিয়ে দেন।

স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন। তাকে নিয়ে বসুন। পারস্পরিক কথাবার্তা, আলোচনা ও পরামর্শের দ্বারা দাম্পত্য জীবনের বন্ধন দৃঢ় হয়। ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হয়। একে অপরকে বোঝা সহজ হয়। পরস্পরের রুচিবোধ ও চিন্তাভাবনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ হয়।

একদিন এক লোক আমার কাছে এসে বলল, আমাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর হলো। বিভিন্ন কাজের হুকুম দেওয়া ছাড়া সারাদিন তার সঙ্গে আমার কোনো কথা হয় না। আমি কথা বলার মতো কোনো বিষয় খুঁজে পাই না।

বিষয় খুঁজে না পাওয়ার কিছু নেই। কথা বলার মতো অনেক বিষয় আছে। যেমন, আপনি আপনার স্ত্রীর সৌন্দর্য ও রূপের প্রশংসা করুন। তার রান্না-বান্না ও সাংসারিক অন্যান্য গুণের তারিফ করুন। সন্তানদের সাথে সারা বিশ্বে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা ও তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বলুন। নবি-রাসুল ও সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করুন। দুজন মিলে বসে তালিম করুন। একে অপরকে হাদিস পড়ে শোনান। সন্তানদের দ্বীনি ও শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে কথা বলুন।

---

[১১৫] সিরাতে ইবনে হিশাম।

পারস্পরিক বোঝাপড়া

দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়। হৃদ্যতাপূর্ণ সহাবস্থান তৈরি হয়। পারিবারিক মিলবন্ধন সুদৃঢ় হয়। অনেক কঠিন সমস্যাও তখন সহজে সমাধান করা যায়। অপরদিকে পারস্পরিক বোঝাপড়া না থাকলে সংসারে অনেক অশান্তি ও ফিতনার সৃষ্টি হয়। পারিবারিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়। ক্রমাগত দূরত্ব বাড়তে থাকে। অনৈক্য দেখা দিতে থাকে। একে অন্যের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং সবশেষে তা আমাদের জন্য এক অশুভ পরিণতি ডেকে আনে।

সেজন্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয়ে আমাদের সকলের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। আমরা আমাদের চারপাশে একটু দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাই, পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো না থাকায় কত পরিবার ভেঙে গেছে। পাপের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

যেহেতু মানুষ দেহসর্বস্ব নয়, তার মাঝে আবেগ, অনুভূতি, মন, মনন ও আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাই আমাদের সর্বপ্রথম যেটা করতে হবে, সঙ্গীর এসব বিষয় বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তার রুচি ও অভিপ্রায় জানতে হবে এবং সেগুলোকে মূল্যায়ণ করতে হবে। তাকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট দিতে হবে। তার সব বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

বিয়ের প্রথম দিকে এই সমস্যাগুলো হয় না। কারণ, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে একে অপরকে আকর্ষণ করার। তার মন জয় করার। স্যাক্রিফাইস করার। একটু অতিরিক্ত ভালো সেজে থাকার। দুজনের মাঝে তখন স্বভাব ও আচরণগত ভিন্নতা থাকলেও তারা সেটা প্রকাশের চেষ্টা করে না। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার চাদর দিয়ে সেসব ঢেকে রাখে।

সমস্যাটা হয় বিয়ের এক দু'বছর যাওয়ার পর। তখন উভয়ের আসল রূপটা প্রকাশ পায়।

স্বামী-স্ত্রী বুঝতে পারে তাদের দুজনের মাঝে যতটা না মিল তার চেয়ে অনেক অমিল।

এতদিন তাদের মাঝে সবকিছু ঠিকভাবে চললেও এখন আর চলছেনা। সংসার নামক গাড়িটা একটু পরপর কোথায় যেন আটকে যাচ্ছে। কিসের সাথে যেন ধাক্কা

খাচ্ছে। সংসারটাকে দিন দিন কেমন যেন কঠিন মনে হচ্ছে। রসকসহীন। তিক্ত। বিস্বাদ। একঘেঁয়ে।

এখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রায়ই তাদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কথা কাটাকাটি হয়।

অবশ্য মতবিরোধের এ বিষয়টি একেবারে নেতিবাচক নয়। এর অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে। স্বভাব ও রুচিবোধের এই যে ভিন্নতা ও বৈচিত্র, এটি মানুষের প্রকৃতিগত বিষয়। এই বৈচিত্রগুণের বলেই মানুষ একে অপরকে আকর্ষণ করে থাকে। এর মাধ্যমে দাম্পত্যজীবনে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। একে অপরকে ভালোভাবে জানার ও বোঝার প্রয়োজন অনুভূত হয়। উভয়ে তখন নিজেকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার চেষ্টা করে। নানা বৈচিত্র ও ভিন্নতার মাঝে তারা ঐক্যের সুর খুঁজে ফিরে।

এতদিন যা ছিল কৃত্রিম এখন তা বাস্তব রূপ লাভ করে।

পারস্পরিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। স্বামী-স্ত্রী সেসব সফলভাবে মোকাবেলা করে দাম্পত্য জীবনকে আরও মজবুত ও সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়।

কিন্তু আসল সমস্যাটা দেখা দেয় যখন আমরা একে অপরের উপর নিজেদের অভিপ্রায় ও অভিরুচি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। সঙ্গিকে নিজের ভাবশিষ্য বানানোর চেষ্টা করি এবং এভাবে আমরা দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা করি।

কারণ, এমতাবস্থায় পারস্পরিক মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলো চরম আকার ধারণ করে।

দুজনের মাঝে সত্তাগত এবং স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য ও বৈচিত্রগুলো যদি আমরা সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করতে পারি এবং সেগুলোকে যথাসম্মান ও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারি, তাহলেই দাম্পত্য জীবনের সমস্যাগুলো অনেকাংশে আমরা কমিয়ে ফেলতে পারি। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে একজন নারী একজন পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন দৈহিক গঠনের দিক থেকে, তেমনি রুচিবোধ, অভ্যাস, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মন-মানসিকতার দিক থেকে।

স্ত্রীর সঙ্গে কঠোর আচরণ না করা

যেহেতু নারীদের অনেক নাযুক তবিয়ত দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই তার উপর অধিক চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে, তার সঙ্গে কঠোর আচরণ করতে থাকলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো। কারণ, তাদের পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড্ডিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাঁকা হল উপরেরটি। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় রেখে দিলে বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।'[১১৬]

সুতরাং যেটা অসম্ভব সেটা করতে যেও না। অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণরূপে সোজা করতে যাওয়া। তুমি বরং তোমার স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করো। তার স্বভাব-প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করো এবং তার সঙ্গে নরম ও কোমল আচরণ করো।

ইমাম বাইযাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হাদিসে ব্যবহৃত اسْتَوْصُوا। শব্দের অর্থ হলো, আমি তোমাদের তাদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার আদেশ করছি। সুতরাং তোমরা আমার আদেশ পালন করো এবং তাদের কল্যাণ কামনা করো।

হাদিসে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শরয়িভাবে বৈধ এমন বিষয়ে নারীকে তার স্বভাবগত বক্রতার উপর ছেড়ে দেওয়া। সে যেভাবে আছে সেভাবেই তার সঙ্গে থাকা। তাকে সোজা করার চেষ্টা না করা। মনে রাখতে হবে, বক্রতাও এক প্রকার সৌন্দর্য। চোখের ভ্রুটা বক্র না হয়ে যদি সোজা হত, তাহলে তা দেখতে লাগতো না।

তবে সে যদি স্বভাবগত বক্রতার কারণে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়, আল্লাহর নাফরমানি করে, ওয়াজিব কোনো আমল ছেড়ে দেয়, তখন আর তাকে ছাড় দেওয়া যাবে না।

---

[১১৬] সহিহ বুখারি : ৩৩৩১, ৫১১৬।

অনুরূপভাবে হাদিসে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নারীকে ক্ষমার মাধ্যমে শাসন করতে হবে। নম্রভাবে তাকে পরিচালিত করতে হবে। তার অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহারে ধৈর্যধারণ করতে হবে। বিচক্ষণতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

অপর একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'কোনো মুমিন পুরুষ কোনো মুমিন নারীর প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করবে না। তার কোনো স্বভাব-চরিত্র অপছন্দ হলে অন্য কোনো স্বভাব-চরিত্র তার অবশ্যই পছন্দ হবে।'[১১৭]

অর্থাৎ সে তার কোনো কিছু এমনভাবে ঘৃণা করবে না, যার কারণে তার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তোমরা আমার পক্ষ হতে নারীদের প্রতি সদাচরণের উপদেশ গ্রহণ করো। কেননা তারা তো তোমাদের কাছে আটকে আছে।'[১১৮]

এটা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্বে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ। কত চমৎকার উপমা দেখুন। 'নারীরা তোমাদের নিকট আটকে আছে।' কারণ, তারা পুরুষের নিকট বন্দির ন্যায়। ভগ্ন হৃদয়, ডানা ভাঙ্গা পাখির ন্যায়। তাই পুরুষের উচিত তার ভগ্ন হৃদয়কে জোড়া লাগানো। তার প্রতি সদাচরণ করা। তাকে সম্মান করা। তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা। সে কোনো ভুল করে ফেললে ক্ষমা করা। এটি অনেক বড় একটি শিষ্টাচার। সুমহান আখলাকের পরিচায়ক। বিশেষ করে স্ত্রীর রাগের সময়।

অনুরূপভাবে এই হাদিস থেকে আমরা আরেকটি নির্দেশনা লাভ করি, আর তা হচ্ছে, স্ত্রী তার স্বামীর কাছে থাকতে বাধ্য। তার অনুমতি ছাড়া সে কোথাও যাবে না ও কোথাও থাকবে না। স্বামীর গৃহকেই নিজ গৃহ মনে করবে। এটাকেই সে আপন ভুবন বানিয়ে নিবে।

এবার এই হাদিসটি শুনুন। আমি একটু পর পর হাদিস উল্লেখ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুলের আদর্শের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চাচ্ছি। কারণ তিনিই আমাদের জন্য আদর্শের বাতি, আলোকবর্তিকা।

---

[১১৭] সহিহ মুসলিম : ১৪৬৯।
[১১৮] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫১।

তাই আমাদের তার আদর্শ অধ্যয়ন করা ও তা গ্রহণ করা উচিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।'[১১৯]

নাসাঈ শরিফে 'স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ' অধ্যায়ে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে,

> 'আম্মাজান সাফিয়্যা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলেন, সেদিন তার পালা ছিল। কাফেলা থেকে পিছনে পড়ে যাওয়ার কারণে তার আসতে বিলম্ব হল। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করলেন। তিনি তখন কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, আপনি আমাকে একটি ধীরগামী উটে চড়িয়েছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু হাত দিয়ে তার অশ্রু মুছে দিলেন এবং তাকে শান্ত করলেন।'

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর রাসুল নিজ হাতে তার চোখ মুছে দিচ্ছেন এবং তাকে শান্ত করছেন। কিন্তু তারপরও তিনি যখন কেঁদে চললেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করে তাকে ত্যাগ করলেন। সাফিয়্যা তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গিয়ে বললেন, আমার ভাগের আজকের দিনটি তোমাকে দিয়ে দিলাম। দেখ তুমি তাকে সন্তুষ্ট করতে পারো কি না। তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কী করলেন?

হে নারী! তুমি একটু মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করো। এই হাদিসটি সামনে ইনশাআল্লাহ আসবে। কিন্তু আমি বলছি, এখানে তুমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বুদ্ধিমত্তার প্রতি লক্ষ করো। কীভাবে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন ভালো করলেন।

তিনি কী করলেন, তার ওড়নাটিতে গোলাব ও জাফরানের পানি ছিটালেন, যাতে সুঘ্রাণ আসে। তারপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিয়রের কাছে এসে বসলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? আজকে তুমি আমার কাছে? তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন সাফিয়্যা তার ভাগের দিনটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে দিয়েছেন। তিনি তখন সাফিয়্যার প্রতি খুশি হয়ে গেলেন।

---

[১১৯] সুরা হুজুরাত : ২১।

স্ত্রীর প্রতি নবিজির ভালোবাসা

দু'ভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করা যায়। কথার মাধ্যমে। কাজের মাধ্যমে। কথার মাধ্যমে—যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে যারআর দীর্ঘ হাদিসে[১২০] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য উম্মে যারআর জন্য তার স্বামী আবু যারআর মতো। (অর্থাৎ সে তার স্ত্রীকে যেমন ভালোবাসত ও মহব্বত করত। আমিও তোমাকে তেমন ভালোবাসি ও মহব্বত করি।) তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছিলেন, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক, অবশ্যই আপনি আমার জন্য উম্মে যারআর জন্য আবু যারআর চেয়ে উত্তম।

সুবহানাল্লাহ! যেমন মহান স্বামী, তেমনি মহান স্ত্রী। আম্মাজান আয়েশার কী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা! রাদিয়াল্লাহু আনহা।

আর স্ত্রীর প্রতি কাজের মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশের উদাহরণ তো আল্লাহর রাসুলের জীবনে অসংখ্য। যে মানতে চায়, যে অনুসরণ করতে চায় তার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত, আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> 'আমি পানীয় দ্রব্য পান করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। তিনি আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করেছি সেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতেন। অথচ আমি তখন ঋতুমতি ছিলাম। আমি হাঁড় থেকে গোশত কামড়ে নিতাম। তারপর হাঁড়টি তাকে দিতাম। তিনি আমি যেখানে মুখ রাখতাম সেখানে মুখ রাখতেন। অথচ আমি তখন ঋতুমতী ছিলাম।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করা ও খাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যেখানে মুখ রেখেছিলেন তিনিও সেখানে মুখ রেখেছিলেন। অথচ তখন আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ঋতুমতী ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি দৈহিক উত্তেজনাবশত করেননি। বরং মহব্বত ও ভালোবাসা প্রকাশার্থে করেছিলেন। কারণ আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে তখন মিলিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি ঋতুমতী ছিলেন।

অপর একটি হাদিসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অথচ আমি তখন হায়েজ অবস্থায় ছিলাম।'[১২১]

---

[১২০] 'স্ত্রীকে সময় দেওয়া' শিরোনামে হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এখানে পুনরুল্লেখ করা হলো না।

[১২১] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৫২৩।

স্ত্রীর প্রতি খলিফা মাহদির ভালোবাসা

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সুন্দর একটি চিত্র আমরা খলিফা মাহদির জীবনে দেখতে পাই। আল্লামা ইবনে কাসির তার বিখ্যাত *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ* গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

খলিফা মাহদির জীবদ্দশায় একবার তার স্ত্রী খায়যুরান হজ্জে গমন করেন। তিনি যখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন, তখন মাহদি তার ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করেন এবং তাঁর প্রতি ভালাবাসা প্রকাশে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন,

'আমি খুব সুখে আছি। তবে তুমি ছাড়া কোনো সুখই যে পূর্ণতা পায় না।

প্রিয়তমা! তুমি ছাড়া আমার সুখে থাকাটা যে অনুচিত। যেখানে তুমি নেই, অথচ আমি আছি।

তুমি দ্রুত ফিরে এসো। যদি পারো, বাতাসের সঙ্গে উড়ে এসো।'

একটু কল্পনা করুন, কোনো স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি এভাবে মন খুলে ভালোবাসা প্রকাশ করে, তাহলে স্ত্রী কি নিজেকে ধরে রাখতে পারে? তার শিরায় শিরায় প্রেমের কী আশ্চর্য ঢেউ উঠে? আবেগের তরঙ্গ তাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়?

খলিফা মাহদির স্ত্রী খাইযুরানের শিরাতেও প্রেমের এমন ঢেউ উঠেছিল। তাই চিঠিটি পড়ামাত্র সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখতে বসে গেল,

'তোমার যে প্রেমজ্বালার কথা তুমি তুলে ধরেছো, তা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু আমি তো উড়তে পারছি না প্রিয়তম। নচেৎ আমি উড়ে যেতাম।

হায়! আমি তোমার জন্য যা লুকিয়ে রেখেছি আমার অন্তরায়, যদি বাতাস তা পৌঁছে দিত তোমার হৃদয় সীমানায়।'

আমি তো দস্তরখানে রাখা সুসজ্জিত খাবারের ন্যায় প্রস্তুত হয়ে আছি। তুমি যদি আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে স্মরণ করে সুখ পাও, তাহলে সে সুখই হবে স্থায়ী সুখ।'

সুবহানাল্লাহ! স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি ভালোবাসার কী অনুপম বহিঃপ্রকাশ!

একে অপরকে আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করা

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আল্লাহর আনুগত্য ও তার ইবাদতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য করা। উদ্বুদ্ধ করা। আমরা সকলেই জানি যে, মানব জীবনের মুক্তি ও সফলতা একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে নিহিত। আমাদের সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য তো তার ইবাদত করা। তাঁর হক আদায়ের চেষ্টা করা। তিনি আমাদের যেসব নেয়ামত দান করেছেন, তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করা। আল্লাহর ইবাদতবিহীন একটি মুসলিম পরিবার কখনোই সফল ও কামিয়াব হতে পারে না। প্রকৃত মুসলিম পরিবার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, পরস্পরকে বিভিন্ন ফরজ, ওয়াজিব ও নফল আমলসমূহ আদায়ে সাহায্য করা। এতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। দাম্পত্য জীবনে সজীবতা আসে। রহমত ও বরকত নাযিল হয়।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে আল্লাহর আনুগত্যে সাহায্য করছে, তার হুকুম পালনে উদ্বুদ্ধ করছে, এমন দৃশ্য সত্যিই প্রশান্তি ও তৃপ্তিদায়ক। কত মধুর সে দৃশ্য! কত পবিত্র সে দাম্পত্য!

নবি জীবন থেকে এবার একটি উদাহরণ উপস্থাপন করা যাক, আম্মাজান জুওয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত,

> 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ভোরবেলা ফজরের নামাজ আদায় করে তাঁর নিকট থেকে বের হলেন। সে সময় তিনি নামাজের স্থানে বসা ছিলেন। এরপর তিনি চাশতের পরে ফিরে আসলেন। তখনও তিনি নামাজের স্থানে বসা ছিলেন। নবিজি বললেন, যে অবস্থায় তোমাকে দেখে গিয়েছিলাম, তুমি দেখি সেই অবস্থায় আছ। তিনি বললেন, হাঁ। তখন নবিজি বললেন, আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর চারটি কালিমা তিনবার পড়েছি। আজকে তুমি এ পর্যন্ত যা কিছু পড়েছো, এর সঙ্গে এই চারটি কালিমা ওজন করা হলে, কালিমা চারটিই ভারী হবে।'

কালিমাটি হলো,

> 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, আদাদা খালকিহী ওয়া রিযা নাফসিহি, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহ।'

> অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসার সঙ্গে তার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার মাখলুকের সংখ্যার পরিমাণ, তার সন্তুষ্টির সমপরিমাণ, তার আরশের ওযন পরিমাণ ও তার কালিমাসমূহের সংখ্যার পরিমাণ।[১২২]

হাদিসটি লক্ষ করুন। স্ত্রীকে দীনি তালিম প্রদানের ক্ষেত্রে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটা আগ্রহী ছিলেন।

প্রিয় পাঠক! আপনার কাছে আমার একটি চাওয়া থাকবে—আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য হলেও বসবেন, বসে তাকে দীন শেখাবেন, বিভিন্ন যিকির-আযকার, দুআ-দুরুদ শেখাবেন। আমলের ফাযায়েল সম্বলিত গ্রন্থ থেকে তালিম করবেন। তাকে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আপনার নিজের জানা থাকলে উত্তর দিবেন। জানা না থাকলে উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে জেনে তাকে জানাবেন। তাকে ফরজ, ওয়াজিব আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য নফল আমলসমূহ আদায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। সেগুলোর ফযিলত বর্ণনা করবেন।

বুখারি শরিফে **বিতর অধ্যায়ে** একটি পরিচ্ছেদ আছে এই শিরোনামে 'বিতরের জন্য নবিজি কর্তৃক তার স্ত্রীগণকে জাগিয়ে দেওয়া'।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করতেন। আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। বিতর পড়ার সময় তিনি আমাকে জাগিয়ে দিতেন। তখন আমিও বিতর পড়তাম।'[১২৩]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে তুলে। সে যদি উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা সেই নারীর প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে নামাজ পড়ে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়। সে যদি উঠতে না চায়, তাহলে মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।'[১২৪]

---

[১২২] সহিহ মুসলিম : ৬৮০৬।
[১২৩] সহিহ বুখারি : ৫১২।
[১২৪] সুনানে আবু দাউদ : ১৩০৮।

এই হাদিস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, উভয়েরই দায়িত্ব। স্ত্রী কোনো আমলের কথা ভুলে গেলে স্বামী তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর স্বামী ভুলে গেলে স্ত্রী তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আমলটি করতে সহযোগিতা করবে। প্রত্যেকেরই দায়িত্ব অপরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। সহযোগিতা করা।

আবু সাঈদ খুদরি এবং আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে উঠে তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়। তারপর তারা উভয়ে মিলে একসঙ্গে দু'রাকাত নামাজ পড়ে। তখন তাদের নাম অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার জিকিরকারী ও জিকিরকারিণীদের খাতায় লেখা হয়।'[১২৫]

ঘরে নফল নামাজ আদায়ের বিশেষ ফযিলত রয়েছে। এতে ঘরে নূর আসে। হেদায়াতের নূর। ঈমানের নূর। রহমত ও বরকত নাযিল হয়। এ বিষয়ে আমরা অনেক উদাসীন। নামাজের প্রতি যাদের অধিক আগ্রহ থাকে, নামাজকে ভালোবাসে, তারাও অনেকে নফল আদায় করলে মসজিদে করে। অথচ সুন্নত হলো সুন্নত, নফল ও ওযিফা ইত্যাদি ঘরে বসে আদায় করা।

এ কারণে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'ফরজ নামাজের পর সর্বোত্তম নামাজ হচ্ছে ঘরে আদায়কৃত নামাজ।'[১২৬]

কারণ? এতে পরিবারের অন্যান্যরা নামাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। ছোট ছোট বাচ্চাদের উপর এর প্রভাব পড়ে। তারা নামাজের শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠে।

রমজান মাসে স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে বসে ইফতার, এ দৃশ্য দেখতে যেমন বড় সুন্দর লাগে, তেমনি তাদের একসঙ্গে নামাজ আদায়, কুরআন তেলাওয়াত করা, গরিব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেওয়া—এ দৃশ্যগুলোও বড় সুন্দর। কোমল। মনোরম। চিত্তস্পর্শী।

---

[১২৫] সুনানে আবু দাউদ : ১৩০৯, ১৪৫১।

[১২৬] সহিহ বুখারি : ৭৩১।

আমরা যদি এর উপর আমল করতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমাদের দাম্পত্য জীবন আরও মধুর, সজীব ও প্রাণবন্ত হবে। আমাদের ঘরগুলো হবে একেকটি মিনি জান্নাত।

যারা আমল করেন, তারা অবশ্যই জানেন, এর কী অপার্থিব স্বাদ ও তৃপ্তি !

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'মুমিন নারী-কিংবা পুরুষ যে-ই নেক আমল করবে, অবশ্যই আমি তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং তারা যে আমল করবে, তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান তাদের দান করব।'[১২৭]

[১২৭] সুরা নাহল : ৯৭।

ঘরোয়া কাজে স্ত্রীকে সহায়তা করা

একজন পুরুষের উচিত স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা। বিভিন্ন কাজে তাকে সহায়তা করা। তার প্রয়োজনগুলো পূরণ করে দেওয়া। ঘরের কাজে তাকে সহযোগিতা করা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও স্ত্রীদের ঘরের কাজে হেল্প করতেন। নিজেই নিজের জুতা পরিষ্কার করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন। ঘর ঝাড়ু দিতেন। কিন্তু যখন মুআযযিন আযান দিত। তখন যেন তিনি পরিবারের কাউকে চিনতেন না। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন,

> 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে থেকে ঘরে এসে ঘরের লোকদের সেবা ও সহযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। নামাজের সময় হলে মসজিদে চলে যেতেন।'[১২৮]

আমাদের একনজর নারীসত্তার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সংসারে পুরুষের মতো তারও বিশ্রাম ও আরামের প্রয়োজন আছে। তাই পুরুষের উচিত স্ত্রীকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা। বাসায় যখন থাকবে তখন একের পর এক কাজের ফরমায়েশ না করে নিজেও কিছু কাজ করে দেওয়া কিংবা নিজের কাজ নিজে করে নেওয়া। সবকিছু তার জন্য রেখে না দেওয়া।

---

[১২৮] সহিহ বুখারি : ৬৭৬।

স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতি, মন-মানসিকতা এবং পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ রাখা

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে আমাকে বলেন,

> 'আমি তোমার রাগ ও সন্তুষ্টি বুঝে নিতে পারি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে তা বুঝতে পারেন? তিনি বললেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন কসম খেলে বল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আল্লাহর কসম। আর রাগের সময় বল, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আল্লাহর কসম।' আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি শুধু আপনার নামটি বর্জন করি।'[১২৯]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বভাব-প্রকৃতি ও মেজাজের প্রতি কত সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন! কত গভীরভাবে তিনি তাকে বোঝার চেষ্টা করতেন। হাদিসটিতে দেখুন, তিনি তার কত সামান্য বিষয়ের প্রতি খেয়াল করেছেন।

সঙ্গীর স্বভাব-প্রকৃতি, মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও রুচির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখার দ্বারা পারস্পরিক বোঝাপড়া তৈরি হয়। দাম্পত্য জীবনের অনেক সমস্যা তখন এড়িয়ে চলা যায়। এর মাধ্যমে স্বামী বুঝতে পারে, তার কোন কাজটি তার স্ত্রীর অপছন্দের। আর কোন কাজটি পছন্দের। এমনিভাবে স্ত্রীও বুঝতে পারে, তার স্বামী কী কী কারণে অসন্তুষ্ট হয়। রাগ করে। সে কখন কী চায়?

নারীর আবেগ-অনুভূতি, মন-মানসিকতা এবং পছন্দ-অপছন্দের প্রতি লক্ষ রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ স্বামী সবসময় স্ত্রীর এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখে। তার ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করে। তাকে অধিক ভর্ৎসনা করা থেকে বিরত থাকে। তবে আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোনো কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকড়াও করে। তাকে তা থেকে নিবৃত রাখে।

---

[১২৯] সহিহ বুখারি : ৫২২৮।

গালি-গালাজ ও প্রহার না করা

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মাঝে মমতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিশ্চয় তাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।'[১৩০]

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে পুরুষদেরকে স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম আচরণের আদেশ করে বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'তোমরা তাদের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে জীবন-যাপন করবে।'[১৩১]

একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোক সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, তারা স্ত্রীদের প্রহার করে। তখন তিনি বললেন,

'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।'[১৩২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী সেই ব্যক্তি, মানুষের মধ্যে যার আখলাক সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে যে তার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম।'[১৩৩]

---

[১৩০] সুরা রূম : ২১।
[১৩১] সুরা নিসা : ১৯।
[১৩২] সুনানে তিরমিযি : ৩৮৯৫, ইবনে মাজাহ : ১৯৭৭।
[১৩৩] সুনানে আবু দাউদ : ১১৬২।

যদি কখনো প্রহার করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে অবশ্যই শরিয়তের নির্দেশনা মেনে করতে হবে। ইসলামি শরিয়ত প্রথমেই তাকে প্রহার করতে নিষেধ করেছে। প্রথমে তার বিছানা আলাদা করতে বলেছে। এতেও কাজ না হলে প্রহার করতে। তবে মারাত্মক প্রহার নয়। শাসনের কাজ যতটুকুতে হয়ে যায়, ব্যস ততটুকুই। রাগের বশবর্তি হয়ে বেদম প্রহার কখনোই করা যাবে না।

এক্ষেত্রে হাদিসের নির্দেশনা হলো,

> 'তারা যদি সুস্পষ্ট চরিত্রহীনতায় লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের বিছানাকে আলাদা করে দাও এবং সামান্য প্রহার করো। মারাত্মক নয়।'[১৩৪]

কাযি শুরাইহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

> 'আমি কিছু লোককে দেখি, তারা স্ত্রীদের প্রহার করে। কিন্তু আমি যখন আমার স্ত্রী যয়নবকে প্রহার করতে যাই তখন আমার হাত অবশ হয়ে যায়। যয়নব হচ্ছে সূর্য। আর অন্যান্য নারীরা তারকা। সূর্য যখন উদিত হয়, তখন তারকার কোনো অস্তিত্ব থাকে না।'

[১৩৪] সুনানে তিরমিযি।

স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে কৃপণতা না করা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস করো। তাদের সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিও না।'[১৩৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছো। আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। হাদিসের শেষাংশে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের ভরণপোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর তাদের হক।'[১৩৬]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

'কেউ পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার পোষ্যদের রিজিক নষ্ট করে।'[১৩৭]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

'তুমি (তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য) যা কিছুই খরচ করবে, তার প্রতিদান অবশ্যই তোমাকে দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যেই লোকমা তুলে দাও (তারও প্রতিদান তোমাকে দেওয়া হবে)।'[১৩৮]

---

[১৩৫] সুরা তালাক : ৬।
[১৩৬] সহিহ মুসলিম : ২৮৪০।
[১৩৭] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।
[১৩৮] সহিহ বুখারি : ৩৯৩৬, ৪৪০৯।

পরিবারের পিছনে খরচ করা যদিও স্বামীর দায়িত্ব। কিন্তু এই হাদিস এবং আরও অন্যান্য সহিহ হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, তা প্রতিদানপূর্ণ সদকাও। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

> 'কোনো লোক যদি সওয়াবের প্রত্যাশায় তার পরিবারের পিছনে খরচ করে, তাহলে তা তার জন্য সদকাস্বরূপ।'[১৩৯]

সুতরাং বৈধ প্রয়োজনগুলো পূরণের ক্ষেত্রে কৃপণতা না করাই কাম্য। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ বৈধ কোনো কিছু চাইলে তিনি তা প্রদান করতেন।

একটি হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'সর্বোত্তম দিনার হচ্ছে, পুরুষ তার পরিবারের পেছনে যেটি ব্যয় করে।'[১৪০]

ইবনু আবিদ দুনিয়া *কিতাবুল ইয়াল* নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, ইবনে আয়েশা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে, আইয়ুব আলাইহিস সালাম তার শাগরেদদের বলতেন, তোমরা তোমাদের সন্তান ও স্ত্রীদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। তাদের এমন অভাবের হাতে ছেড়ে দেবে না যে, তারা মানুষের হাতের দিকে চেয়ে থাকে।

তিনি বলেন, তার একটি ঝুড়ি ছিল। তিনি সেটি নিয়ে প্রতিদিন বাজারে যেতেন। আর স্ত্রী ও পরিবারের জন্য ফলমূল ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ফিরতেন।

এভাবেই তারা পরিবার ও সন্তানদের ব্যাপারে উদারহস্ত ছিলেন। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার ও ভরণপোষণের ব্যাপারে খরুচে ছিলেন।

---

[১৩৯] সহিহ বুখারি : ৪১৪১।
[১৪০] সহিহ মুসলিম : ৯৯৪। ইমাম নাসাঈকৃত সুনানে কুবরা : ৯১৩৮।

একটি মারাত্মক গুনাহ : স্ত্রীকে বেদম প্রহার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার রয়েছে।'[১৪১]

অর্থাৎ স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে পুরুষ তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবে। তার সঙ্গে সদাচরণ করবে। তাকে উত্তম সঙ্গ দান করবে। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে এমন নির্দেশনা প্রদান করেছে।

মুআবিয়া বিন হায়দার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

'এক ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, স্বামীর উপর স্ত্রীর কী অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন, স্বামী আহার করলে স্ত্রীকেও একই মানের আহার করাবে, স্বামী পরিধান করলে স্ত্রীকেও একই মানের পোশাক পরিধান করাবে। কখনও তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না। অশ্লীল গালমন্দ করবে না এবং নিজ বাড়ি ছাড়া অন্যত্র তাকে একাকি ছাড়বে না।'[১৪২]

ইসলাম অবাধ্য নারীকে প্রহারের বৈধতা দিলেও তার চেহারায় আঘাত করার বৈধতা দেয় না। চেহারায় আঘাত করতে নিষেধ করে। অনেক সময় স্ত্রীর অবাধ্যচরণ এতটাই বেড়ে যায় যে, কোনো উপদেশ কিংবা তার সঙ্গে শয্যা ত্যাগেও সে সংশোধন হয় না। তখন প্রহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু প্রহার করলেও বেদম প্রহার করা যাবে না। এমনভাবে মারা যাবে না যে দেহের বিভিন্ন জায়গায় দাগ বসে যায়।

প্রথম কথা হলো তাকে প্রহারই করা যাবে না, অন্যান্য উপায়ে সংশোধনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে।

---

[১৪১] সুরা বাকারা : ২২৮।

[১৪২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৫০।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোকের ব্যাপারে আশ্চর্য প্রকাশ করেছেন, যে স্ত্রীকে বেদম প্রহার করে আবার রাতে তার সঙ্গে সহবাস করে এবং এতে সে লজ্জাবোধ করে না।

বুখারি শরিফের হাদিস, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

> 'তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মতো প্রহার করে, কিন্তু ওই দিনের শেষেই সে আবার তার সঙ্গে এক বিছানায় মিলিত হয়।'[১৪৩]

একজন পুরুষ পরিবারের অভিভাবক। শ্রদ্ধার পাত্র। তার পক্ষে কীভাবে সম্ভব স্ত্রীকে এভাবে প্রহার করা? তাকে গো পেটানো পিটিয়ে হাতের রস মেটানো? তাকে না-খাইয়ে না পরিয়ে অনাদরে রাখা। এটা মারাত্মক অপরাধ। কোনো জ্ঞানী ও সম্ভ্রান্ত লোক এমন কাজ করতে পারে না।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তার কোনো স্ত্রীকে প্রহার করেননি।

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো কিছুকে নিজ হাতে আঘাত করেননি। কোনো খাদেম বা কোনো নারীকেও কখনো প্রহার করেননি। অবশ্য আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গেলে ভিন্ন কথা।'[১৪৪]

---

[১৪৩] সহিহ বুখারি : ৪৯৪২।
[১৪৪] সুনানে তিরমিযি, শামায়েলে মুহাম্মাদিয়্যাহ।

আল্লাহর নাফরমানির বিষয়ে ছাড় না দেওয়া

এ বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনার স্ত্রী-সন্তানরা যখন আল্লাহর হক আদায় করবে না, তখন আপনার হকও আদায় করবে না। আল্লাহর হকের ব্যাপারে যে যত্নবান নয়, স্বাভাবিকভাবেই সে বান্দার হকের ব্যাপারে যত্নবান থাকবে না। আর একজন অভিভাবক হিসেবে স্ত্রীর নাফরমানির গুনাহ আপনার উপর এসেও বর্তাবে। তাই তারা আল্লাহর হুকুমের খেলাফ কোনো কাজ করলে আপনার উচিত তাকে বাধা দেওয়া, বোঝানো, সতর্ক করা, শাসন করা আপনার অবশ্য কর্তব্য।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.

'বনি ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালঙ্ঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা কতইনা মন্দ ছিল!'[১৪৫]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনদের সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হলো মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ তায়ালা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।'[১৪৬]

[১৪৫] সুরা মায়িদা : ৭৮-৭৯।
[১৪৬] সুরা তাহরিম : ৬।

সুরা নিসায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
>
> 'পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষরা তাদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে।'[১৪৭]

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমরা অনেকেই আমাদের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, অসচেতন। স্ত্রী-সন্তানদের ব্যাপারে আমরা আমাদের দ্বীনি গায়রাত তথা ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ বিসর্জন দিয়েছি। আমাদের পরিবারের নারীরা পর্দা প্রথাকে অবহেলা করছে। বেপর্দা হয়ে বাইরে বের হচ্ছে। কোনো মাহরাম ছাড়া শপিংয়ে যাচ্ছে। অনৈসলামিক জামা-কাপড় পড়ছে। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলছে। ফেইসবুক, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ছবি ছাড়ছে। এগুলো আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে। কিন্তু আমরা তাদের নিষেধ করছি না। তাদের সঙ্গে কঠোর হতে পারছি না। আমরা দুর্বল, অসহায়, নাদান হয়ে পড়ছি।

আমাদের সন্তানরা ঘরে বসে টিভি দেখছে, গান শুনছে, গেমস খেলছে। কিন্তু আমাদের কোনো বিকার নেই। যেন এগুলো হওয়ারই কথা ছিল। স্ত্রী-সন্তানদের কাছে আমাদের নৈতিক পরাজয় ঘটেছে। আল্লাহর ভয়ের চেয়ে স্ত্রী-সন্তানদের ভয় আমাদের বেশি গ্রাস করেছে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির চেয়ে স্ত্রী-সন্তানদের অসন্তুষ্টি আমরা বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'যে মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে,আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হোন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।'

এমতাবস্থায় স্ত্রী-সন্তান কেউ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে না। সে তখন সবসময় দুশ্চিন্তায় ভোগে।

---

[১৪৭] সুরা নিসা : ৩৪।

আমরা যে দেখি, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভিন্ন সময় পারস্পরিক কলহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, এর পেছনে মূলত কারণ আল্লাহর নাফরমানি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

'আর তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয় তা তোমাদের হাতের কামাই। আর আল্লাহ তায়ালা অনেক ক্ষমা করেন।'[১৪৮]

পরিবারের কারও দ্বারা কোনো গুনাহ হলে শরিয়ত লঙ্ঘিত হলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আচরণ করতেন, একটি ঘটনার মাধ্যমে এখানে তা তুলে ধরছি।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, একবার আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলেন। তখন ঘরে একখানা পর্দা ঝুলানো ছিল। যাতে (প্রাণির) ছবি ছিল। তা দেখে নবিজির চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি পর্দাখানা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। তারপর বললেন, কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ওই সব লোকের যারা আল্লাহর সৃষ্টি সদৃশ্য ছবি অঙ্কন করে।

সুবহানাল্লাহ! অথচ আজ আমাদের মুসলমানদের ঘরে কত ছবি টাঙানো থাকে। শো-পিস নামের কত কত পুতুল ও মূর্তি থাকে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'যে ঘরে কোনো প্রাণির ছবি থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।'[১৪৯]

আর স্পষ্ট কথা, যে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না সে ঘরে অবশ্যই শয়তান প্রবেশ করে। শয়তান সে ঘরকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। শয়তান যে ঘরকে বাসস্থান বানিয়ে নেয়, সে ঘরে অশান্তি, অকল্যাণ, কলহ-বিবাদ, পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বাড়তে থাকবে।

---

[১৪৮] সুরা শুরা : ৩।
[১৪৯] সহিহ বুখারি : ২১০৫।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তোমাদের প্রত্যেকেই অভিভাবক। তোমাদের প্রত্যেককেই আপন অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক। তাকে তার অধিনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[১৫০]

নিম্নোক্ত হাদিসটি পড়ুন, এখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কঠিন কথা বলেছেন,

> 'কোনো বান্দা যখন এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, সে তার অধিনস্থদের ব্যাপারে খেয়ানতকারী ছিল, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন।'

ঘরে টিভি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি ঢুকিয়ে স্ত্রী-সন্তানদের নাটক-মুভি দেখার সুযোগ করে দেওয়া কিংবা তারা এগুলো ঘরে নিয়ে আসলে কিছু না বলা, এগুলো তাদের সঙ্গে প্রতারনা নয়? খেয়ানত নয়? তাদের আখেরাত বরবাদ করে দেওয়া নয়? এগুলো যদি খেয়ানত না হয়, তাহলে খেয়ানত কোনটি? স্ত্রী-সন্তানরা কে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে মিশছে, কথা বলছে—এগুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকা কি খেয়ানত নয়? এভাবে কি আমরা আমাদের উপর জান্নাতকে হারাম করছি না?

মহান সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

> 'যেসব নারী শরীরে উল্কি অঙ্কন করে এবং যারা উল্কি অঙ্কন করায়, যেসব নারী ভ্রু উপড়ে দেয় এবং যারা ভ্রু উপড়াতে চায় এবং যেসব নারী (সৌন্দর্যের জন্য) সম্মুখের দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরী করে ও যেসব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'[১৫১]

বর্ণনাকারী বলেন, বনি আসাদ গোত্রের এক মহিলার নিকট হাদিসটি পৌঁছাল, যাকে উম্মে ইয়াকুব নামে ডাকা হয়। তিনি কুরআন পাঠ করছিলেন, অতঃপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এসে এ বিষয়ে আলোচনা করে বলেন, আমি নিশ্চিত যে, আপনার স্ত্রীর মাঝে এর কোনো একটি বিষয়

---

[১৫০] সহিহ বুখারি : ৭১৩৮।

[১৫১] সহিহ বুখারি : ৪৮৮৬।

আছে। আমি গেলে ঠিকই দেখতে পাব। তিনি বললেন, তুমি যাও। দেখ, আছে কি না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহিলা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রীর কাছে গেল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তারপর সে তার নিকট ফিরে এসে বলল, কিছুই দেখতে পাইনি। তখন তিনি বললেন, যদি সে রকম কিছু হতো, তাহলে আমি তার সঙ্গে সহবাস করতাম না।

অর্থাৎ তার সঙ্গে থাকতাম না। বরং তাকে তালাক দিয়ে দিতাম এবং বিচ্ছিন্ন করে দিতাম।

আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম এমনই কঠোর ছিলেন। স্ত্রী-সন্তানরা আল্লাহর কোনো নাফরমানী করবে, এটা তারা বরদাশত করতে পারতেন না।

পিতা-মাতা কেন সন্তানদের সংসারে হস্তক্ষেপ করেন?

প্রচণ্ড শীত। ঠাণ্ডায় সব জমে যাচ্ছে। উষ্ণতা লাভের জন্য কিছু শজারু একে অপরের গা ঘেঁষে বসল। কিন্তু সবার গায়ে কাঁটা থাকায় তাদের গায়ে কাঁটা বিঁধতে লাগল। তারা তখন একে অপর থেকে একটু সরে বসল। কিন্তু সরে বসতেই তাদের আবার শীত লাগতে শুরু করল।

তখন তারা আবার কাছে এলো। এভাবে তারা একবার কাছে আসে, কিন্তু গায়ে কাঁটা বিধার কারণে আবার সরে যায়। কী করা যায়, কী করা যায়, ভেবে তারা এমনভাবে কাছে এসে বসল, যেন শীত থেকেও বাঁচা যায়, আবার কাঁটার আঘাত থেকেও।

এটি একটি প্রতিকী ঘটনা। উদ্দেশ্য সংসার জীবনে কিছু মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে তাদের থেকে উপকৃত হওয়া। তবে দূরত্ব বজায় রাখার সময় ভালোবাসা যেন বজায় থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

অনেক পিতা-মাতা আছেন, সন্তানের সংসারে অতিমাত্রায় হস্তক্ষেপ করেন, যার ফলে সন্তানদের পক্ষে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়।

পিতা-মাতা কেন হস্তক্ষেপ করেন?

এর অনেক কারণ রয়েছে:

- ♥ কখনো স্বামী-স্ত্রীর আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডের কারণে পিতা-মাতা তাদের সংসারে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। আসলে তখন তারা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন।
- ♥ কখনো শূণ্যতাবোধের কারণে। অর্থাৎ সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার পর পিতা-মাতা খুব একা, নিঃসঙ্গ অনুভব করেন। তাই তারা সন্তানদের তাদের সংসার সম্পর্কে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে থাকেন।
- ♥ সন্তানদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ-ভালোবাসার কারণেও অনেক পিতা-মাতা এমনটি করে থাকেন।
- ♥ কখনো ছেলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ার কারণে পিতা-মাতা তার সংসারে হস্তক্ষেপ করেন।
- ♥ আবার কখনো পিতা-মাতা নতুন স্বামী-স্ত্রীর নিজস্বতা বলতে যে কিছু আছে, এটা বুঝতে চান না। তাই তারা তাদের সমস্ত বিষয় জানতে চান।

তারা মনে করেন, এভাবে তারা তাদের গুরুত্ব প্রদান করছেন। অথচ তারা যেটাকে গুরুত্ব প্রদান মনে করছেন, স্বামী-স্ত্রীর কাছে সেটাই হস্তক্ষেপ।

- আবার কখনো স্বামী-স্ত্রীর স্বভাব-প্রকৃতির কারণেও পিতা-মাতা হস্তক্ষেপ করেন। যেমন, কোনো কোনো দম্পতি আছেন, নিজেদের যে কোনো সমস্যা পিতা-মাতাকে জানান।

এটা মূলতঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের দুর্বলতার কারণে হয়। কারণ, নিজেদের মাঝে সম্পর্ক দুর্বল থাকলে যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য তৃতীয় পক্ষকে টেনে আনতে হয়।

- আবার কখনো পিতা-মাতার উপর সন্তানদের অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণেও হয়। যেমন, সে কোনো সিদ্ধান্তই পিতা-মাতাকে ছাড়া নিতে পারে না। তাদেরকে তার সবকিছু জানাতে হয়।

হস্তক্ষেপ যে সবসময় নেতিবাচক তা নয়। তবে অনেক সময় পিতা-মাতার এই হস্তক্ষেপের কারণে দাম্পত্যজীবনের বিশেষত্ব এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের উষ্ণতা নষ্ট হয়। তাদের পারস্পরিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।

দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী তাদের পিতা-মাতাদের অযাচিত হস্তক্ষেপের কারণে বিরক্ত হয়ে একসময় তাদের মুখের উপর কিছু বলে বসেন। তুচ্ছ কারণে তাদের সঙ্গে রেগে যান। তখন আরও বড় বিপর্যয় দেখা দেয়। উভয় পক্ষের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়।

সমাধান

- স্বামী-স্ত্রীদের নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া। এমন কোনো ভুল না করা, যাতে পিতা-মাতা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন।
- স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসে নির্ধারণ করে নেওয়া, তাদের কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতা হস্তক্ষেপ করলে সমস্যা নেই। আর কোন কোন বিষয়ে সমস্যা আছে। তারা পিতা-মাতার সঙ্গে কী কী বিষয় শেয়ার করবে, আর কী বিষয় শেয়ার করবে না, ইত্যাদি নিজেরা বসে নির্ধারণ করে নিবে।
- পিতা-মাতাদের সম্মান করা। মূল্যায়ণ করা। গুরুত্ব দেওয়া। এসব ব্যাপারে যত্নবান থাকা। তারা কখনো যেন মনে না করেন, বিয়ের পর আপনারা তাদের ভুলে গেছেন। দূরের মানুষ হয়ে গেছেন। তাদের ঘন ঘন দেখতে যান, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করুন, মোবাইলে কথা

বলুন, খোঁজখবর নিন, হাদিয়া দিন, তাদের প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ রাখুন, সেগুলো পূরণ করুন। নিজেদের একান্ত কোনো বিষয় না হলে তাদের কাছে পরামর্শ চান। এতে তারা আশ্বস্ত হবে যে, সন্তানদের কাছে এখনো তাদের মূল্য আছে। তারা তাদের মূল্যায়ণ করে।

- ♥ নিজেদের বৈষয়িক প্রয়োজনগুলো নিজেরাই পূরণের চেষ্টা করুন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হোন।
- ♥ যথাসম্ভব পিতা-মাতার বাড়িতে না থাকার চেষ্টা করুন। পিতা-মাতাকে সঙ্গে রাখুন, তবে আপনার বাসায়।
- ♥ তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে না চাইলে হেকমতের সঙ্গে এড়িয়ে যান। হয় আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করুন কিংবা কৌশলি উত্তর প্রদান করুন।
- ♥ নিজেদের সমস্ত বিষয় তাদের জানাতে যাবেন না। কারণ স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত এমন অনেক বিষয় থাকে যেগুলো অন্যদের জানানো ঠিক না। না জানানোর মাঝেই পারিবারিক কল্যাণ নিহিত।
- ♥ আত্মবিশ্বাসী হোন। নিজেদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখুন যে, আপনারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। ভালোবাসার বন্ধনকে সুদৃঢ় করুন। আপনারা একে অপরকে যেভাবে বুঝতে পারেন, অন্য কারও পক্ষে আপনাদের সেভাবে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তাই জটিল ও কঠিন কোনো সমস্যা না হলে এবং সেটাও নিজেরা সমাধানে ব্যর্থ না হলে তৃতীয় পক্ষকে ডাকবেন না।
- ♥ আপনার শ্বশুরবাড়ির কেউ হস্তক্ষেপ করলে সেজন্য আপনার সঙ্গিকে কথা শোনাবেন না। তাকে ভর্ৎসনা করবেন না। বিষয়টি সেখানেই নিষ্পত্তি করে ফেলুন। কারণ, প্রত্যেকেই তার পরিবারকে ভালোবাসে। তারা ভুল করলেও তাদের ব্যাপারে কোনো কথা শুনতে তার খারাপ লাগে।
- ♥ পিতা-মাতারও কিছু কর্তব্য আছে। তাদের উচিত স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বোঝাপড়া ভালো থাকলে হস্তক্ষেপ না করা। কারণ, এতে অনেক সময় তাদের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। কখনো যদি হস্তক্ষেপ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই সৎ নিয়তে করতে হবে। সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছা থাকতে হবে। নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি করা নয়।

নিজেদের কলহ-বিবাদ থেকে সন্তানদের দূরে রাখুন

এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে সন্তানদের সকালের সূর্যের মিষ্টি আলোয়, পাখিদের মিষ্টি গানে ঘুম ভাঙে না। তাদের সেই সৌভাগ্য হয় না। তাদের ঘুম ভাঙে পিতা-মাতার কলহ-বিবাদের কর্কশ আওয়াজে। সে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার পিতা-মাতা চিৎকার করছে। একে অপরকে দোষারোপ করছে। গালি দিচ্ছে। এটা সেটা ভাঙচুর করছে। বাসায় প্রলয়কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলেছে।

সে তখন বুঝতে পারে না, এখন সে কার কাছে যাবে। কে তাকে কাছে টেনে নিবে। সে বিছানা থেকে নামতে ভয় পায়। অগত্যা বিছানায় শুয়েই কাঁদতে থাকে। তার দু'চোখের অশ্রুতে নদি বয়ে যেতে থাকে।

তখন হয় তার বাবা কিংবা তার মা এসে তাকে কাছে টেনে নেন। তারপর তার কাছে অন্য পক্ষের বদনাম করা শুরু করেন। বলে, দেখেছো তোমার বাবা কত খারাপ! কিংবা তোমার মা কত খারাপ! সকাল সকাল আমার সঙ্গে কেমন ঝগড়া করছে!

কোথায় তারা নিজেরা ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলবে, তা না। উল্টো সন্তানকেও এতে জড়াচ্ছে। তাকে নিজেদের যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

এভাবে একসময় সন্তানের মন থেকে বাবা-মার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থাবোধ উঠে যায়।

এমন দৃশ্য আমাদের সমাজের অসংখ্য পরিবারের।

এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, কোনো কোনো বাবা-মা আছেন, সন্তানদের সামনে ঝগড়া না করলে, একে অপরকে তুই-তুই করে কথা না বললে, গায়ে হাত না তুললে যেন তাদের তৃপ্তি মেটে না।

দাম্পত্য জীবনে সমস্যা থাকবেই। সমস্যা যেমন আছে তেমনি সমাধানও আছে। কিন্তু আমরা যদি সন্তানদের সামনে ঝগড়া করি, তাহলে তাদের উপরের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তারা আমাদের কাছ থেকে ঝগড়া করা শিখে এবং বড় হয়ে একসময় আমাদের সঙ্গেই ঝগড়া করা শুরু করে। আমাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়।

এভাবে অশান্ত পরিবেশে বেড়ে উঠতে উঠতে একসময় তারাও অশান্ত হয়ে যায়। তাদের স্বভাব-প্রকৃতিতে কঠোরতা চলে আসে। ভবিষ্যতে সে যখন তার সন্তানদের প্রতিপালন করতে যায়, তখন সে তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সন্তানের কাছে দোষী হিসেবে তুলে ধরা। অনেক সময় এমন হয়, ঝগড়া করার পর পুরুষ বাইরে চলে যায়। তখন সন্তানরা মাকে তাদের বাবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। মা তাদের সামনে বাবার দোষ-ত্রুটিগুলো তুলে ধরেন। তাকে তাদের কাছে ছোট করেন। অনেক বাবাও এই কাজটি করেন।

সন্তানদের সামনে যেমন ঝগড়া করা যাবে না, তেমনি নিজেদের কোনো সমস্যার সমাধান নিয়েও আলোচনা করা যাবে না। তাদের কোনোভাবেই এসবে জড়ানো যাবে না। তাহলে মাঝেমাঝে কথা কাটাকাটির টুকটাক আওয়াজ তাদের কানে আসলেও তারা মনে করে নিবে, এগুলো স্বাভাবিক বিষয়। একটু-আধটু হয়ই। নিজেদের অজান্তেই তাদের মাঝে তখন সমাধানের মানসিকতা গড়ে উঠবে।

পিতা-মাতাকে অবশ্যই সন্তানদের সুস্থ সুন্দর পরিবেশে গড়ে তোলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের স্মরণ রাখতে হবে সন্তানদের সামনে ঝগড়া তাদের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে। শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রাসাদকে চূর্ণ করে।

নারীরা যেসব পুরুষদের অপছন্দ করে

১. বিয়েপ্রবণ। যে পুরুষ ঘন ঘন বিয়ে করে। বর্তমান স্ত্রীর কী অবস্থা হবে, আল্লাহর কাছে সে কী জবাব দিবে—এসব নিয়ে যার কোনো চিন্তা নেই।

২. সন্দেহপ্রবণ। যে স্ত্রীকে প্রতি পদে পদে সন্দেহ করে। তার এই রোগের কারণে একসময় সংসার ভেঙে যায়।

৩. অতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন।

৪. কৃপণ। স্ত্রী-সন্তানদের মৌলিক প্রয়োজনাদি পূরণ করে না। সে নিজে ভোগ করে না। কাউকে ভোগও করতে দেয় না। তার মাথায় শুধু ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ। তার জীবনের সমস্ত উপার্জন ভবিষ্যতের জন্য, যে ভবিষ্যত সে কোনোদিন পাবে কিনা নিশ্চয়তা নেই।

৫. খোঁটা দানকারী।

৬. দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৭. সংসারের দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

৮. ওয়াদা ভঙ্গকারী।

৯. মুনাফিক। যার ভেতরে একটা, আর বাহিরে আরেকটা। নিজেকে সে খুব ভালো, সৎ হিসেবে জাহির করে, অথচ সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

১০. পরনিন্দাকারী, চোগলখোর। যে মানুষের মাঝে চোগলখোরী করে বেড়ায়। গীবত করে। মহিলাদের সঙ্গে বসে তাদের চোগলখোরী উপভোগ করে।

১১. অবহেলাকারী। যেমনি নিজের প্রতি তেমনি স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের প্রতি।

১২. দৃষ্টির খেয়ানতকারী। যে চুরি করে করে অন্য নারীদের দিকে তাকায়, তাদের পেছন পেছন হাঁটে। স্ত্রী পাশে বসা থাকা অবস্থায় যে পরনারীর দিকে দৃষ্টিপাত করে।

১৩. আত্মমর্যাদাহীন। সে জানে তার স্ত্রী ঘৃণ্য ও গর্হিত কর্মের সঙ্গে জড়িত। তারপরও সে তাকে কিছু বলে না।

ভুল-ত্রুটি

প্রতিটি মানুষেরই দোষ-ত্রুটি আছে। ভুল-ভ্রান্তি আছ। নবি-রাসুলগণ ছাড়া কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে না। দোষ-ত্রুটি মুক্ত না।

আর আপনারা স্বামী-স্ত্রী দুজন!

আপনারা একে অপরের দিকে কতবার ভালোবাসা ভরা চোখে তাকিয়েছেন আর আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন!

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের চারটি হাতকে একত্রিত করেছেন। এখন আপনাদের কারও ছোট ছোট সমস্যা দেখা দিলে আপনারা কি একে অপরের সদাচার ও ভালো গুণগুলোর কথা ভুলে যাবেন? সঙ্গীর অবদানের কথা ভুলে তার দোষগুলোকে বড় করে দেখবেন?

দোষ-ত্রুটিগুলো ভুলে থাকার জন্য আপনারা বেশি বেশি পরস্পরের ভালো গুণগুলো আলোচনা করুন।

পুরুষকে বলছি—একটু নির্জনে একাকি বসুন। তারপর আপনার জীবনে আপনার স্ত্রীর অবদানের কথাগুলো চিন্তা করুন। সে কত শত বার আপনার অন্তরে সুখের দোলা দিয়েছে। সুখে-দুঃখে কীভাবে আপনার পাশে থেকেছে।

নারীকেও বলছি, আপনিও নির্জনে একটু একাকি বসুন, তারপর ভাবুন যে, আপনার স্বামীর আগমনে কত দিন আপনার ঘর আলোকিত হয়েছে! আপনি কত বার তার বাহুডোরে নিজেকে নিরাপদ ভেবেছেন। সে আপনার সন্তানদের পিতা। আপনাদের আরেকটু ভালো রাখার জন্য সারাদিন বাইরে সে কত কষ্ট করে!

শয়তানকে আপনাদের মনে কুমন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ দিবেন না। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আপনারা দুজন দুজনার ভালো গুণগুলোর কথা, অবদানের কথা স্মরণ করুন। তারপর দুজন দুজনকে ক্ষমা করে দিন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> 'তারা যেন ক্ষমা ও মার্জনা করে দেয়। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও চির দয়ালু।'[১৫২]

আর মানুষ যখন কোনো গুনাহ করে তওবা করে, তখন সে এমন হয়ে যায়, যেন তার কোনো গুনাহই ছিল না। আল্লাহ তায়ালা তাকে এভাবে মাফ করে দেন।

আল্লাহ যদি মাফ করে দিতে পারেন, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না। কেউ ভুল স্বীকার করে নিলে তাকে মাফ করে দেওয়াই তো মুমিনের সিফাত। মুত্তাকিদের গুণ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'ক্ষমা করলে আল্লাহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি বাড়িয়ে দেন।'[১৫৩]

---

[১৫২] সুরা নূর : ২২।

[১৫৩] সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮। সুনানে তিরমিযি : ২০২৯। মুসনাদে আহমাদ : ৭১৬৫, ৮৭৮২,৯৩৬০। মুয়াত্তা মালেক : ১৮৮৫। সুনানে দারেমি : ১৬৭৬।

পুরুষরা সাধারণত কেন ভুল স্বীকার করে না?

অনেক মানুষ আছে, যারা এই চিন্তা নিয়ে বড় হয় যে, ভুল স্বীকার করা হচ্ছে এক প্রকার দুর্বলতা। তাই তারা কোনো ভুল করলে স্বীকার করে না। নিজেকে দুর্বল বলে প্রমাণ করতে চায় না। বরং তারা অহংকার করে। কলহ-বিবাদ করে। নিজের ভুলকে সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

বিভিন্নভাবে আমাদের মাঝে এই সমস্যাটি সৃষ্টি হয়। কারও মাঝে তার পরিবার থেকে সৃষ্টি হয়। সে তার বাবাকে কোনোদিন দেখেনি মায়ের কাছে ভুল স্বীকার করতে।

স্বামী-স্ত্রী যখন ঝগড়া করে, তখন তাদের সন্তানরাও বুঝতে পারে, কে দোষী আর কে নির্দোষ? কে জালেম আর কে মাজলুম?

বরং কখনো কখনো তারা দেখে, তার মা দোষী না হয়েও ঝগড়া এড়াতে দোষ স্বীকার করে নিচ্ছেন।

বাচ্চাদের মনে তখন প্রশ্ন জাগে, কেন আমার বাবা ভুল করে স্বীকার করেন না?

ধীরে ধীরে সে নিজে থেকেই একটা উত্তর তৈরি করে নেয়, তার মন-মগজে ঢুকে যায়, পুরুষরা ভুল স্বীকার করে না। এটা তাদের কাজ নয়। নারীদের কাজ। নারীরা ভুল স্বীকার করবে। পুরুষ নয়।

আপনার সন্তান যেন আপনাকে দেখে এমন শিক্ষা না পায়, সেজন্য আপনার মাঝে ভুল স্বীকারের মানসিকতা থাকতে হবে। এর মানে এটা নয় যে, আপনি স্ত্রীর সামনে লজ্জায় একেবারে ভেঙ্গে পড়বেন। হাতজোড় করে ক্ষমা চাইবেন। অনুনয়ের সুরে বলবেন, আমায় ক্ষমা করো জান!

- ♥ আপনাকে প্রথমে যেটা করতে হবে—সতর্ক থাকতে হবে। ক্ষমা চাইতে হয় এমন কোনো ভুল যেন আপনার দ্বারা না হয়।

সেজন্য কখনো রাগান্বিত হবেন না। রাগ করার মতো কখনো কিছু ঘটলেও সামান্য মাত্রায় রাগ করবেন। অতিমাত্রায় নয়। তাহলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবেন। কারণ, রাগের সময় মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

হয়ে পড়ে। শয়তান তাকে বন্দি করে নেয়। তারপর তাকে দিয়ে এমন কাজ করায়, যার জন্য পরবর্তিতে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়।

- দ্বিতীয় : পরিস্থিতি যখন উত্তপ্ত থাকবে, স্ত্রীর মন-মেজাজ যখন খারাপ থাকবে, তখন ক্ষমা না চাওয়া। বরং পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা।
- কোমলভাবে ক্ষমা চাওয়া। এমনভাবে ক্ষমা চাওয়া, যাতে স্ত্রীর মন খুশিতে ভরে উঠে।
- মুখে বলতে না পারলে হাদিয়া দিয়ে বোঝানো। এতে সে বুঝতে পারবে আপনি অনুতপ্ত। লজ্জিত।
- ক্ষমা চাইতে গিয়ে প্রথমে অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কোমলভাবে আলোচনা শুরু করলেন। তারপর আলোচনার শেষে গিয়ে বললেন, আসলে তুমি ঠিকই ছিলে।
- 'ভুলটা আমার ছিল' কিংবা 'সরি' কথাটা যদি এভাবে সরাসরি বলতে না পারেন, লজ্জা লাগে; তাহলে এভাবে বলুন, 'তোমার আসলে কোনো দোষ ছিল না। তুমি ঠিকই ছিলে।'
- টেক্সট করেও ক্ষমা চাইতে পারেন।

আর স্ত্রীর কর্তব্য হলো, স্বামী ক্ষমা চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। সবচেয়ে উত্তম হলো, স্বামীর ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষা না করা।

উইমেন চ্যাপ্টার

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

‘কোনো নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসে রোজা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, স্বামীর আনুগত্য করে, (কেয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।’[১৫৪]

[১৫৪] সহিহুল জামে সগির : ৬৬০।

পাত্র নির্বাচন

দাম্পত্য জীবনের সফলতা সঠিক ও যথার্থ সঙ্গি নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। একটি মেয়ে যখন বিয়ের বয়সে উপনীত হয়, তখন তার অভিভাবকদের মনে একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে, আমার মেয়ের জন্য কেমন পাত্র খুঁজবো? তার জীবনসঙ্গি কেমন হবে? যারা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাদের মধ্য থেকে কীভাবে বাছাই করব? সবার মধ্যে তো সবদিক পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ ধনী হলে শিক্ষিত হয় না। শিক্ষিত হলে বংশীয় হয় না। বংশীয় হলে সুদর্শন হয় না। আরও অনেক সমস্যা।

বিষয়টি তাদের কাছে অনেক কঠিন মনে হয়। তারা চিন্তায় পড়ে যান। তাদের একেকজনের কাছে সু-পাত্রের সংজ্ঞা একেকরকম। কেউ লোভ-লালসাকে ও প্রাচুর্যকে গুরুত্ব দিয়ে সু-পাত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। আর কেউ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে।

কিন্তু পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের দিক নির্দেশনা কী, ইসলাম কী কী বিষয় দেখে পাত্র নির্বাচন করতে বলেছে, কোন কোন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে, সে ব্যাপারে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ। যারা জানেন তাদের অনেকে আবার মানতে চান না। কেউ বা মানলেও আংশিক।

অনেকদিন দীনদার ফ্যামিলিও পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলেন না। সমাজ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের দ্বারা তারা প্রভাবিত থাকেন। পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতির শেকলে বন্দি থাকেন। সেই প্রভাব থেকে তারা বের হতে পারেন না। সেই শেকল তারা ভাঙতে পারেন না।

এভাবে আমরা সূচনাতেই মারাত্মক ভুল করে ফেলি। কন্যার ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তিকে বরবাদ করি।

এমন একটি পবিত্র ও মধুময় জীবন, হাদিসে পাকে যাকে অর্ধেক দীন বলা হয়েছে, তার সূচনাতেই যদি ভুল থাকে, দীন না থাকে, নবিজির সুন্নতের অনুসরণ না থাকে, তাহলে সে জীবনে আমরা কি করে বরকত লাভের আশা করতে পারি?

ইসলাম শুধু ধর্ম নয় বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা।

পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা যদি ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলি, রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ করি, তাহলে কন্যার জীবন হবে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধপূর্ণ। রহমত ও বরকতপূর্ণ।

পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলাম দিকনির্দেশনাগুলোকে হচ্ছে:

১. মুসলমান হওয়া

পাত্র-পাত্রী উভয়কে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

'আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। অবশ্যই একজন মুমিন দাসি একজন মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম। যদিও মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করে না কেন। আর তোমরা মুশরিক পুরুষদেরকে তারা ঈমান না আনা পর্যন্ত বিয়ে করোনা। অবশ্যই একজন মুমিন ক্রীতদাস একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম। যদিও মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করে না কেন। তারা জাহান্নামের দিকে ডাকে আর আল্লাহ তোমাদেরকে আপন অনুগ্রহে জান্নাত ও মাগফিরাতের দিকে ডাকেন।'[১৫৫]

একজন মুসলমান নারীর জন্য মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করা হারাম। ইসলামে এটাকে মুসলমান নারীর মর্যাদার পরিপন্থী হিসেবে দেখে।

ইসলাম কোনো মুসলমান পুরুষকে খ্রিষ্টান কিংবা ইহুদি (অর্থাৎ যারা আহলে কিতাব) নারীকে বিবাহের অনুমতি দিলেও কোনো খ্রিষ্টান কিংবা ইহুদি পুরুষকে মুসলমান নারী বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেনা।

[১৫৫] সূরা বাকারা : ২২২।

এর কারণ, মুসলমানগণ খ্রিষ্টানদের নবি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং ইহুদিদের নবি হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে নবি হিসেবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করলেও তারা আমাদের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবি হিসেবে বিশ্বাস করে না।

তাই তাদের কেউ কোনো মুসলমান নারীকে বিয়ে করলে প্রবল আশঙ্কা রয়েছে যে, সে তার ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি করবে।

যেহেতু সকল ধর্মেই পুরুষকে সংসারের কর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাই অমুসলিম পুরুষ কোনা মুসলিম নারীকে বিয়ে করলে সেই হবে তার কর্তা ও অভিভাবক। তাকে তার অধীনতা মেনে চলতে হবে।

অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

‘আর আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পথ করে দেবেন না।’[১৫৬]

এ কারণে ইসলামি শরিয়তে কোনো মুসলমান নারীর অমুসলমানকে বিয়ে করা জায়েজ নেই।

২. দীনদার হওয়া, উত্তম আখলাক-চরিত্রের অধিকারী হওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন,

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

‘যে মুমিন, সে কী কখনো ওই ব্যক্তির মতো হতে পারে যে পাপাচারী? তারা কখনো সমান হতে পারে না।’[১৫৭]

---

[১৫৬] সুরা নিসা : ৪১।

[১৫৭] সুরা সাজদাহ : ১৮।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তোমরা সমপর্যায়ের দেখে বিয়ে করো এবং যারা সমপর্যায়ের তাদের কাছে বিয়ে দাও।'[১৫৮]

নিঃসন্দেহে কোনা মন্দ, অসৎ, ফাসেক, পাপাচারী ব্যক্তি কোনো সতী-সাধ্বী, নেককার, পূণ্যবতী নারীর সমপর্যায়ের হতে পারে না। সে তার যোগ্য নয়।

আর এমন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলে কন্যার শুধু পার্থিব জীবন নয়, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনও বরবাদ হয়ে যাবে। তাছাড়া ভবিষ্যতে তাদের সন্তানদেরও পিতার মতো হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

স্ত্রী যেহেতু তার স্বামীর, সন্তানরা যেহেতু তাদের পিতার পরিচয় বহন করে বেঁচে থাকে, তাই সে ভালো না হলে তাদের মন্দ ব্যক্তির পরিচয় নিয়ে বাঁচতে হবে, যা তাদের জন্য খুবই লজ্জা ও অপমানজনক।

অনেক সময় পিতার কারণে স্ত্রী-সন্তানরা সমাজে মুখ দেখাতে পারে না। তাছাড়া মন্দ ও ফাসেক ব্যক্তি স্ত্রীকে তার প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার প্রদান করে না। রাগের সময় তাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে। মারধর করে। তাকে দিয়ে আল্লাহর নাফরমানি করায়।

> 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হাসান ইবনে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, অনেকেই আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, আমি কার সঙ্গে বিয়ে দিব? তিনি বললেন, 'তুমি তাকে এমন ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দাও, যে মুত্তাকি, আল্লাহকে ভয় করে। কারণ, সে তোমার মেয়েকে পছন্দ করলে প্রাপ্য সম্মান দিবে। আর যদি ঘৃণাও করে, তবুও তার প্রতি জুলুম করবে না।'[১৫৯]

হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকেও অনুরূপ একটি কথা বর্ণিত আছে, তিনি এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেন, দীনদার ছেলের কাছে তুমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দাও। কারণ, সে তাকে পছন্দ করলে সম্মান দিবে, আর অপছন্দ করলে জুলুম করবে না।

---

[১৫৮] সুনানে ইবনে মাজাহ।
[১৫৯] শারহুস সুন্নাহ, ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> ‘যদি তোমাদের কাছে এমন কেউ বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দীনদারি ও নৈতিকতার ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।’[১৬০]

ইমাম শাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

> ‘যে কোনো ফাসেক পাপাচারীকে বিয়ে দিয়ে দিল, সে যেন তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করল।’[১৬১]

আর একজন ব্যক্তি ভালো না মন্দ, এটা নির্বাচন করা যায়, সে যাদের সঙ্গে চলাফেরা করে বা মিশে, তাদের দেখে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের চরিত্র দেখে।

কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> ‘মানুষ সাধারণত তার বন্ধুর চরিত্রের হয়।’[১৬২]

মেয়েকে যেন এমন কোনো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া না হয়, যার কোনো বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ অভিভাবক নেই। যেমন ছেলের বাবা কিংবা চাচা, কিংবা বিজ্ঞ কোনো শিক্ষক, যাতে যে কোনো সমস্যা বা প্রয়োজনে তাদের দ্বারস্থ হওয়া যায়।

মোটকথা, যদি দেখেন যে, পাত্রের মাঝে ইসলামি শিক্ষা ও চিন্তা-চেতনা রয়েছে, সে নামাজের প্রতি যত্নবান, যারা মন্দ তাদের সঙ্গে তার উঠাবসা নেই, মুত্তাকি পরহেযগারদের সঙ্গে তার উঠাবসা। পাশাপাশি তার উপার্জনও হালাল, তাহলেই হল। এ পাত্র আপনি হাতাছাড়া করবেন না।

কিছু মানুষ আছে, যারা বিয়েকে সম্পদ লাভের উপায় মনে করে। তাদের কাছে বিয়ে একটি ব্যবসায়িক চুক্তি। কিন্তু এর যে ধ্বংসাত্মক ও অশুভ পরিণতি সেদিকে তাদের দৃষ্টি থাকে না।

---

[১৬০] সুনানে তিরমিযি।
[১৬১] মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা।
[১৬২] সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি।

এদের কাছে ছেলের ব্যাংক-ব্যালেন্স, সহায়-সম্পত্তিই সব। তার চরিত্র ও দীনদারীর ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। এই বিষয়টি তাদের কাছে একেবারে গুরুত্বহীন। তারা বলে, পুরুষ মানুষের আবার চরিত্র কীসের?

ছেলের প্রতি তোমার ও তোমার অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি যেন এমন না হয়, তাহলে নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে এবং বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তুমি বরং ছেলের আখলাক-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা, স্বভাব-প্রকৃতি, আচার-অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দাও। বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না।

কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, আমি তোমাকে দরিদ্র ছেলে বিয়ে করতে বলছি। বরং ধনী কিংবা দরিদ্র, সচ্ছল কিংবা অসচ্ছল যাকেই বিয়ে করো না কেন, সে যেন অবশ্যই সৎ হয়। মনে রাখবে, একজন সৎ দরিদ্র একজন অসৎ ধনীর চেয়ে উত্তম। তেমনিভাবে একজন পুরুষেরও উচিত দীনদার মেয়ে দেখে বিয়ে করা।

ইমাম গাজালি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার *মিনহাযুল কাসিদীন* নামক গ্রন্থে লিখেন, পুরুষের যেমন নারীর দীনদারি যাচাই করে নেওয়া উচিত, তেমনি নারীর অভিভাবকদেরও উচিত পুরষের দীনদারি ও তার আখলাক-চরিত্র ভালোভাবে যাচাই করে নেওয়া। কারণ, বিবাহের মাধ্যমে একজন নারীকে ওয়াকফ করে দেওয়া হয়। তাই তার স্বামী যদি বদদীন ও বদ-আখলাকি হয়, তাহলে তার অভিভাবক তার প্রতি বড় অন্যায় করল।

শুধু আখলাক ও দীনদারির কারণেই বিখ্যাত তাবেয়ি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার মেয়েকে বিয়ের জন্য বাদশাহর ছেলে ওলিদ বিন আবদুল মালেকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তিতে তিনি তার এক মুত্তাকি, পরহেযগার ছাত্রের সঙ্গে মাত্র দুই কি তিন দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলেন।

৩. সামর্থ্যবান হওয়া

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখতে সাহায্য করে

এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে রোজা রাখবে। কারণ, রোজা যৌন ক্ষমতাকে দমন করে।'[১৬৩]

হাদিসে বর্ণিত, 'বিয়ের সামর্থ্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্যের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আর্থিক সামর্থ্য

আর্থিক সামর্থ্য বলতে স্ত্রীকে পর্দার সঙ্গে রাখার মতো স্বামীর কোনো বাসস্থান থাকতে হবে। যদিও সাধারণ বাসস্থান হয়। সংসারে স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তার আর্থিক সঙ্গতি থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

'পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং পুরুষরা তাদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করে।'[১৬৪]

শারীরিক সামর্থ্য

শারীরিক সামর্থ্য বলতে স্ত্রী-সন্তান প্রত্যেকের হক আদায় ও তাদের যাবতীয় দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য থাকতে হবে।

অবশ্য শারীরিক সামর্থ্যের মাঝে মানসিক সামর্থ্যের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ছেলেকে অবশ্যই মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের প্রতি পূর্ণ সজাগ থাকেতে হবে।

কিন্তু মেয়ের পরিবার এসব বিষয় যাচাই করবে কী করে?

খুব সহজ। ছেলের পরিবার তো প্রথমে প্রস্তাব নিয়ে আসবে। তখন মেয়ের পরিবার ছেলের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার মাধ্যমে তার সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবে।

---

[১৬৩] সহিহ বুখারি : ৫০৬৬।
[১৬৪] সুরা নিসা : ৩৪।

যেমন ভবিষ্যৎ ফ্যামিলি নিয়ে তার চিন্তা-ভাবনা কী? তার জীবনের লক্ষ্য কী? স্ত্রী সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি কী? স্ত্রীর ও তার পরিবারের কাছ থেকে তার চাওয়া-পাওয়া কী ইত্যাদি।

প্রতিটি মানুষ তার মুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। যখন সে কথা বলে, তখন তার ভেতরটা প্রকাশিত হতে থাকে। তাকে চিনতে পারা যায়।

আর নতুন সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সে বহন করতে পারবে কি না সেটা জানা যাবে তার বিবাহপূর্ব জীবনাচার থেকে। নিজেকে সে কীভাবে গড়েছে? বাবা-মার প্রতি সে কেমন দায়িত্বশীল ছিল? তাদের কারও অসুস্থতা কিংবা পরিবারের অভাবের সময় তার ভূমিকা কী ছিল? বিশেষ করে বাবা জীবিত না থাকলে তার মৃত্যুর পর পরিবারকে সে কীভাবে সাপোর্ট দিয়েছে ইত্যাদি।

পড়াশোনা কিংবা কর্মক্ষেত্রে সিরিয়াস ছেলে সাধারণত সাংসারিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে থাকে। কারণ, সিরিয়াসনেস হচ্ছে এমন একটি গুণ, যা মানুষকে নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তোলে।

আর যে ছেলে বিয়ের আগে বাবা-মার দায়িত্ব পালন করেছে, তাদের দেখাশোনা করেছে, বিয়ের পর সংসারের দায়িত্ব পালন তার জন্য সহজ হয়ে যায়।

৪. সুপরিবার ও সুবংশের হওয়া

ছেলে সুপরিবার ও সুবংশের কিনা দেখে নেওয়া। সুপরিবার বলতে দীনদার, শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিত পরিবার। নিজ এলাকায় যাদের আখলাক ও নৈতিকতার বেশ সুনাম আছে।[১৬৫]

[১৬৫] আদেল ফাতহি কৃত কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি ও তুরদিনা রাব্বাকি।

স্বামীর হক

একজন স্ত্রীর উপর স্বামীর হকগুলো হচ্ছে,

- সবসময় তার মন জয় করার চেষ্টা করা।
- শরিয়তসম্মত সমস্ত কাজে তার অনুগত থাকা। অবাধ্য না হওয়া।
- নিজের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা।
- অতিরিক্ত ভরণ-পোষণ দাবি না করা।
- তার অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া।
- তার অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়া।
- সে বিছানায় ডাকলে শরয়ি কোনো ওযর না থাকলে আপত্তি না করা।
- তার পরিবারের সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
- তার পিতা-মাতাকে সম্মান করা।
- সন্তানদের উত্তমরূপে লালন-পালন করা।
- স্বামীকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত রাখা।
- পরপুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা না বলা, মেলামেশা না করা।
- মানুষের কাছে তার বদনাম না করা।
- তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

প্রাণের চেয়ে প্রিয়

একজন স্ত্রীর কাছে আল্লাহ ও রাসুলের পর স্বামীই তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হওয়া উচিত। একজন স্বামীর কাছে আল্লাহ ও রাসুলের পর তার স্ত্রীই সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হওয়া উচিত।

সাহাবি হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক বাহিনীর প্রধান করে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। সেই বাহিনীতে আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও ছিলেন। ফিরে এসে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? তিনি বললেন, আয়েশা। আমি বললাম, আমার উদ্দেশ্য পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার (আয়েশার) পিতা।'[১৬৬]

তাবেঈ কায়স বিন আবু হাজেম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

> 'আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদছিলেন। তখন তার স্ত্রীও কান্না শুরু করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কাঁদছ কেন? স্ত্রী বলল, আপনি কাঁদছেন, তাই আপনাকে দেখে কাঁদছি।'[১৬৭]

---

[১৬৬] সহিহ বুখারি : ৪৯৫৩।

[১৬৭] মুসতাদরাকে হাকেম : ৮৭৪৭।

চিরসাথী

পুরুষ মানুষ সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট হয় তখন, যখন দেখে সে কোনো কষ্ট পেলে তার স্ত্রী খুশি হয়। আর সে খুশি হলে তার স্ত্রী কষ্ট পায়। এটি তার মনে স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং এ কারণে পরবর্তিতে এত বড় বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়, যার সীমা-পরিসীমা একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানেন না।

একজন স্ত্রী শুধু তার স্বামীর শয্যাসঙ্গিনীই নন। বরং সে তার চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভূতি, হাসি-কান্না, স্থিরতা-অস্থিরতা, সফলতা-ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, জয়-পরাজয়, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সর্বাবস্থার সঙ্গিনী।

কতইনা সৌভাগ্যবতী সেই নারী, যে স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়েই তার অবস্থা বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও তার অনুগামী করে নেয়। সে যে কোনো পরিস্থিতিতে তার পাশে থাকে, তাকে সহযোগিতা করে। কোনো কারণে স্বামীর মন খারাপ থাকলে সে তার স্বামীর কষ্টের বোঝা নিজ কাঁধে তুলে নেয় এবং তাকে মানসিক প্রশান্তি দান করে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী বিবি খাদিজা হলেন নারীদের আদর্শ। তার নিম্নোক্ত ঘটনাটি পড়লেই আমরা তা বুঝতে পারবে।

> ‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বপ্রথম ওহি নাযিল হলো। ভয়ে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, আমাকে চাদরাবৃত কর, চাদরাবৃত কর। খাদিজা, আমার কী হল? তারপর তিনি তাকে সব বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমি আমার নিজের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করছি। তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকে বললেন, কখনো নয়। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তায়ালা কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন। সত্য কথা বলেন। মেহমানকে আপ্যায়ন করেন। সত্যের পথে বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।’[১৬৮]

এর চেয়ে অভয় ও সান্ত্বনাবাণী আর কী হতে পারে?

---

[১৬৮] সহিহ্‌ বুখারি, সহিহ্‌ মুসলিম।

এ কারণেই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা জান্নাতি নারী হতে পেরেছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার যাবতীয় কষ্টের ভার লাঘব করেছিলেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, খাদিজাকে (জান্নাতে) মণিমুক্তো দ্বারা নির্মিত ঘরের সুসংবাদ দিতে। যেখানে কোনো হৈচৈ নেই, দুঃখ কষ্ট নেই।'[১৬৯]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্মৃতি মনে গেঁথে রেখেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় আজীবন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর প্রায়ই তার কথা স্মরণ করতেন।

সাইয়্যিদা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজাকে অধিক স্মরণ করার কারণে আমি খাদিজাকে এত ঈর্ষা করতাম, যতটুকু ঈর্ষা আমি নবিজির অন্য কোনো স্ত্রীকে করিনি। অথচ আমি খাদিজাকে কখনো দেখিনি।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ইন্তেকালের তিন বছর পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করেছিলেন। তার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেননি।

আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

> 'একদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা স্মরণ করলে আমি বললাম, লাল মাড়ি বিশিষ্টা এক বৃদ্ধা নারীকে আপনি কেন এত স্মরণ করেন? আল্লাহ কি আপনাকে তার পরিবর্তে উত্তম কাউকে দেননি? তখন নবিজি বললেন, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার পরিবর্তে উত্তম কাউকে দেননি। লোকেরা যখন আমাকে অস্বীকার করেছিল, তখন সে আমার প্রতি ঈমান এনেছিল। লোকেরা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। লোকেরা যখন আমাকে বঞ্চিত করেছিল, তখন সে তার সমস্ত সম্পদ দিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা অন্য সকল স্ত্রীদের পরিবর্তে শুধু তার ঘরে আমাকে সন্তান দান করেছেন।'[১৭০]

---

[১৬৯] সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম।
[১৭০] সহিহ বুখারি।

শ্বাশুড়ি মায়েদের প্রতি

বউ শ্বাশুড়ির মাঝে যেসব কারণে সম্পর্ক নষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় একটি কারণ হচ্ছে, বউয়ের সন্তান হতে দেরি হওয়া। নতুন মেহমানের আগমনি বার্তা আসতে দেরি হওয়া।

বউয়ের সন্তান হতে দেরি হলে শ্বাশুড়ির উদ্বেগ বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে তার কথার ধরণ পাল্টাতে থাকে। বউয়ের সঙ্গে তার ব্যবহার ক্রমশ অসহ্য থেকে অসহ্যতর হয়ে উঠতে থাকে। তিনি তখন এই বউকে তালাক দিয়ে আবার বিয়ে করার জন্য ছেলেকে চাপ দিতে থাকে।

এতে বাড়ির বউ খুব কষ্ট পায়। তার আবেগ-অনুভূতি মারাত্মকভাবে আহত হয়। সে তার শ্বাশুড়িকে ঘৃণা করতে শুরু করে। আর কেনই বা করবে না?

শ্বাশুড়ি যে তার জীবনটা নরকে পরিণত করেছে। সকাল-সন্ধ্যা সবসময় একই খোঁটা শুনতে শুনতে কে কদিন ধৈর্য ধরে রাখতে পারে বলুন।

একসময় স্বামী নিজেও তার মায়ের মতো খোঁটা দেওয়া শুরু করে। কটুবাক্য শোনাতে থাকে। যেন সন্তান না হওয়ার জন্য সে-ই একমাত্র দায়ী।

শ্বাশুড়ির উচিত পুত্রবধুর এই কঠিন সময়ে তার পাশে থাকা। এমন অনেক দম্পতি আছে, বিয়ের বহু বছর পর যাদের সন্তান হয়েছে। সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এমন নারীরও একসময় সন্তান হওয়ার অসংখ্য ঘটনা আছে।

এবার বউ-শ্বাশুড়ির মাঝে আরেকটি সমস্যার কথা বলি—

বউয়ের শুধু কন্যা সন্তান হয়। তাই শ্বাশুড়ি তাই তার প্রতি নাখোশ। প্রতিদিন তার মুখে একই জিকির, নাতি কবে হবে, নাতির মুখ তিনি কবে দেখবেন? তার বংশের বাতি কবে আসবে? তিনি নাতির নাম ঠিক করে রেখেছেন। নাতি হলে এই নাম রাখবেন ইত্যাদি।

অসহায় বেচারি তখন বুঝতে পারে না কী করবে? শ্বাশুড়ির কারণে এ বাড়িটি তার জন্য বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সে আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি করে। এ ক্ষেত্রে তার তো কোনো হাত নেই। শুধু তার না, কারও কোনো হাত নেই। কারও কোনো ক্ষমতা নেই। একমাত্র আল্লাহর কুদরতই পারে এটা করতে। তিনি

যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন।

নাতির মুখ দেখার জন্য শ্বাশুড়ি তার ছেলেকে আবার বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে থাকে।

এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় নিয়ে সমস্যা হয়। যেমন—

পুত্রবধু সংসারের ঠিকমতো দেখাশোনা করে না, সন্তানদের খেয়াল রাখে না, কিংবা নিজের প্রতি যত্ন নেয় না ।

মা যখন দেখেন বিয়ের পর তার ছেলেটার যত্ন নেওয়ার, দেখাশোনা করার কেউ নেই, তখন তার কষ্ট লাগে। তিনি তখন এর জন্য তখন বউকে দোষারোপ করেন।

ঘরের কোন কাজ কে করবে এ নিয়েও অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। স্বামী যদি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রত্যেকের উপযোগী কাজ ঠিকভাবে বণ্টন করে দেয়, তাহলে আর এ সমস্যা হওয়ার কথা না।

অনেক সময় পুত্রবধু সুন্দরী ও রূপবতী না হওয়ার কারণে শ্বাশুড়ি তাকে তার পুত্রের অযোগ্য মনে করতে থাকে। সে মনে করে, তার পুত্র আরও সুন্দর বউ পাওয়ার যোগ্য।

নিঃসন্দেহে চেহারার সৌন্দর্য সবকিছু নয়। উত্তম আখলাক, সুন্দর আচার-ব্যবহার, মাধুর্যপূর্ণ কথা, মিষ্টি হাসি—এসব দিয়ে চেহারার সৌন্দর্য ঢেকে দেওয়া যায়। বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যটাই মূল। তাই ইসলামে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আর বউয়ের সৌন্দর্য নিয়ে শ্বাশুড়ির তো মাথা ব্যাথা করার কোনো কারণ নেই। কারণ তার ছেলে তাকে দেখেই বিয়ে করেছে। পছন্দ হয়েছে বলেই তাকে আল্লাহর কালেমা পড়ে গ্রহণ করেছে। তার সঙ্গে সংসার করছে। তার ছেলের চোখে যদি সে সুন্দর হয়, তাহলেই তো যথেষ্ট। মূল কথা হচ্ছে ছেলের খুশি। ছেলে খুশি থাকলে তারও খুশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হয় উল্টো। তিনি তা সহ্য করতে পারেন না।

সুন্দরী নারী বিয়ে করে চরম অশান্তিতে আছে এমন অসংখ্য পুরুষ এ সমাজে আছে।

সুতরাং পুত্রবধুকে সুন্দরী হতে হবে, এমনটা আবশ্যক নয়।[১৭১]

---

[১৭১] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ১৫৬-১৫৭

পুত্রবধুর মন কীভাবে জয় করবেন?

কথায় আছে, কোনো বউ মেয়ে হয় না, আর কোনো শ্বাশুড়ি মা হয় না। আসলেই কী তাই?

না। ব্যতিক্রমও আছে। কিছু শ্বাশুড়ি আসলেই 'মা' হন। মায়ের ভূমিকা পালন করেন।

পুত্রবধুকে নিজের কন্যার মতো মনে করুন। মমতার ডানা দিয়ে তার সমস্ত দোষ ঢেকে রাখুন। তার কোনো ক্ষতি চাওয়ার আগে ভাবুন, আপনি নিজেও একজন নারী। একজন নারী হয়ে আপনি আরেকজন নারীর ক্ষতি করতে পারেন না। তাছাড়া আপনি মা। নবি-রাসুলদের পরই আপনার মর্যাদা। আপনি শুধু আপনার ছেলের মা নন, আপনার পুত্রবধুরও মা। সে-ও আপনাকে মা বলে ডাকে। আপনার আরেক মেয়ে সে। সে আপনার সুকোমল স্নেহ চায়। মমতার পরশ চায়।

সুতরাং আপনি উত্তম আখলাকের পরিচয় দিন। বিচক্ষণতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করুন। সে কোনো কিছু না পারলে তাকে শেখার জন্য সময় দিন। তাকে আপনাদের সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দিন।

আপনার পরিবারের কেউ যেন তার সঙ্গে কোনো প্রকার খারাপ আচরণ না করে, সেজন্য সবাইকে কড়াভাবে সতর্ক করে দিন। বিশেষ করে আপনার মেয়েদের। তারা যেন তার পেছনে লেগে না থাকে। তার দোষ অন্বেষণ করে না বেড়ায়।

সে কোনো ভুল করে ফেললে আপনি তাকে কোমলভাবে নসিহত করুন। খুব ভালোভাবে জেনে রাখুন, আপনারা দুজন ভিন্ন দুটি সময়ের, ভিন্ন দুটি প্রজন্মের, ভিন্ন দুটি পরিবারের। তাই আপনাদের মাঝে রুচি ও স্বভাবগত ভিন্নতা থাকাটা স্বাভাবিক। এসব আপনি বুঝার চেষ্টা করুন। সে কেন আপনাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠতে পারছে না, আপনি তা নিয়ে ভাবুন।

জায়নামাজে বসে একাগ্র মনে তার জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলে প্রার্থনা করুন। আপনার নেক দুআ তার অনেক উপকারে আসবে।

পুরুষের জীবনের সবচেয়ে মধুর জিনিস

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, একজন পুরুষের জীবনের সবচেয়ে মধুর জিনিস হলো, ঘরে প্রবেশের সময় স্ত্রীর উষ্ণ ও নির্মল অভ্যর্থনা।

স্বামী যখন বাসায় ফিরে দেখে তার স্ত্রী তার অপেক্ষায় বসে আছে। আর সন্তানরা দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরছে, মুহূর্তেই তার সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আনন্দে তার চোখ-মুখ চিকচিক করতে থাকে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাৎ করে যা সে পছন্দ করে, তাহলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাকে আনন্দিত করবেন।'[১৭২]

এবার এক মহিলা সাহাবির ঘটনা শোনো, আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনা, যা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> 'আবু তালহার ঔরসজাত উম্মে সুলাইমের ছেলে মারা গেল। তিনি তার পরিবারের লোকদের বললেন, আবু তালহাকে তোমরা সংবাদটি দিও না, যতক্ষণ আমি না বলি। (তিনি চাচ্ছিলেন তার স্বামী আবু তালহা সফর থেকে ফিরে আসা মাত্রই দুঃসংবাদ শুনে তার মন যেন খারাপ হয়ে না যায়।)
>
> তারপর আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু এলেন। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সামনে খাবার উপস্থিত করলে তিনি রাতের খাবার খেলেন। তারপর উম্মে সুলাইম যথাসাধ্য সাজগোজ করলেন। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গে মিলিত হলেন। যখন উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা দেখলেন যে, তিনি মিলনে পরিতৃপ্ত, তখন তাকে পুত্রমৃত্যুর সংবাদটি দিলেন। তবে দুঃসংবাদের সংবাদটি তিনি তাকে সরাসরি দিলেন না। এখানেও প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন। স্বামীকে সম্বোধন করে বললেন, কেউ যদি কারও কাছে কোনো জিনিস

---

[১৭২] তাবারানি।

আমানত রেখে তারপর তা নিয়ে যায়, তবে তার কি তা রেখে দেওয়ার অধিকার আছে? আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না। উম্মে সুলাইম রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন বললেন, তাহলে আপনি আপনার পুত্রের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করুন। আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? আর এখন আমি অপবিত্র অবস্থায় আছি। এখন তুমি আমাকে এই সংবাদটি দিলে?

তারপর তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গেলেন। তাঁকে বিষয়টি জানালেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আবু তালহাকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গত রাতের মাঝে বরকত দান করুন।'[১৭৩]

নবিজির দুআর বরকতে তাদের পরিবারে পরবর্তিতে দশজন সন্তান হয়েছিল।

সুবহানাল্লাহ! এমন স্ত্রী কল্পনা করা যায়!

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহিলা সাহাবিগণ কত উত্তম দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য। স্বামীর মানসিক প্রশান্তির প্রতি তারা কত গভীরভাবে খেয়াল রেখেছেন। সন্তান মারা যাওয়ার মুহূর্ত হচ্ছে একজন মায়ের জীবনে সবচেয়ে কষ্টের ও শোকের। অনেক মা তখন শোকের আতিশয্যে বারবার জ্ঞান হারাতে থাকেন। কয়েকজন মিলেও তাকে ঠিক রাখতে পারেন না। এমন কঠিন শোকের দিনেও স্বামী যেন কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ রেখেছেন। তাছাড়া সন্তান মৃত্যুর সংবাদটিও তিনি কত প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দিয়েছেন, যাতে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে তার কষ্ট না হয়। তিনি ভেঙে না পড়েন।

এ কারণেই শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের ঘরগুলো ছিল একেকটি জান্নাতের বাগান। স্বর্গোদ্যান। আর আমাদের ঘরগুলো...।

দুআ করি আমাদের নারীরাও যেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার মতো হয়।

কিন্তু আমাদের নারীরা যেন এমন না হয়, যার স্বামী বাসায় ফেরা মাত্রই সে তার সামনে অভিযোগের বাক্স নিয়ে আসে। সন্তানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কাজের মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাজার-ঘাট নিয়ে অভিযোগ। শুধু অভিযোগ আর অভিযোগ। বাসায় ফেরা মাত্রই এতসব অভিযোগ স্বামীর উপর খারাপ প্রভাব ফেলে।

---

[১৭৩] সহিহ মুসলিম : ৬১০০।

অধিক ভর্ৎসনার কুফল

অনেক নারীর মাঝে এ সমস্যাটা থাকে। তারা ছোট-বড় যে কোনো বিষয়ে স্বামীর শুধু দোষ ধরতে থাকে। এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি, যা দাম্পত্য জীবনের মাঝে ধীরে ধীরে পঁচন ধরিয়ে দেয়।

আমরা যেন এমন অসহনশীলা না হই। আমাদের মাঝে যেন সহনশীলতার মাধুর্য থাকে। ছাড় দেওয়ার, ক্ষমা করার মানসিকতা থাকে। সংসারের সব বিষয়ে আমাদের আচার-আচরণ যেন হয় খুব সংযত। বিশেষ করে স্বামীর সঙ্গে। কেননা অসংযত আচরণ, অসংলগ্ন কথাবার্তা পারিবারিক জীবনে অনেক মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে।

আবদুল্লাহ বিন জাফর বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় নসিহত করে বলেন,

> 'তোমার মাঝে যেন অহংকার না থাকে। অহংকার থেকে দূরে থাকবে সবসময়। কারণ, এটি তালাকের চাবি। অধিক ভর্ৎসনা করা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, তা ঘৃণার জন্ম দেয়। চোখে সুরমা ব্যবহার করবে। কারণ, তা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।'

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الَّتِي إِذا ظُلِمَتْ قالَتْ هذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَذُوقُ غَمْضاً حَتَّى تَرْضَى

> 'আমি কি তোমাদের জান্নাতি নারীদের পরিচয় বলব না? আমরা বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন, যে নারী অধিক প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী। সে রাগ করলে অথবা তার সঙ্গে মন্দ আচরণ করা হলে, কিংবা তার স্বামী তার সঙ্গে রাগ করলে সে বলে, এই যে আপনার হাতে আমার হাত। আপনি সন্তুষ্ট হওয়ার আগ পর্যন্ত আমার এ দু'চোখ নিদ্রা যাবে না।'[১৭৪]

---

[১৭৪] সহিহুল জামে : ২৬০৪।

সুতরাং নিজের ভেতর থেকে অহংকারকে সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলুন। স্বামী রাগ করলে তার কাছে যান। তার রাগ ভাঙান। আপনি খুব দ্রুত তার মনে জায়গা করে নিতে পারবেন।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'যে নারী এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১৭৫]

অপর একটি হাদিসে যে নারীর প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে তার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> 'তার কোনো নামাজ কবুল হয় না। কোনো নেক আমল উপরে উঠানো হয় না, যতক্ষণ স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হন।'[১৭৬]

আসমা বিনতে খাদিজা তার মেয়েকে বিয়ের সময় উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,

> 'তুমি যদি তার জন্য জমিন হতে পার। তাহলে সে হবে তোমার জন্য আকাশ। তুমি বিছানা হলে সে হবে খুঁটি। তার সঙ্গে কোনো কিছু নিয়ে পীড়াপীড়ি করো না, তাহলে সে তোমাকে অপছন্দ করবে। তার কাছ থেকে দূরে দূরে থেকো না, তাহলে সে তোমাকে ভুলে যাবে। সে তোমার কাছে এলে তুমি আরও কাছে যাবে। সে তোমার নিকটবর্তী হলে তুমি আরও নিকটবর্তী হবে।'

[১৭৫] সুনানে তিরমিযি, সুনানে ইবনে মাজাহ।
[১৭৬] সহিহ ইবনে হিব্বান : ৫৩৫৫।

দীনের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা নাকি নমনীয়তা

দেখা যায় অনেক নারী বিয়ের আগে হয়ত ধর্মীয় কোনো অনুশাসন মেনে চলত। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী তা পছন্দ না করায় সে তা ছেড়ে দেয়।

যেমন, কোনো নারী বিয়ের আগে পর্দা করত। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী পর্দা করা পছন্দ করে না বিধায় সে তা ছেড়ে দেয়।

আবার অনেক নারীকে পুরুষদের সঙ্গে মিশতে হয়, স্বামীর বন্ধু-বান্ধব, অফিসের কলিগরা বাসায় এলে তাদের সামনে যেতে হয়, তাদের সঙ্গে দেখা করতে হয়, হাসি-মুখে কথা বলতে হয়। খাবার-পানীয় পরিবেশন করতে হয়। কারণ, তার স্বামী চায়। তার কাছে এগুলো আধুনিকতা। কালচারের অংশ।

এভাবে সেই নারী ধীরে ধীরে দীন থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহর ইবাদত ও তার আনুগত্য বর্জন করে পাপ ও গুনাহর কাঝে কাজে জড়িয়ে যায়।

অনেক নারী এটাকে কোনো সমস্যাই মনে করে না। তার কাছে তার প্রভুর সন্তুষ্টির চেয়ে স্বামীর সন্তুষ্টি বড়। স্বামীর খুশির জন্য আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করতেও তার কোনো পরোয়া নেই। তার আজাব ডেকে আনতেও তার ভয় নেই।

আমাদের মাঝে কি আল্লাহর এমন কোনো প্রিয় বান্দি নেই, গুনাহর কাজ করতে বললে যে তার স্বামীকে রাসুলের নিম্নোক্ত হাদিসটি শুনিয়ে দিবে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

'স্রষ্টার নাফরমানির বিষয়ে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই।'[১৭৭]

কিংবা সে তার স্বামীকে বলবে, আপনি খুব মর্যাদাবান, কিন্তু আমার কাছে আমার দীন ও আমার রবের আনুগত্য আরও বেশি মর্যাদাবান।

আল্লাহ হুকুম অমান্য করতে বলায় এক নারী তার স্বামীকে কীভাবে লজ্জা দিচ্ছে দেখুন,'আপনার কি মনে পড়ে, আমরা যখন বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তখন আপনি আমাকে পর্দা করতে নিষেধ করেছিলেন? হিজাব খুলে ফেলতে

---

[১৭৭] মুসনাদে আহমাদ।

বলেছিলেন? কিংবা আপনার কি মনে পড়ে, আপনি আমাকে চেকাপ করাতে মহিলা ডাক্তারের পরিবর্তে পুরুষ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

আপনার স্বামীর মাঝে যদি নাটক, মুভি, সিরিয়াল ইত্যাদি দেখার বদঅভ্যাস থাকে; তাহলে আপনি চাইলেই তাকে তা থেকে ফেরাতে পারেন। এটা কোনো ব্যাপারই না। আপনাকে মনে রাখতে হবে, পুরুষ মাত্রই নারীর প্রতি অনুরুক্ত থাকে। নারী যা চায় তা-ই হয়। তাই একটু চেষ্টা করলেই আপনি তাকে বদলে দিতে পারেন। আপনার আত্মার আলোয় তাকেও আলোকিত করতে পারেন।

আপনি কি চান আপনার স্বামীর জীবনের ডায়েরি পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা থাকুক? কেয়ামতের দিন আপনি জান্নাতে চলে যান আর আপনার স্বামী জাহান্নামের আগুনে জ্বলুক?

♥ অনেক পুরুষ আছে, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার সময় ঠিকই জিজ্ঞাসা করে মেয়ে পর্দা করে কি না। কিন্তু বিয়ের পর তাকে পর্দা করতে দেয় না। কিংবা সে পর্দা না করলেও তাকে কিছু বলে না।

মনে রাখতে হবে, পর্দা একটি ফরজ বিধান। স্বামী স্ত্রীকে পর্দা করতে নিষেধ করলেও স্ত্রীর তা পালন করা আবশ্যক।

আপনার স্বামী আপনাকে যদি পর্দা করতে নিষেধ করে, তাহলে আপনি প্রথমেই তার সঙ্গে ঝগড়ায় জড়াবেন না। তবে তার নির্দেশ মানবেনও না। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

দ্বিতীয়তঃ আপনাকে সবর করতে হবে। আপনি সবর করুন।

তৃতীয়তঃ তাকে পর্দার সুফল ও পর্দা না করার কুফল সম্পর্কে অবিহত করুন।

চতুর্থতঃ পবিত্র কুরআন-হাদিসে পর্দার ফযিলত ও পর্দা না করার গুনাহ্ সংক্রান্ত যেসব কথা বর্ণিত হয়েছে, আপনি তাকে সেগুলো শোনান। পড়তে দিন। বিজ্ঞ কোনো আলেমের সঙ্গে তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।

পঞ্চম যে কাজটি আপনাকে করতে হবে, আল্লাহর কাছে তার হেদায়াতের জন্য দুআ করতে থাকুন।

আর স্বামীর জন্য কোনোভাবেই জায়েজ নেই, স্ত্রী যদি তার গুনাহর কাজের নির্দেশ না মানে, তাহলে তাকে তালাকের হুমকি দেওয়া।

মজার মজার খাবার রান্না করা

ক্ষুধা মানুষের দেহে একধরনের বিশৃঙ্খলা ও সমস্যা সৃষ্টি করে। এ সময় মানুষ সুস্থিরভাবে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারে না। তার মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকে।

এমন সময় যদি সে পছন্দের কোনো খাবার খেতে পায়, তখন সে খুবই খুশি ও আনন্দিত হয়। তার অন্তরে খাবার প্রস্তুতকারীর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

উসামা বিনতে হারেস তার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় উপদেশ প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

> 'স্বামীর ঘুম ও খাবারের সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকো। কারণ ক্ষুধা মানুষকে উত্তেজিত করে। আর ঘুমের স্বল্পতা তাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে।'

যে নারী স্বামীর খাওয়ার সময়ের প্রতি লক্ষ রাখে, তার জন্য মজাদার ও সুস্বাদু খাবার তৈরি করে, সে খুব সহজেই তার মন জয় করে ফেলে।

তবে আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নারীরা খাবার তৈরি করতে অনেক দীর্ঘ সময় নষ্ট করবে। যার ফলে ঘরের অন্যান্য কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। বরং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সে স্বামীর জন্য সুস্বাদু খাবার তৈরি করবে।

তারপর স্বামী যখন ক্ষুধা নিয়ে বাসায় ফিরবে। আর এসে দেখবে তার পছন্দের খাবার রেডি। বাসার সবকিছু সাজানো-গোছানো। আর এদিকে স্ত্রীও তার অপেক্ষায় ছিল, সে আসলে একসঙ্গে খেতে বসবে। এমন প্রীতি ও ভালোবাসাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে আল্লাহ তায়ালা বরকত দান করেন। এমন ঈমানি পরিবেশকে আল্লাহ তায়ালা খুব পছন্দ করেন।

স্বামীর আনুগত্য দাসবৃত্তি নয়, বরং সুখী দাম্পত্যের মূল ভিত

এক মহিলা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল,

> 'আমি নারীদের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ তায়ালা পুরুষের উপর জিহাদ ফরজ করেছেন। তারা যদি (যুদ্ধ করতে গিয়ে) আঘাত পায়, তাহলে সওয়াব লাভ করে। আর শহিদ হলে তারা আল্লাহর কাছে জীবিত থেকে রিজিক লাভ করতে থাকে। আমরা নারী সম্প্রদায়। তাদের সব কাজ করি। এসব কাজের কী প্রতিদান রয়েছে আমাদের জন্য? তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে সকল নারীদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে তুমি তাদের বলে দিও যে, স্বামীর আনুগত্য করা ও তার হক স্বীকার করে নেওয়া সেই আমলের সমান। আর তোমাদের মধ্যে খুব কম নারীই তা করে থাকে।'

এই হাদিসে স্বামীর আনুগত্যকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মতো মহান ইবাদতের সমকক্ষ বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে নারী স্বামীর আনুগত্য করে এবং তার হক মেনে নেয়, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদের সমান প্রতিদান লাভ করে। কিন্তু অধিকাংশ নারীই এ ফযিলতের কথা জানে না। জানলেও আমল করে না। কিংবা আংশিক আমল করে। অথচ স্বামীর আনুগত্যের দ্বারা একজন নারীর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'কোনো নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১৭৮]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন নারী উত্তম? তিনি বললেন,

> 'যে নারীর দিকে তাকালে স্বামী আনন্দ লাভ করে। স্বামী কোনো আদেশ করলে তা মান্য করে এবং নিজের বিষয়ে ও স্বামীর সম্পদের ক্ষেত্রে তার অপছন্দনীয় কিছু করে না।'[১৭৯]

---

[১৭৮] সহিহ হাদিস, মুসনাদে বাযযার।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'আমি যদি কাউকে সেজদা করার জন্য নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম।'[১৮০]

আমাদের সমাজের পরিবারগুলোর দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই, অধিকাংশ পারিবারিক সমস্যা স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর অবাধ্যতার কারণে হয়ে থাকে। অথচ একজন মুমিন নারী শরিয়ত নির্দেশিত পন্থায় স্বামীর আনুগত্য করলে শুধু ইহজীবনে নয়, পরকালিন জীবনেও সুখী হতে পারে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা স্বামীর আনুগত্যকে মুমিন নারীদের সিফাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

> 'সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা আল্লাহ যা সংরক্ষিত করেছেন (অর্থাৎ স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব, স্বামীর সম্পদ ও তার যাবতীয় হক) তা হিফাজত করে।'[১৮১]

---

[১৭৯] মুসনাদে আহমাদ।
[১৮০] সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ৩৪৯০।
[১৮১] সুরা নিসা : ৩৪।

নেতিবাচক অনুভূতিগুলো কীভাবে প্রকাশ করবেন?

রাগের মাথায় আপনি আপনার স্বামীকে কিছু বলতে যাবেন না। আপনি সময় নিন। শান্ত ও স্থির হোন। তারপর বলুন। শান্ত ও স্থির হতে যদি আপনার দীর্ঘ সময় লেগে যায়, সমস্যা নেই।

যা বলার সুস্পষ্ট ভাষায় অল্প কথায় বলুন। বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বলুন।

নিজের অনুভূতি প্রকাশ করুন। তিরস্কার কিংবা ভর্ৎসনা করার সময় সরাসরি সম্বোধন করা থেকে বিরত থাকুন। যেমন, 'তুমি এটা করেছো। তোমার কারণে এমন হয়েছে। তুমিই তো বলেছো।'

এভাবে সরাসরি সম্বোধন করবেন না। কারণ, এতে পুরুষ উত্তেজিত হয়। সে অপমান বোধ করে। সে মনে করে, তাকে দোষারোপ করা হচ্ছে। তখন সে পাল্টা জবাব দেওয়া শুরু করে।

যেমন ধরুন, কোনোদিন আপনার স্বামীর বাসায় ফিরতে দেরি হলো। তখন আপনি তাকে 'তুমি কেন দেরি করলে' এভাবে না বলে বলুন, 'তোমার আসতে দেরি হওয়ায় আমি সেই কখন থেকে টেনশন করছি। তোমার কখনো দেরি হলে তুমি যদি একটা কল বা টেক্সট করে আমাকে জানিয়ে দাও...।'

- ♥ নিজেদের কোনো সমস্যা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করবেন না। এতে কিছুতেই সমস্যার সমাধান হবে না।
- ♥ সবসময় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিরত থাকুন। যেমন, আপনি নিপীড়িত, এই সংসারে আপনি সুখী নন, আপনার কপাল মন্দ। বরং পজিটিভ চিন্তা করুন। আল্লাহ্ আপনাকে যেসব নেয়ামতের মধ্যে রেখেছেন, সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করুন।
- ♥ সংসারের যে কোনো সমস্যা নিয়ে আপনি সরাসরি আপনার স্বামীর সঙ্গে কথা বলুন। অন্য কারও সঙ্গে নয়। এমনকি আপনার পিত্রালয়ের কারও সঙ্গে কিংবা বান্ধবীদের সঙ্গেও নয়।
- ♥ নিরবে কষ্ট সহ্য না করে তা দূর করার চেষ্টা করুন। এমন কিছু করুন যা আপনার বিষাদে ভরা জীবনকে আনন্দময় করে তুলবে।
- ♥ সবসময় মনে রাখবেন আপনার স্বামী কোনো ফেরেশতা না। সে একজন সাধারণ মানুষ। ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তার মাঝে পূর্ণতা খুঁজতে যাবেন না।

এক মহিলা ছিল, যখনই সে স্বামীর সঙ্গে বের হতো, তাদের পাশ দিয়ে কোনো যুবতী নারী যাওয়ার সময় সে তার স্বামীকে তার দিকে তাকাতে নিষেধ করত। অথচ তার স্বামী একজন দীনদার চরিত্রবান মানুষ ছিলেন।

আত্মমর্যাদাবোধ ভালো। তবে এতটা নয়। এটা দাম্পত্য জীবনের জন্য কবরস্বরূপ।

দুনিয়াবিমুখ এক বুজুর্গ ছিল, তার স্ত্রী একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করল, রাস্তায় কয়জন নারীকে দেখেছেন?

বুজুর্গ বললেন, আল্লাহর কসম, আমি শুধু আমার পায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম।

দেখুন, স্বামী বুজুর্গ হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী তাকে এই প্রশ্ন করছে।

পরিশেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই বলছি, আল্লাহকে ভয় করুন।

এক আল্লাহর ওলি বলেন,

> ‘মনের চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভুল থেকে রক্ষা করেন।’

সুবহানাল্লাহ! বড় দামি কথা![১৮২]

---

[১৮২] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

এরপর সে আর কোনোদিন চোখ তুলে তাকায়নি

বিয়ের পর চার বছর হয়ে গেছে। এখনো কোনো সন্তান হয়নি। চারদিকে তাদের নিয়ে ফিসফাস শুরু হয়েছে।

কিন্তু দোষটা কার, এটা তারা দুজনের কেউ জানে না। একদিন তারা দুজন মিলে হাসাপাতালে গেল। ডাক্তার কিছু টেস্ট দিলেন। তারা টেস্টগুলো করালেন। রিপোর্ট আসল। স্বামী রিপোর্ট হাতে নিয়ে দেখল, সমস্যা তার স্ত্রীর, সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। কিন্তু সে স্ত্রীকে বিষয়টি বললো না। তাকে বাইরে বসিয়ে রেখে ভেতরে গেলো। তারপর ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল, কী অবস্থা ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার সাহেব সমস্ত রিপোর্ট দেখে বললেন, 'আপনার স্ত্রী গর্ভধারণ করতে পারবে না।'

এ কথা শুনে তিনি ঘাবড়ালেন না। আলহামদুলিল্লাহ বললেন। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা। তারপর তিনি বললেন, ডাক্তার সাহেব, আমি বাইরে গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসছি। তবে আপনি তাকে বলবেন, সমস্যা আমার। তার না। এটা আপনার কাছে আমার অনুরোধ। সে ডাক্তার সাহেবকে খুব করে অনুরোধ করল। ডাক্তার সাহেব তার পীড়াপীড়িতে রাজি হলেন।

সে স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে এলো। ডাক্তার তাকে বললেন, আপনার স্বামী অক্ষম। আল্লাহ যদি না চান তাহলে তার ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

স্ত্রীর সামনে তার চোখে-মুখে কষ্টের ছাপ দেখা গেল। সে বাসায় এল। কয়েকদিন না যেতেই বিষয়টা সবাই জেনে গেল। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সবাই।

এভাবে অনেক বছর কেটে গেল। তারা দুজনই সবর করে আছেন। স্ত্রী আর সইতে না পেরে একদিন বলেই বসল, দীর্ঘ নয় বছর আমি সহ্য করেছি। আর পারছি না। আমি ডিভোর্স চাই। আমি আবার বিয়ে করে সন্তানের মুখ দেখতে চাই।

তখন স্বামী বলল, এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা।

স্ত্রী তাকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিল, আমি সর্বোচ্চ আর একটি বছর দেখব। এর মধ্যে যদি তুমি সুস্থ হতে পার তো আলহামদুলিল্লাহ। অন্যথায়...।

স্বামী বলল, ঠিক আছে। তুমি যা বলবে তাই হবে। সে আল্লাহ তায়ালার রহমতের ব্যাপারে খুব আশাবাদি ছিল।

এদিকে মানুষের চোখে তার স্ত্রী অনেক মহান বনে গেল। সবাই বলতে লাগল, দেখো, স্বামী অক্ষম। তারপরও সে এত বছর সবর করে তার সঙ্গে সংসার করে যাচ্ছে। এমন মহিয়সী নারী আজকাল খুব কম পাওয়া যায়।

এরপর অল্প কদিন না যেতেই স্ত্রীর কিডনীতে সমস্যা দেখা দিল। ধীরে ধীরে তার অবস্থার অবনতি হলো। একপর্যায়ে তার একটি কিডনী ড্যামেজ হয়ে গেল।

তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হল। কয়েকদিন পর তার স্বামী তাকে জানাল যে, সে কিডনীর খোঁজে একটু দেশের বাইরে যাচ্ছে।

বাইরে গিয়ে স্ত্রীকে ফোন দিল যে, সে কিডনীর সন্ধান পেয়েছে। একজন দাতা তার কিডনী দিতে রাজি হয়েছে।

অপারেশনের একদিন আগে কিডনী দাতা এলো।

স্বামী তখন স্ত্রীর কাছে আবার সফরে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ আছে। সেগুলো শেষ করতে হবে।

তখন স্ত্রী বলল, কাল আমার অপারেশন, আর আজ আপনি আমাকে রেখে চলে যাচ্ছেন? আপনি কি কোনো স্বামী?

অপারেশন সাকসেসফুল হল। কয়েকদিন পর স্বামী ফিরে এলো। তাকে দেখতে কেমন অসুস্থ মনে হচ্ছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে। কারণ, সেই তার স্ত্রীকে কিডনী দান করেছে। এর কয়েক মাস পর স্ত্রী তার সেই কাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ লাভ করল। সে গর্ভধারণ করল। সবার মাঝে খুশি ছড়িয়ে পড়ল। তার সুস্থ সুন্দর একটি বাচ্চা হল।

একদিন স্বামী তার ডায়েরিটা টেবিলের উপর রেখে বাহিরে গিয়েছিল। ঘর গোছাতে গিয়ে সেটা স্ত্রীর নজরে পড়ল। সে হাতে নিয়ে ডায়েরিটা খুলল। তারপর পড়ে দেখল। তখন সে সব জানতে পারল। সে জানত না, মূলত সমস্যা তার ছিল। সে সন্তান জন্মদানে অক্ষম ছিল। তার স্বামীর আসলে কোনো সমস্যা ছিল না এবং কিডনীও তাকে অন্য কোনো লোক নয়, তার স্বামীই তাকে দান করেছে।

ডায়েরিটা বন্ধ করে সে অনেকক্ষণ কাঁদল। নিজের প্রতি তার ভীষণ লজ্জা হল। এরপর লজ্জায় সে আর কোনোদিন তার স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।[১৮৩]

[১৮৩] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

যে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'আল্লাহ তায়ালা এমন নারীর দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না, যে স্বামীর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।'[১৮৪]

হে নারী, আপনার স্বামী জীবিকা উপার্জনে, আপনাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন, নিরাপত্তা বিধান ও সমস্ত প্রয়োজনাদি পূরণ করতে কত পরিশ্রম করে। রাত-দিন এক করে খাটে।

সুতরাং আপনি তার প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতার আচরণ করুন।

এই প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। একবার তিনি তার পুত্র ইসমাঈলকে দেখতে গেলেন। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে ইসমাঈলকে পেলেন না। শুধু তার স্ত্রীকে পেলেন। তিনি তাকে স্বামীর সঙ্গে তার অবস্থাদির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সে বলল, অবস্থা ভালো না। এতে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বুঝে ফেললেন যে, তার এই পুত্রবধু তার পুত্রের সঙ্গে সংসার করে সন্তুষ্ট নয়। তখন তিনি তাকে বললেন, ইসমাঈল এলে তাকে আমার সালাম বলবে। আর বলবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠটা পাল্টে নেয়। তারপর যখন তিনি এলেন, তখন তার স্ত্রী তাকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, সেই বৃদ্ধ লোক আমার পিতা। আর তুমি হচ্ছ দরজার চৌকাঠ। তুমি তোমার নিজ পরিবারে চলে যাও।

আর হাদিসেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর নেয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করে না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। ভালোবাসার বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞতা পারস্পরিক ঘৃণা সৃষ্টি করে এবং ভালোবাসার বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়।

---

[১৮৪] সহিহ আত-তারগিব।

নারীদের উচিত কৃতজ্ঞ হওয়া। সন্তুষ্ট থাকা। স্বামীর সামান্য অসদাচরণ কিংবা ভুলের কারণে তার এতদিনের অনুগ্রহ ও সদাচারের কথা ভুলে না যাওয়া। তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তার মনে কষ্ট না দেওয়া। এতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হন। আর একজন মুমিন নারী তো স্বামীর অসন্তুষ্টির চেয়ে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিকে বেশি ভয় করবে এবং তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে।

সবসময় অভিযোগ অনুযোগ করতে থাকা দাম্পত্য জীবনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বোধকে নষ্ট করে দেয়। সংসার নামক স্বর্গোদ্যানকে নরকে পরিণত করে। পুরুষ তখন এই নরক ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়। এভাবে একসময় শয়তান তাদের মাঝে বিচ্ছেদের দেয়াল তুলে দুজনকে পৃথক করে দেয়।

নারীর চাকরির বিধান

নারী-পুরুষ উভয়কেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। তারপর অবস্থা ও উপযোগিতা ভেদে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাগ করে দিয়েছেন। পুরুষকে দিয়েছেন আয়-উপার্জন, নারীর ভরণ-পোষণ, নিরাপত্তা বিধান ও তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব। অর্থাৎ নারীর সমস্ত গুরুভার পুরুষের কাঁধে। তার কাজ বাহিরে। পুরুষদের সঙ্গে। সে চাকরি-বাকরি ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ সফর করবে।

পক্ষান্তরে নারীকে দিয়েছেন মাতৃত্ব ও পরবর্তি প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব। তার কাজ গৃহাভ্যন্তরে। নারীদের সঙ্গে। সে নিজের সতীত্ব রক্ষা করবে। পর্দার সঙ্গে থাকবে। সন্তান লালন-পালন করবে। পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ রাখবে। ঘর-সংসার পরিচালনা করবে। সে তার সন্তানদের আশ্রয়। স্বামীর প্রশান্তি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

> 'আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা (নিজের সতীত্ব, স্বামীর সম্পদ ইত্যাদি) হিফাজত করে।'[১৮৫]

এই আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা নারী-পুরুষের দায়িত্বের বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। এখানে পুরুষকে নারীর ভরণপোষণ ও তার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যা একটি বহির্মুখী দায়িত্ব। আর নারীকে দেওয়া হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে অর্থাৎ পর্দার হালতে থেকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব। যা একটি গৃহমুখী দায়িত্ব।

পুরুষের এই দায়িত্বের কথা হাদিস শরিফেও এসেছে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

> 'যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে...।'[১৮৬]

---

[১৮৫] সুরা নিসা : ৩৪।

[১৮৬] সুনানে নাসাঈ; সুনানে আবু দাউদ : ১৮৩০।

তাই চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে নারীর ঘর থেকে বের হওয়া উচিত নয়। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, একজন নারী যখন চাকরি-বাকরি, অফিস-আদালত নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন তার পক্ষে উপরিউক্ত দায়িত্বগুলো পালন করা সম্ভব হয় না। সেই সঙ্গে তার নিরাপত্তাও ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। আর বর্তমান সময়ে তো নারীদের নিরাপত্তা ঝুঁকি অত্যন্ত প্রকট।

তাছাড়া একজন নারীর সবেচেয়ে বড় পরিচয় তো তার চাকরি-বাকরি নয়। ক্যারিয়ার নয়। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তার মাতৃত্ব। নিজের দীন, সতীত্ব, সংসার, সন্তান এসব তার কাছে সবচেয়ে বড়। মর্যাদার। তার মর্যাদা তো পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘরের বাইরে যাওয়া নয়। অফিস-আদালতে গিয়ে কাজ করা নয়।

একান্ত কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে ভিন্ন কথা। কিন্তু এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। নারী যদি অপারগ হয়, তার দেখাশোনা করার মতো কেউ না থাকে, স্বামী উপার্জনে অক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে শরিয়াহ সম্মত পন্থায় অনুকূল পরিবেশে হালাল উপার্জনের যে কোনো পন্থা তার জন্য অবলম্বন করা জায়েজ। যেমন,

> 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী নিজ ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। একদিন তিনি নবিজির দরবারে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করলে তিনি বললেন, এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন মেটাচ্ছ। এর প্রতিদানে তুমি বিরাট সওয়াব লাভ করবে।'[১৮৭]

[১৮৭] মুসনাদে আহমাদ : ১৬১৩০, ১৬০৮৬।

পর্দা : নারীর মাহরাম ও গায়রে মাহরাম

নামাজ রোজা যেমন ফরজ, তেমনি পর্দাও ফরজ। পার্থক্য হলো, নামাজ রোজার কাযা আছে। কিন্তু পর্দার কোনো কাযা নেই। অতীতে পর্দা না করে থাকলে সেজন্য একনিষ্ঠ মনে আল্লাহর কাছে তওবা-ইস্তেগফার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। নামাজ না পড়লে, রোজা না রাখলে যেমন মারাত্মক গুনাহ হয়, তেমনি পর্দা না করলেও মারাত্মক গুনাহ হয়। কুরআন শরিফের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নারীদের পর্দার আদেশ দিয়েছেন। এটি তাদের জন্য রক্ষাকবচ।

প্রাপ্তবয়স্কা একজন নারী কার কার সঙ্গে দেখা করতে পারবে সে ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। একজন নারীর যে সমস্ত পুরুষের সঙ্গে দেখা করা জায়েজ তাদের মাহরাম বলা হয়। আর যাদের সঙ্গে দেখা করা জায়েজ নেই তাদের গায়রে মাহরাম বলা হয়। নারীর মাহরাম পুরুষ কারা তা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করে দিয়েছেন।

অনেক নারী পর্দা প্রথা মেনে চললেও আত্মীয় মহলে মেনে চলে না। যেমন—দেবর, ভাসুর, স্বামীর চাচা-জ্যাঠা-খালু-ফুপা-মামা। নিজের খালু, ফুপা। অথচ বাইরের মানুষের চেয়ে আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বেশি হয়। এ ক্ষেত্রে পর্দার হুকুম অধিক লঙ্ঘিত হয়। এর চেয়ে ভয়ংকর কথা হলো, এ সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পর্দা না করাকে অনেকে গুনাহ মনে করে না। এদের ইমানহারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

হযরত উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তোমরা পরনারী গমন করা থেকে বিরত থাক। একথা শুনে এক আনসারি সাহাবি জিজ্ঞাসা করল, বলল, হে আল্লাহর রাসুল, 'হামউন' সম্পর্কে আপনি কী বলেন? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হামউন' হলো মৃত্যু সমতুল্য।'[১৮৮]

আরবি ভাষায় স্বামীপক্ষের আত্মীয় স্বজনকে 'হামউন' বলা হয়। যেমন—দেবর, ভাসুর, স্বামীর চাচা-খালু-মামা। এদের সঙ্গে পর্দা না করাকে মৃত্যু সমতুল্য বলা হয়েছে। তাই এদের ক্ষেত্রে পর্দাপ্রথাকে আরও কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। অন্যথায় এর জন্য ভয়াবহ পরিণতির অপেক্ষা করতে হবে।

---

[১৮৮] সহিহ বুখারি : ৫২৩২; সহিহ মুসলিম : ২১৭২।

নারীর মাহরাম কারা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তা বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’[১৮৯]

যে সকল পুরুষের সঙ্গে নারীর দেখা করা জায়েজ, তাদের মধ্যে ঊর্ধ্বতন ও নিম্নস্তন সম্পর্কের পুরুষ আছে। যেমন, বাবা, চাচা, দাদা, নানা। এরা ঊর্ধ্বতন সম্পর্কের। আর পুত্র, পৌত্র, ভাগিনা, ভাতিজা এরা হচ্ছে নিম্নস্তন সম্পর্কের। যে সব পুরুষের সঙ্গে নারীর দেখা করা জায়েজ, তারা প্রথমত দু'প্রকার।

১. সার্বক্ষণিক বা চিরস্থায়ী জায়েজ। যেমন, বাবা, চাচা, দাদা, নানা, পুত্র।
২. সাময়িক জায়েজ। যেমন, স্বামীর পিতা অর্থাৎ শ্বশুড়, দাদা শ্বশুর, নানা শ্বশুড়। স্বামীর সঙ্গে যতদিন বিবাহ বন্ধন থাকবে, ততদিন তাদের সঙ্গে দেখা করা জায়েজ। কখনো তালাক হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে দেখা করা নাজায়েজ। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সব পুরুষের সঙ্গে দেখা করা জায়েজ হয়, বৈবাহিক সম্পর্ক না থাকলে তাদের সঙ্গে দেখা করা হারাম হয়ে যায়।

[১৮৯] সুরা নূর : ৩১।

আসুন জেনে নেই নারীর মাহরাম পুরুষ কারা। কাদের সঙ্গে তার দেখা করা জায়েজ :

১. স্বামী, স্বামীর অন্য ঘরের পুত্র।
২. স্বামীর বাবা ও দাদা-নানা। অর্থাৎ শ্বশুর, দাদা শ্বশুর, নানা শ্বশুর এবং তদূর্ধ্ব পুরুষগণ।
৩. পিতা।
৪. দাদা-চাচা এবং তদূর্ধ্ব পুরুষগণ।
৫. আপন ও সৎ মামা, নানা ও নানার ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ।
৬. আপন ছেলে ও ছেলের ঘরের পুত্ররা।
৭. আপন মেয়ের জামাই। তবে সৎ মেয়ের জামাই মাহরাম নয়। তার সঙ্গে দেখা করা জায়েজ নেই।[১৯০]
৮. আপন ভাই, সৎ ভাই।
৯. ভাতিজা। অর্থাৎ আপন ভাইয়ের ছেলে ও সৎ ভাইয়ের ছেলে।
১০. ভাগ্নে। অর্থাৎ আপন বোনের ছেলে। সৎ বোনের ছেলে।
১১. নাবালক ছেলে। তবে তাদের সামনে বিশেষ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখতে হবে। যদি এমন নাবালক হয়, সে এসবের কিছুই বুঝে না। নারীর সৌন্দর্য ও আকর্ষণ সম্পর্কে এখনও সে বেখবর তাহলে সমস্যা নেই।
১২. দুধ সম্পর্ক। অর্থাৎ দুধ ভাই ও দুধ ছেলে। এমনিভাবে দুধ ভাই ও দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের নিম্নস্তন পুরুষ।

এ ছাড়া দুনিয়ার সমস্ত পুরুষ গায়রে মাহরাম। যত চাচাত, মামাত, খালাত, ফুফাত ভাই আছে, সবাই গায়রে মাহরাম। এককথায়, সমস্ত 'ত' ভাই গায়রে মাহরাম। তাদের সঙ্গে তার দেখা করা জায়েজ নেই। কথা বললেও কোমল কণ্ঠে বলা যাবে না। কিছু আদান-প্রদান করতে হলে পর্দার আড়াল থেকে করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যারা মাহরাম, তাদের সঙ্গে নারীর বিয়ে বৈধ নয়। তবে দেখা দেওয়া জায়েজ। দেখা দেওয়া জায়েজ হলেও তাদের সামনে শালীনভাবে থাকতে হবে। যারা গায়রে মাহরাম তাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ। তবে দেখা দেওয়া জায়েজ নেই। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া জায়েজ, তাদের বিয়ে করা জায়েজ নেই। আর যাদের সঙ্গে দেখা দেওয়া জায়েজ নয়, তাদের বিয়ে করা জায়েজ। আপন দুলাভাই, খালু ও ফুফাও গায়রে মাহরাম। তবে বোন, খালা ও ফুফির জীবদ্দশায় তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ নেই।

---

[১৯০] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১৬৬৭১। আল মুহিতুল বুরহানি : ৪/১০৬।

গৃহাভ্যন্তরে নারীর সাজসজ্জা গ্রহণ

অনেক নারী আছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের বিষয়ে উদাসীন। আবার অনেকে বিয়ের প্রথম দিকে এসব ব্যাপারে সচেতন থাকলেও পরে উদাসীন হয়ে যায়। তারা এই বলে যুক্তি দেখায়, 'এখন কী আর আমাদের সাজগোজ করার বয়স আছে। যৌবন নেই; তাই সাজগোজ করার আগ্রহও নেই।'

এটা মারাত্মক ভুল চিন্তা। এই চিন্তা দাম্পত্য জীবনকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

পুরুষ যখন বাহিরে যায়, তখন রাস্তায় অনেক 'বিউটি কুইনদের' দেখে। সে তখন মনে মনে তাদের সঙ্গে তার স্ত্রীকে তুলনা করে। তারপর বাসায় এসে যখন স্ত্রীকে কাজের বুয়ার বেশে দেখে, তখন তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। সে মনে মনে ভাবে, 'বিয়ে করে মনে হয় ভুল করলাম। রাস্তায় বের হলে দেখি কত সুন্দরী নারী আর আমি এটা কী বিয়ে করেছি!'

আমাদের যাদের ভেতর মোটামুটি আল্লাহর ভয় আছে, তারা এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ শুধু একটু আফসোস করবে। হারামের দিকে পা বাড়াবে না। কিন্তু হারামের দিকে অগ্রসর না হলেও যেটা হবে, স্ত্রীর প্রতি তার আচরণ পরিবর্তন হয়ে যাবে। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সে তখন স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগি করবে। তার চাওয়া-পাওয়াগুলোকে তেমন গুরুত্ব দিবে না।

আর হঠাৎ করে স্বামীর আচরণে এমন পরিবর্তন দেখে স্ত্রী বিস্মিত বোধ করবে। কিন্তু সে বুঝতে পারবে না, কারণটা কী। তখন পাল্টা সেও স্বামীর সঙ্গে খারাপ আচরণ শুরু করবে। আর তখনই শয়তান তাদের দুজনকে নিয়ে খেলা শুরু করে দিবে। তারা উভয়ে শয়তানের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।

অথচ নিজের প্রতি সামান্য একটু গুরুত্ব দিলে, একটু যত্ন নিলে, নিজেকে একটু গুছিয়ে সুন্দর করে রাখলে তাদেরকে এত বড় সংকটের মুখোমুখি হতে হত না। তারা সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে পারতো।

আর যে সমস্ত পুরুষের ভেতর আল্লাহর ভয় নেই, তারা যে কোন দিকে পা বাড়াবে সেটা আর নাই বললাম। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন। যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখুন।

ইমাম সুয়ুতি রহ. বলেন, ফুকাহায়ে কেরাম নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে পূর্ণ সজ্জা গ্রহণ করার অনেক উপদেশ দিয়েছেন। যেমন, চুল পরিপাটি করে রাখা। পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা। সুগন্ধি ব্যবহার করা। মিষ্টি করে কথা বলা।

তবে সাজসজ্জা গ্রহণ করতে গিয়ে কুরআন-হাদিসে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেসব অবলম্বন করা যাবে না। যেমন উল্কি অঙ্কন, পরচুলা লাগানো, ভ্রু প্লাগ করা। সামনের দাঁত চিকন করা। যারা এসব করে তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়।

মহান সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

> 'যেসব নারী শরীরে উল্কি অঙ্কন করে এবং যারা উল্কি অঙ্কন করায়, যেসব নারী ভ্রু উপড়ে দেয় এবং যারা ভ্রু উপড়াতে চায় এবং যেসব নারী (সৌন্দর্যের জন্য) সম্মুখের দাঁতের মধ্যে ফাঁক তৈরী করে ও যেসব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'[১৯১]

---

[১৯১] সহিহ বুখারি : ৪৮৮৬।

নিজের প্রতি ও সংসারের প্রতি যত্নবান থাকা

স্বভাবগতভাবেই মানুষ সৌন্দর্যপ্রেমী। তাই পুরুষ তার স্ত্রীর মাঝে সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ায়। তাকে সুন্দর ও পরিপাটিরূপে দেখতে চায়। হাদিসে সর্বোত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় এসেছে,

'যে স্ত্রীর দিকে তাকালে স্বামীর মন আনন্দে ভরে যায়।'[১৯২]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।'[১৯৩]

আলি ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম নারী সেই, যার ঘ্রাণ উত্তম। স্বাদ উত্তম। যে নারী মিতব্যয়ী। কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ (হার কৃপণ) নয়।'

উমামা বিনতে হারেস তার মেয়ে উম্মে ইয়াসের বিয়ের সময় তাকে উপদেশ প্রদান করে বলেন,

'স্বামীর চোখে যেন তোমার খারাপ কিছু ধরা না পড়ে। সে যেন তোমার উত্তম ঘ্রাণ লাভ করে।'

নারীদের ব্যক্তিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ও নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

আর একজন নারীর সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভের জন্য অবশ্যই তাকে নিজেকে পরিপাটি রাখার পাশাপাশি বাসাও সাজিয়ে গুছিয়ে, পরিপাটি করে রাখতে হবে। তাই তোমাকে বাসা-বাড়িও গুছিয়ে রাখতে হবে। বাসাবাড়ি অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন থাকলে সেটা তোমার সৌন্দর্যকেও ক্ষুন্ন করবে। নিজেকে সুন্দর পরিপাটি করে রাখলেও তোমাকে তখন মনে হবে কোনো বন্য ফুল।

বন্য ফুলের চেয়ে বাগানের ফুল অধিক নজরকাড়া ও মনোমুগ্ধকর হয়ে থাকে।

তুমি যদি বাগানের ফুল হতে চাও, তাহলে সর্বপ্রথম তোমার ঘরটাকে বাগানের মতো করে সাজাতে হবে। মনে রাখবে, বন-জঙ্গল আপনাআপনি গড়ে উঠলেও নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যা ছাড়া কোনো বাগান গড়ে উঠে না।

---

[১৯২] মুসনাদে আহমাদ।
[১৯৩] সহিহ মুসলিম।

সফল মিলনের সুফল

দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসার বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে সফল মিলনের ভূমিকা অপরিসীম। এর মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনে সৃষ্ট অনেক জটিল ও কঠিন সমস্যা নিমিষেই সমাধান হয়ে যায়। আবার ব্যর্থ ও অতৃপ্ত মিলনের দ্বারা অনেক জটিল ও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি হয়।

তাই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহিত দম্পতিদের সফল মিলনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ কাজটিকে তিনি দান সদকার মতো পূণ্য কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি এর বিনিময়ে সওয়াব প্রাপ্তির ঘোষণাও দিয়েছেন।

সফল মিলনে বহুবিধ উপকারিতা নিহত রয়েছে:

১. পূর্ণরূপে তৃপ্তি লাভ।

২. স্ত্রীর সন্তুষ্টি লাভ।

৩. প্রতিদান লাভ।

৪. ছদকার সওয়াব লাভ।

৫. ঈমানের হেফাজত।

৬. আত্মিক ও দৈহিক প্রশান্তি লাভ।

৭. সন্তান লাভ।

৮. কুচিন্তা থেকে মুক্তি লাভ।

৯. পরিতৃপ্ত নিদ্রা লাভ।

১০. পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া।

১১. দাম্পত্য বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া।

এ ছাড়া আরও অসংখ্য পার্থিব-অপার্থিব উপকার নিহিত রয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা এ এমন এক তৃপ্তি, যার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো তৃপ্তির তুলনা হয় না। বিশেষ করে মিলন যখন সফল মিলন হয়। কারণ, এতে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৃপ্তি লাভ করে থাকে। চোখ সঙ্গীকে দেখে তৃপ্ত হয়। কান তার কথা শ্রবণ করে। নাক তার ঘ্রাণ নিয়ে। মুখ চুম্বন করে। হাত সম্পর্শ করে। এভাবে প্রতিটি অঙ্গই তৃপ্তি লাভ করে।

এ কারণেই পবিত্র কুরআনে নারীকে প্রশান্তি লাভের কারণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

'আর তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে হচ্ছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পার।'[১৯৪]

একটি সফল ও পূর্ণ মিলন স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই এমন আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি দান করে যা মুহূর্তের জন্য হলেও তাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়। তারপর এক গভীর ও প্রশান্তিময় নিদ্রা আনয়ন করে।

মিলনের এই তৃপ্তি তারা অনুভব করে দীর্ঘক্ষণ। তাছাড়া এটি পরস্পরকে আরও গভীরভাবে ভালোবাসতে সাহায্য করে।

অনেক সময় মিলনের ব্যর্থতার জন্য নারীকে দায়ী করা হয়। পুরুষও অনেক ক্ষেত্রে দায়ী থাকে। যেহেতু উইমেন চ্যাপ্টার; তাই নারীদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। বিনা কারণে স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়া, কিংবা স্বামীকে তৃপ্তি লাভে সহযোগিতা না করা ইত্যাদি নানা কারণে নারীকে দায়ী করা হয়ে থাকে।

ইসলাম স্ত্রীর চাহিদা পূরণের বিষয়টিকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছে, তেমনি স্বামীরও। স্ত্রীকে স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। বিনা কারণে অনিহা প্রকাশ করার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কও করেছে। এতে স্বামীর গুনাহের পথে পা বাড়ানোর আশঙ্কা থাকে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'স্বামী যখন স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে ডাকবে, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয়, যদিও সে চুলার কাছে (রান্নার কাজে) থাকে।'[১৯৫]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

'সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ। কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে। যে কারণে স্বামী তার প্রতি সারারাত অসন্তুষ্ট থাকে। তাহলে ফেরেশতারা ভোর পর্যন্ত সেই নারীকে অভিসম্পাত দিতে থাকেন।'[১৯৬]

---

[১৯৪] সুরা রূম : ২১।
[১৯৫] জামে তিরমিযি : ১১৬০। সুনানে নাসাঈ : ৮৯৭১।
[১৯৬] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন,

> 'যে নারী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে রাত্রি যাপন করে, ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে অভিশম্পাত দিতে থাকে।'[১৯৭]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোনো স্ত্রীকে নফল রোজা রাখতেও নিষেধ করেছেন। কারণ, রোজা রাখার সময় শরীর দুর্বল থাকে। দুর্বলতার কারণে মিলনে আগ্রহ কম থাকে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে ডাকলে সে হয়ত সাড়া দিবে না। আগ্রহবোধ করবে না। যদি সাড়া দেয় তাহলে রোজাদার অবস্থায় মিলিত হওয়ার কারণে তার রোজা ভেঙে যাবে। আর নফল রোজা ভাঙলে তা কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তখন অবশ্যই তাকে পরবর্তিতে সেই রোজাটি কাযা করতে হবে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল রোজা রাখা জায়েজ নেই। এমনিভাবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর ঘর থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই।'[১৯৮]

স্বামী যদি দূরে কোথাও থাকে। যেমন, বিদেশে বা অন্য কোথাও সফরে, তাহলে বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোজা রাখতে পারবে।

এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন, দৈহিক চাহিদা সাধারণত স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের বেশি থাকে। কারণ, বিভিন্ন কাজে সে বাহিরে থাকে। বাহিরে প্রলুব্ধ হওয়ার মতো অনেক ফেতনা থাকে। হারাম বিষয় থাকে। সেসব ফেতনা ও হারাম থেকে বাঁচার জন্য সে স্ত্রী গমন করে। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি কোনো শরঈ ওযর ব্যতীত তার ডাকে সাড়া না দেয়, তখন স্বামীর অনেক বড় ফেতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এভাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে তখন আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন।[১৯৯]

---

[১৯৭] সহিহ বুখারি।

[১৯৮] সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম।

[১৯৯] দেখুন কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি ও তুরদিনা রাব্বাকি গ্রন্থটি।

নিজেদের স্বামী-স্ত্রী সুলভ বিষয়গুলো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা

নিঃসন্দেহে স্ত্রী স্বামীর সবচেয়ে কাছের মানুষ। বিশেষ করে যে স্ত্রী তার স্বামীকে প্রাণোধিক ভালোবাসে।

গোপন বিষয় গোপন রাখা আসলে কঠিন। এটা মানুষের অন্তরে ভারী বোঝা হয়ে থাকে। সে যখন অন্যের কাছে তা প্রকাশ করে দেয়, তখন তার অন্তর থেকে বোঝাটি নেমে যায়। সে হালকা বোধ করে। বিশেষ করে গোপন বিষয় যদি এমন হয়, যা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। তাহলে সেই বোঝা আরও ভারী হয়ে থাকে। তখন অন্যের কাছে প্রকাশ করার আগ পর্যন্ত সে স্বস্তি বোধ করে না।

এ কারণে গোপন বিষয় গোপন রাখা অনেক বড় একটি আমানত।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় যদি এদিক সেদিক তাকায়, তাহলে তার সেই কথাটি আমানত।

তিনি আরও বলেন,

> 'কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সেই ব্যক্তি হবে, যে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে এবং স্ত্রী তার সঙ্গে মিলন করে। তারপর সে তার (স্ত্রীর) গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।'[২০০]

সুতরাং গোপন বিষয় গোপন রাখা শরিয়তে ওয়াজিব। সামাজিকভাবেও তা আবশ্যক। এর অন্যথা হলে পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিবে।

মানুষ যখন কারও সংসারের প্রাইভেট বিষয় জেনে যায়। সে তার স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করে। তার ভালো-মন্দ সব খবরই তাদের কাছে থাকে, তখন তা তার জন্য তাদের সামনে লজ্জিত হওয়ার কারণ। ইসলাম মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার নির্দেশ প্রদান করে।

---

[২০০] সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭, সুনানে আবু দাউদ : ৪৮৭০, মুসনাদে আহমাদ : ১১২৫৮।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'কেউ কারও দোষ গোপন রাখলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।'[২০১]

সাধারণভাবেই কারও গোপন বিষয় গোপন রাখা আবশ্যক। আর বিষয়টি যদি স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মতো স্পর্শকাতর হয়, তাহলে তা গোপন রাখা আরও অধিক আবশ্যক।

আজকাল বিকৃত রুচির কিছু মূর্খ লোককে দেখা যায়, এসব আলোচনা ছাড়া মজাই পান না। সারাদিন শুধু এসব আলোচনা করেন। আসলে তারা ব্যক্তিত্বহীন ও নির্লজ্জ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই নিজেদের একান্ত মুহূর্তগুলোর কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'কোনো পুরুষ হয়ত তার স্ত্রীর সঙ্গে যা করে তা বলে বেড়াবে। আর কোনো নারীও হয়ত স্বামীর সঙ্গে যা করে তা বলে বেড়াবে।'

এ কথা শুনে লোকেরা চুপ করে রইল। তখন একজন মহিলা বলল, আল্লাহর শপথ! মহিলারা এমনটি করে। আর পুরুষরাও তা করে। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> 'তোমরা এমনটি করো না। কারণ তা এমন শয়তানের ন্যায়, যার সঙ্গে কোনো শয়তান নারীর রাস্তায় দেখা হলো, তারপর সে জনসম্মুখেই তার সঙ্গে কুকর্ম শুরু করল।'[২০২]

সেই সঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নারী অন্য নারীর সঙ্গে সাক্ষাতে পরস্পর যেসব আলোচনা করে, সেসব স্বামীর কাছে এসে বলতে নিষেধ করেছেন।

---

[২০১] সহিহ মুসলিম : ২৫৯৪।

[২০২] মুসনাদে আহমাদ।

পারিবারিক সমস্যায় বান্ধবীদের কাছে পরামর্শ না চাওয়া

অনেক নারী আছে, স্বামীর সঙ্গে কোনো সমস্যা হলে বান্ধবীদের সঙ্গে শেয়ার করে। তাদের কাছে পরামর্শ চায়। তখন তারা তাকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে।

কেউ পরামর্শ দেয়, 'তুই তাকে তোর সঙ্গে মিলিত হতে দিস না। দেখবি সোজা হয়ে যাবে। আমি একবার এমনটি করেছিলাম। ভালো কাজে দিয়েছে।'

আরেকজন বলে, 'মুখে মুখে উত্তর দিয়ে দিবি। চিৎকার করে কথা বলবি। দেখবি ঠিকই দাম দিবে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।'

তৃতীয়জন বলে, 'বাপের বাড়ি চলে যা। তোর বাবা-মাকে গিয়ে বল, তারা একটা সমাধান করে দিবে।'

চতুর্থজন বলে, 'আমি তোকে এক গণকের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। তুই তার কাছে যাবি। সে তোকে একটা তাবিজ দিবে। তাবিজটি নিয়ে তুই তোর বেডরুমে রাখবি। ব্যস, পরদিন সকালে উঠে দেখবি তোর স্বামী তোর গোলামে পরিণত হয়েছে। তুই যা বলবি সে তাই করবে।

এই পরামর্শটি সবচেয়ে জঘণ্য। কারণ, সে তাকে হারাম কাজ করতে বলছে। ইসলামি শরিয়তে কোনো গণকের কাছে কিংবা কুফরি কালাম করে এমন কারও কাছে গমন করা সম্পূর্ণ হারাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> 'যে কোনো গণকের কাছে গমন করল, তারপর তার কথা বিশ্বাস করল। সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল।'[২০৩]

এ ছাড়া প্রথম তিন বান্ধবী যেসব পরামর্শ দিয়েছে, সবগুলোই নেতিবাচক। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের স্বামীর কথা বলেছে। নিজেদের স্বামীর সঙ্গে তারা যেসব আচরণ করেছে, সে আলোকে পরামর্শ দিয়েছে।

অথচ তাদের স্বামী এবং যে পরামর্শ চাইতে এসেছে তার স্বামী এক নয়।

তোমাকে খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে, একজনের স্বামীর সঙ্গে যে বুদ্ধি কাজে দিবে, তা আরেকজনের স্বামীর সঙ্গে নাও দিতে পারে।

---

[২০৩] মুসনাদে আহমাদ : ৯৫৩৬।

যে পুরুষের সঙ্গে তোমার সমস্যা হয়েছে, সে তোমার স্বামী, তাদের স্বামী নয়। তুমি তাকে যেভাবে চিনো, জানো, বুঝো, তারা তাকে সেভাবে চিনে না, জানে না, বুঝে না।

বান্ধবীদের এসব পরামর্শ শুনে অসংখ্য নারীর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে।

অধিকাংশ পুরুষেরই দাম্পত্য জীবনের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা কমতে থাকে, তবে স্ত্রী যদি প্রেমময়ী হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

সুতরাং তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাসা দাও। প্রেম দাও। তোমার সংসারে অন্য যা কিছুর অভাব থাকুক, ভালোবাসার অভাব যেন না থাকে। তোমার স্বামী যেন কখনো ভালোবাসার অভাবে না ভুগে। তুমি যদি তার রক্তে তোমার ভালোবাসা প্রবাহিত করে দিতে পারো, তাহলে সে যত দূরে যাক, তোমার কাছে ছুটে আসবে।

সুতরাং বান্ধবীদের পরামর্শ দিয়ে নয়, ভালোবাসার শক্তি দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করো। নিজেদের বিষয় নিজেদের মাঝেই রাখো।[২০৪]

[২০৪] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

স্বামীর প্রতি ঘৃণাবোধ কখন প্রশংসনীয় ও কখন নিন্দনীয়?

সাধারণত আত্মমর্যাদাবোধ একটি প্রশংসনীয় গুণ। আল্লাহ তায়ালার আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

> 'আল্লাহ তায়ালার আত্মমর্যাদাবোধ রয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালার আত্মমর্যাদাবোধ হচ্ছে কোনো মুমিন বান্দার হারাম কাজে লিপ্ত না হওয়া।'[২০৫]

আত্মমর্যাদাবোধ না থাকলে চরিত্র বলতে পৃথিবীতে কিছু থাকত না। জনসম্মুখেই কুকর্ম সংঘটিত হত।

স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীর আত্মমর্যাদাবোধ হচ্ছে তাকে কোনো হারাম কাজ করতে না দেওয়া। যেমন—মদ পান, ধূমপান, হারাম উপার্জন, পরনারী গমন, নামাজ না পড়া, যাকাত আদায় না করা ইত্যাদি।

স্ত্রীর এমন আত্মমর্যাদাবোধ প্রশংসনীয় এবং এটা তার দায়িত্বও। এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তা নিন্দনীয়। বিশেষ করে যদি অমূলক ধারণা বা সন্দেহের ক্ষেত্রে হয়।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'কিছু বিষয় আছে যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। আর কিছু বিষয় আছে যা তিনি অপছন্দ করেন। আল্লাহ তায়ালার কাছে পছন্দনীয় আত্মমর্যাদাবোধ হচ্ছে, সন্দেহজনক বিষয় বর্জনের আত্মসম্মানবোধ। আর তাঁর কাছে অপছন্দনীয় আত্মমর্যাদাবোধ হচ্ছে সন্দেহ ও বদনামের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যক্ষেত্রের আত্মমর্যাদাবোধ।'[২০৬]

হাদিসটির মর্ম হলো, আল্লাহ তায়ালা শরিয়ত বিরোধী কাজে ঘৃণাবোধ করাকে পছন্দ করেন। শরিয়ত অনুমোদিত কাজের ক্ষেত্রে ঘৃণাবোধ করাকে অপছন্দ করেন।

---

[২০৫] সহিহ বুখারি।
[২০৬] মুসনাদে আহমাদ।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, অসংখ্য পরিবার ভিত্তিহীন, অমূলক সন্দেহ থেকে সৃষ্ট ঘৃণাবোধের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথমে পরিবার ধ্বংস হয়। তারপর অনুতাপ ও যন্ত্রণার অনলে পুড়ে নিজেরা ধ্বংস হয়।

দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে মূল কথা হলো, তুমি যাচাই-বাছাই করে, দেখে-শুনে, একজন সৎ ও বিশ্বস্ত পুরুষকে তোমার স্বামী হিসেবে নির্বাচন করেছো। সুতরাং এখন আর তোমার জন্য শোভনীয় নয় যে, কারণে অকারণে প্রতি পদে পদে তুমি তাকে সন্দেহ করবে। তার পিছনে লেগে থাকবে।

মনে রাখবে, পুরুষরা অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ নারীদের অপছন্দ করে।

অতি সন্দেহ একটি মানসিক রোগ। তোমাকে যেন এই রোগে না ধরে; মানসিক অশান্তিতে ভুগবে। সন্দেহ রোগ থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে তুমি কোনো কাজে ব্যস্ত রাখতে পারো। কাজ না থাকলে নামাজ, তেলাওয়াত, জিকির ইত্যাদিতে মশগুল থাকতে পারো। কেননা মেয়ে মানুষ ঘরে বসে থাকলে এবং তার কোনো কাজ না থাকলে মাথায় উঁকুনের মতো মনের মধ্যে সন্দেহের উঁকুন বাসা বাঁধতে থাকে।

পক্ষান্তরে তোমার স্বামী যাতে তোমাকে সন্দেহ না করে সেজন্য তোমার কিছু কর্তব্য রয়েছে, যেমন:

১. পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়া।

২. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাইরে না যাওয়া। তার অনুপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত কাউকে ঢুকতেও না দেওয়া।

৩. পরপুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশা না করা। সম্পূর্ণ পর্দার হালতে থাকা।

৪. সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে থাকা। এগুলোর নাম যদিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু এগুলো মানুষকে অসামাজিক করে তোলে। বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত করে। মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। স্বামী-সন্তানদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করে।[২০৭]

---

[২০৭] দেখুন, কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি...।

আমার স্বামী কৃপণ, এখন আমি কী করব?

অধিকাংশ নারী স্বামীর কৃপণতার অভিযোগ করে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, নারীদের এই অভিযোগটি যথার্থ না। যেমন, কোনো নারী তার স্বামীর কাছে কিছু চাইল। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তিনি হয়ত সময় চাইলেন বা কিছু দিলেন। তখন স্ত্রী তাকে কৃপণ বলে দিল।

কিংবা ঘরে একটা টিভি নেই। স্ত্রী অনেক দিন ধরে বলছে একটা টিভি কিনে দিতে। স্বামী কিনে দিচ্ছে না। তাই স্ত্রী তাকে কৃপণ বলে মনে করতে লাগল।

আচ্ছা, শরিয়তে জায়েজ নেই এমন কোনো কিছুর চাহিদা যদি থাকে, আর স্বামী সেটা পূরণ না করে, তাহলে কী তাকে কৃপণ বলা যাবে? অবশ্যই না।

সওয়াব ও পূণ্যকর্মের কথাই না হয় বলি; যেমন—স্ত্রী জিদ ধরেছে, স্বামী প্রতিবার ভাগে কুরবানি দেয়। কিন্তু এবার তাকে অবশ্যই একা কুরবানি দিতে হবে। আস্ত এক গরু।

কিন্তু স্বামীর সেই সামর্থ্য নেই। তাই স্ত্রী তাকে কৃপণ বলা শুরু করল। তার দীনদারি নিয়ে টান দিল।

হাঁ, স্বামী যদি আসলেই কৃপণ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা দাম্পত্য জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই কৃপণতার কারণে নারীরা অনেক সময় অন্যায়ের পথে পা বাড়ায়। যেমন, তারা ঘর থেকে এটা-সেটা সরিয়ে রাখে। এভাবে পারিবারিক আস্থা চূর্ণ হয়। স্ত্রী-সন্তানদের স্বভাব নষ্ট হয়।

এ ধরণের হাড়কিপটে স্বামীকে আমরা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করতে বলব,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

'(আর রহমানের বান্দাদের একটি গুণ হলো) তারা যখন খরচ করে তখন অপচয় করে না এবং একেবারে কৃপণতাও করে না। বরং এর মাঝামাঝি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।'[২০৮]

---

[২০৮] সুরা ফুরকান : ৬৭।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সে কী তাদের হক রক্ষা করেছে নাকি নষ্ট করেছে। এমনকি স্বামীকে তার পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[২০৯]

স্বামী ব্যয়কুণ্ঠ হলে স্ত্রীর উচিত এর কারণ খুঁজে বের করা। কেন তিনি তার পিছনে খরচ করতে চান না? যেমন, কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে সম্পদের অপব্যবহার করতে দেখেন, তাই তিনি তাকে টাকা-পয়সা দিতে চান না। এ ছাড়া আরও অন্যান্য কারণ থাকতে পারে।

কিন্তু যদি এমন হয়ে থাকে, স্বামী স্বভাবগতভাবেই কৃপণ, তার কাছে দশটা টাকা চাইলে দশ রকম জেরার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে স্ত্রীর উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের আশা করা। পাশাপাশি স্বামীর এই স্বভাব পরিবর্তনের জন্য উত্তম পন্থায় চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

এরপরও কাজ না হলে স্ত্রী একান্ত নিরুপায় হলে, তার জন্য আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাধান রেখে গিয়েছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা সাহাবি হিন্দ বিনতে উতবাকে স্বামীর অগোচরে তার সম্পদ থেকে প্রয়োজন পরিমাণ সরিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে তা অবশ্যই যথাবিহিত হতে হবে। কোনোক্রমেই যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়।

হিন্দ বিনতে উতবাহ নবিজির কাছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন,

> 'হে আল্লাহর রাসুল, আবু সুফিয়ান খুব কৃপণ লোক। তিনি আমার ও আমার সন্তানদের প্রয়োজনীয় খরচটুকুও দেন না। তবে আমি তার অগোচরে তার থেকে যা নিতে পারি (তাই দিয়ে চলতে পারি, এতে শরিয়তের কোনো বিধি-নিষেধ আছে?)। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ন্যায়সঙ্গতভাবে তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যতটুকু যথেষ্ট হয়, ততটুকু তুমি নিতে পারো।'[২১০]

---

[২০৯] সহিহ ইবনে হিব্বান।

[২১০] সুনানে আবু দাউদ : ৩৫৩৩। দেখুন কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি...। পুরুষদের উদ্দেশ্যে ম্যান চ্যাপ্টারে 'স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে কৃপণতা না করা' শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে আর আলোচনা করছি না।

স্বামীর যদি মদের নেশা থাকে

চাচার পছন্দে হুট করে নাবিলার বিয়ে হয়ে গেল। বেশি খোঁজ নেওয়ার সুযোগ তার হয়নি। এই চাচাই তার সব। ছোট্ট বেলায় বাবা-মা মারা যাওয়ার পর চাচার কাছেই সে বড় হয়েছে।

সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। বিয়ের কিছুদিন পর সে জানতে পারল তার স্বামীর একটি খারাপ নেশা আছে। মদের নেশা। ততদিনে গর্ভে তার নতুন মেহমান চলে এসেছে।

নাবিলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সে মারাত্মক কষ্ট পেল। কী করবে বুঝতে পারছে না? তার তো এ পৃথিবী বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। শুধু চাচা আছেন। বিষয়টা চাচাকে জানানো কি ঠিক হবে?

পরামর্শের জন্য সে ডক্টর লায়লার কাছে গেল। সব শুনে ডক্টর লায়লা তাকে বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমার জন্য একটি পরীক্ষা। তুমি তা মেনে নাও। আর খুব ভালোভাবে মনে রেখো, জগতে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু হয় না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তাকদিরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনা পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না। এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে, সে যা পেয়েছে তা কখনোই তার হাতছাড়া হতো না। আর যা পায়নি তা কখনোই তার লাভ হতো না।'[২১১]

তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো, যাতে তিনি তোমাকে সাহায্য করেন। মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়ার্দ্র, আমাদের প্রতি তিনি তার চেয়েও অধিক দয়ার্দ্র। তার প্রতিটি ফায়সালা হেকমতপূর্ণ। যদিও আমাদের তা বুঝে না আসুক।

তুমি চেষ্টা করলে অবশ্যই তোমার স্বামীকে পরিবর্তন করতে পারবে। খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

মদ পান যদিও মারাত্মক পাপ। কবিরা গুনাহ। তবে তুমি শুরুতেই তাকে এ কথা বলতে যেও না। মদখোর বলে সম্বোধন করো না।

---

[২১১] সুনানে তিরমিযি : ২১৪৪।

রাতে আলাদা থেকো না। বিছানা পৃথক করো না। তোমার উত্তম আচরণ হয়ত তার হেদায়াতের কারণ হবে।

মদের গন্ধ খুব মারাত্মক। সহ্য করার মতো না। মদখোর স্বামীর সঙ্গে সংসার করাটাও কষ্টের। নিজের প্রতি নিজের খুব ঘৃণা ও অপমানবোধ হয়।

তোমার কোমল আচরণ ও নম্র কথায় যদি কাজ না হয়, তাহলে তুমি সেই নারীর মতো করবে যার স্বামীও মদখোর ছিল। সে কী করেছিল, তার স্বামী যখন মদ খাচ্ছিল তখন একটি ক্যামেরায় ভিডিও করে রেখেছিল। তারপর সেই ভিডিও তাকে যখন দেখাল, তখন সে আসলে খুব লজ্জা পেল এবং তওবা করল আর কখনো মদ ছুঁবে না।

তোমার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যয়ের পরও যদি কাজ না হয়, তখন তুমি পারিবারিক বিষয়ে কোনো বিজ্ঞ লোকের শরণাপন্ন হতে পারো, যিনি জানেন তোমার স্বামীকে তিনি কীভাবে বোঝাবেন।

এসব কিছুতেও কাজ না হলে তুমি তাকে ভয় দেখাও যে, তুমি তাকে ছেড়ে তোমার পরিবারের কাছে চলে যাবে।

তবে তুমি মনে রেখো, ভয় দেখানোর আগে অবশ্যই তোমাকে ভালোবাসার আচরণ করতে হবে। আশা রাখতে হবে। সহমর্মিতা প্রদর্শন করতে হবে। উপদেশ দিতে হবে। বোঝাতে হবে। তবে স্বামীরা উপদেশ একটু দেরীতে গ্রহণ করে। বিশেষ করে কিছু পুরুষ আছে পাপকাজে ডুবে থাকলেও নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করে। স্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না।

তুমি সবর করো। আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা রাখো। ভয় পেয়ো না। দুঃখ করো না। অনেক সময় বিপদাপদ আল্লাহর নৈকট্যলাভের কারণ হয়।

বেশি বেশি নামাজ পড়ো। শেষ রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে দুআ ও কান্নাকাটি করো।

কয়েক মাস পর মেয়েটি চিঠি লিখে জানাল, তার স্বামী তওবা করেছে। মদ পান ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেছেন।[১১২]

---

[১১২] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

গৃহব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন নারীই দায়িত্বশীল

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেক দায়িত্বশীলকেই তার আপন অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের লোকদের দায়িত্বশীল, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের দায়িত্বশীল, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[২১৩]

গৃহব্যবস্থাপনার অনেক বড় দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা নারীদের উপর উপর ন্যস্ত করেছেন এবং এর মাধ্যমে তাদের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিধান করেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে নারীদের যত্নবান থাকা এবং স্বামী-সন্তানদের প্রতি যত্নশীল থাকা উচিত।

স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে যত্নশীল থাকার অর্থ তার ধন-সম্পদের হেফাজত করা। সুষ্ঠু ব্যবহার করা। অপচয় ও অপব্যবহার না করা।

আর সন্তানদের প্রতি যত্নশীল থাকার অর্থ তাদের উত্তমভাবে দেখাশোনা করা। তাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা। তাদের আদব-আখলাক শিক্ষা দেওয়া। নবিজির সুন্নতের তালিম দেওয়া। আল্লাহর পরিচয় তাদের সামনে তুলে ধরা। একজন আদর্শ মুসলিম হিসেব তাদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করা।

তারা কোনো ভুল করলে, কোমলভাবে শুধরে দেওয়া। প্রহার না করা। অনেকে প্রহার করে। এতে তারা আরও জেদি হয়ে উঠে।

---

[২১৩] সহিহ বুখারি : ২৫৫৪।

জাহান্নামীদের অধিকাংশই হবে নারী। এর বড় কারণ হচ্ছে, স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ না থাকা।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীসমাজকে উদ্দেশ্য করে করে বলেন,

> 'হে নারীসমাজ! তোমরা সদকা করতে থাকো। কারণ আমি দেখেছি, জাহান্নামীদের মধ্যে তোমরাই সর্বাধিক। নারীরা আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তা কী কারণে? তিনি বললেন, কারণ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশম্পাত করে থাকো। আর স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো।'[২১৪]

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের উদ্দেশ্যে বললেন,

> 'তোমরা সদকা করো। কেননা তোমাদের অধিকাংশ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। (এ কথা শোনার পর) নারীদের মাঝখান থেকে একজন দাঁড়াল, যার উভয় গালে কালো দাগ ছিল। সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তা কেন? তিনি বললেন, তোমরা বেশি অভিযোগ করে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মহিলাগণ তাদের অলংকারাদি সদকা করতে লাগল এবং বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিছানো কাপড়ে তা ফেলতে লাগল।'[২১৫]

নারীসমাজের অকৃতজ্ঞতার উদাহরণ তো বুখারি ও মুসলিম শরিফের একটি হাদিসে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে, স্বামী যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে থাকেন, তার সমস্ত হক আদায় করতে থাকেন, তারপর একদিন তার প্রতি তার সামান্য অবহেলা প্রকাশ পেলেই সে তার সমস্ত সদাচার ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়। নাকের জল চোখের জল এক করে বলে, 'আপনার কাছ থেকে কখনো ভালো কিছু পেলাম না। এ সংসারে এসে আমার কপালে কোনোদিন শান্তি জুটল না।'

---

[২১৪] সহিহ বুখারি : ৩০৪।
[২১৫] সহিহ মুসলিম : ১৯২১।

হাদিস শরিফে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের এই স্বভাব-প্রকৃতির দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিযোগ করে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বিবি খাদিজার ইন্তেকালের পরও তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তার শোকর আদায় করতেন। কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশস্বরূপ তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গিনীদের সম্মান করতেন। তাদের খোঁজখবর নিতেন। তাই দেখে একদিন আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নারীসুলভ ঈর্ষাকাতর হয়ে বলে বসলেন, তিনি তো একজন বুড়ি মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তো আপনাকে তার পরিবর্তে তার চেয়ে উত্তম দান করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দান করেননি। এরপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিভিন্ন গুণ ও অবদানের কথা বর্ণনা করতে লাগলেন।

রাগ করে চলে যাওয়া

দাম্পত্য জীবনে কখনো মতানৈক্য হয়। টুকটাক কথা কাটাকাটি হয়। অনেক পরিবারে প্রায়ই হয়। এই মতানৈক্য ও কথা কাটাকাটি কখনো মারাত্মক আকার ধারণ করে। তখন অনেক নারী উত্তেজিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। শয়তান তাকে পেয়ে বসে। এমতাবস্থায় প্রথমেই সে যে চিন্তাটা করে, 'স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও চলে যাবে।'

এই চিন্তাটি সম্পূর্ণ ভুল। নতুন বিবাহিতা নারীরা এই ভুলটি বেশি করে থাকে। বাহ্যত এখানে ভুল একটি হলেও মূলত ভুল চারটি। সে একসঙ্গে চারটি ভুল করে।

১. শরিয়তের হুকুম লঙ্ঘন। আর তা হলো স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়া।

২. যে বাড়িতে গিয়ে উঠছে, সে বাড়ির সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করা। তাদের সবাইকে পেরেশানির মধ্যে ফেলা।

৩. চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়া। তাদের সংসারের ভেতরের অবস্থা সবাই জেনে যাওয়া।

৪. সমস্যাকে আরও প্রকট করে তোলা এবং স্বামীকে কঠিন ও বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়া।

স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া কখনো সমস্যার সমাধান নয়। বরং সমস্যা থেকে পালিয়ে বেড়ানো। আর এভাবে চলে যাওয়ার কারণে এক সমস্যা থেকে আরও হাজার সমস্যা সৃষ্টি হয়।

আপনি বরং আপনার স্বামীর সঙ্গে বসে শান্ত ও সুস্থিরভাবে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুন। আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করতে থাকুন।

স্বামী কখনো রাগান্বিত হলে তার সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় না জড়িয়ে আপনি মুখে তালা দিয়ে রাখুন। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিন।

আপনার স্বামী কখনো আপনাকে কষ্ট দিলে, আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে, আপনি তার সঙ্গে আরও ভালো আচরণ করুন এবং ধৈর্যধারণ করুন। অচিরেই দেখবেন সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। তার মন থেকে সমস্ত কালিমা দূর হয়ে তা মেঘমুক্ত স্বচ্ছ আকাশের মতো হয়ে গেছে। মনের বিশাল সে আকাশ খুলে সে আপনার জন্য বসে আছে। সে আকাশে আপনি ছাড়া আর কারও অধিকার নেই ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ানোর।

শ্বশুরবাড়ির মানুষের সঙ্গে আচরণ

মেয়েদের জন্মই যেহেতু স্বামীর ঘরে যাওয়ার জন্য। তাই প্রতিটি মেয়ের ও তার পরিবারের সকলের চিন্তা থাকে সে যে পরিবারে যাবে, সে পরিবারটি কেমন হবে। তারা তাকে কীভাবে গ্রহণ করবে। সে তাদের কীভাবে গ্রহণ করবে। তারা তার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে। সে তাদের সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নিবে? এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষেরই কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আছে। স্বামী ও তার পরিবারের উচিত নিজের পরিবার-পরিজন ও সব ছেড়ে আসা এই মেয়েটির সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। তাকে মমতার পরশ বুলিয়ে দেওয়া। কোনো ভুল করলে ক্ষমা করে দেওয়া। সে কোনো কিছু না পারলে তাকে শেখার জন্য সময় দেওয়া। আকারে-ইঙ্গিতে হেয় না করা।

কিন্তু এরপরও অনেক পরিবারে কিছু না কিছু সমস্যা হয়েই যায়। কোনো না কোনোভাবে তাকে কষ্ট পেতেই হয়। কখনও তা সামান্য হয়। কখনও তা অসামান্য। দেখা যায় স্বামীর পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীও তাকে কথা শোনানো শুরু করে। তখন অনেক মেয়ে এতে অস্থির হয়ে পড়ে। কী করবে বুঝতে পারে না। দুশ্চিন্তায় ভুগে।

শুনুন, আপনি যদি তাদের হৃদয় রাজ্য জয় করতে চান, তাদের কাছে আপনার মর্যাদাকে আরও সমুন্নত করতে চান, তাহলে আপনাকে এই পরিবারের বড়দের সম্মান করতে হবে ও ছোটদের আদর-স্নেহ করতে হবে। বিশেষ করে আপনার শ্বাশুড়িকে। আপনি তার প্রতি উত্তম আচরণ করুন। কোমল ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলুন। তার সেবা করুন।

শুধু আপনি না, আপনার স্বামীকেও আপনি তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণে উদ্বুদ্ধ করুন। সে কখনো তাদের সঙ্গে মন্দ আচরণ করলে তাকে শুধরানোর চেষ্টা করুন।

স্বামীর কাছে কখনো তার মায়ের দোষ-ক্রটির কথা আলোচনা করবেন না। এতে সে মনে আঘাত পাবে। শ্বাশুড়ির কোনো আচরণে কষ্ট পেলে সবর করুন। সবর, সবর এবং সবর। তারপর দেখুন, সবর আপনার মর্যাদা কত ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়।

মনে রাখবেন, আজ আপনি যেমন আচরণ করবেন, একদিন আপনার সঙ্গেও (যেদিন আপনি শ্বাশুড়ি হবেন সেদিন) তেমন আচরণ করা হবে। সুতরাং তার বয়স্ক পিতা-মাতার প্রতি আপনি দয়াশীল হোন। তাদের দোষ-ক্রটি ক্ষমা করে দিন।

পবিত্র কুরআনে সুরা বনি ইসরাঈলের এই আয়াতটির প্রতি লক্ষ করুন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে, তাদের 'উফ' বলো না এবং তাদের ধমক দিও না। তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো।'[২১৬]

এই আয়াতে কারিমায় যদিও স্বামীকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু স্ত্রীরও কর্তব্য তাকে এই দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা। তাদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সামনে বাধা হয়ে না দাঁড়ানো। স্ত্রী যদি শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে সমস্যা সৃষ্টি করে রাখে, তখন তা স্বামীকেও সমস্যায় ফেলে দেয়। সে বুঝতে পারে না উভয় পক্ষের মন রক্ষা করে কীভাবে চলবে। তাদের মাঝে মীমাংসা কীভাবে করবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় স্ত্রীকে সে তার পিতা-মাতার চেয়ে প্রাধান্য দিয়ে ফেলে কিংবা অন্যায়ভাবে পিতা-মাতার বিরুদ্ধাচরণ করে। এতে সে বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্ত্রীও তার সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, এসব মূলত স্ত্রীর কারণেই হয়েছে। তাই এর কুফল তাকেও ভোগ করতে হয়।

গুনাহর কাজের প্রতি যে আহ্বান করবে, সেই গুনাহর বোঝা এবং যারা সেই গুনাহ করবে, তাদের সকলের গুনাহর বোঝাও তার উপর বর্তায়।

আর পিতা-মাতার সঙ্গে অবাধ্যচরণ অনেক বড় কবিরা গুনাহ। এর ফলে মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়।

সদাচারিণী স্ত্রী স্বামীকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণে সাহায্য করে। পিতামাতার সঙ্গে সে যদি কোনো অসদাচরণ করে, কিংবা তাদের হক নষ্ট করে, তখন সে তাকে উপদেশ দানের, সংশোধনের চেষ্টা করে। শয়তানের সাহায্যকারী হয় না।

---

[২১৬] সুরা বনি ইসরাইল : ২৩।

প্রতিবেশীর হকের প্রতি লক্ষ রাখা

একটি প্রবাদ আছে, বাসা দেখার আগে প্রতিবেশী দেখে নাও।

কারণ, প্রতিবেশী ভালো হলে বিপদাপদে সেই সবার আগে এগিয়ে আসে। আবার প্রতিবেশী খারাপ হলে সেই সবচেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতে বলেছেন। তিনি বলেন,

> 'মন্দ প্রতিবেশী থেকে তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে পানাহ চাও।'[২১৭]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দুআ হলো,

> 'হে আল্লাহ! আমি আবাসস্থলের মন্দ প্রতিবেশী থেকে আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি।'[২১৮]

এজন্য আমাদের যেটা করতে হবে, সর্বপ্রথম নিজেকে একজন উত্তম প্রতিবেশী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশতে হবে। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে।

যেহেতু প্রয়োজনের সময় প্রতিবেশীই মানুষের সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকে। তাদের সঙ্গে অবশ্যই আমরা যেন উত্তম আচরণ করি। মন্দ আচরণ পরিহার করি। কারণ, এমনটি মানুষকে জাহান্নামী এবং আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত করে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো,

> 'অধিক সালাত, রোজা এবং সদকা করার কারণে অমুক মহিলার আলোচনা হয়ে থাকে। তবে সে তার প্রতিবেশীদের মুখে কষ্ট দিয়ে থাকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামী।'[২১৯]

---

[২১৭] সুনানে নাসাঈ : ৫৫০২।
[২১৮] ইমাম বুখারিকৃত আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৬।
[২১৯] মুসনাদে আহমাদ।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

> 'আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়! আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি ইয়া রাসুলাল্লাহ? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।'[২২০]

বিখ্যাত তাবেয়ি মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ছিলাম। তার এক গোলাম বকরির চামড়া ছিলছিল। তখন তিনি বললেন, হে গোলাম, চামড়া ছিলে প্রথমে গোশত আমাদের ইহুদি প্রতিবেশীকে দিবে। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বললেন। তখন গোলাম তাকে বলল, আপনি কতবার বলবেন? তিনি বললেন ,

> 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের জন্য আমাদের এত উপদেশ দিয়েছেন যে, আমরা ধারণা করে বসেছিলাম যে, তিনি হয়ত শীঘ্রই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার বানিয়ে দিবেন।'[২২১]

তবে প্রতিবেশী যদি এমন হয় যে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানি করে, পাপাচারী, কিংবা সে বিদআতি, তাহলে তার কাছ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।

কারণ, এ ক্ষেত্রে আশঙ্কা আছে, সন্তানরা হয়ত তার সঙ্গে মিশে দীন ইসলামের পরিপন্থি কিছু শিখে ফেলবে।

তবে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা যাবে না। তার কোনো হক নষ্ট করা যাবে না। তার সঙ্গে কখনো তর্কে জড়াতে হলে ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে, যাতে আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়াত দান করেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দীন হচ্ছে সম্পূর্ণ কল্যাণকামিতা।'

আজকাল তো এমন একটা কালচার সৃষ্টি হয়ে গেছে, দেখে যায় একই বিল্ডিংয়ে বছরের পর পর একসঙ্গে বসবাস করছে। কিন্তু কারও সঙ্গে কারও কোনো পরিচয় নেই। দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা নেই। আসা-যাওয়া নেই। সবাই নিজেকে নিয়ে আছে। আমরা এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেছি।

---

[২২০] সহিহ বুখারি : ৬০১৬।
[২২১] সহিহ বুখারি : ৬০১৬।

অনেক নারীকে এমন একটা কথা বলতে শোনা যায়, আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আমি কারও বাসায় যাই না। আর কেউ আমার বাসায় আসে না। আমি আমার মতো থাকি। কারও সঙ্গে কোনো কথা বলি না। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। এটা ভালো না। নবিজির নির্দেশনা এমন নয়।

কাউকে চিনে না, জানে না বলে তার সঙ্গে একেবারে মিশবে না, তার প্রয়োজনের সময় এগিয়ে আসবে না, বিপদে সাহায্য করবে না, সে কোনো সমস্যায় পড়লে এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে পাশ কাটিয়ে যাবে, ইসলামি সমাজ এতটা স্বার্থপর নয়। সমস্ত মুসলমানরা হচ্ছে একটি দেহের ন্যায়।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'যে মুমিন মানুষের সঙ্গে মিশে এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ওই মুমিনের চেয়ে উত্তম যে মানুষের সঙ্গে মিশে না এবং তাদের দেওয়া কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না।'[২২২]

[২২২] সুনানে তিরমিযি। দেখুন, কাইফা তাকসিবিনা কালবা যাওযিকি ওয়া তুরদিনা রাব্বাকি গ্রন্থটি।

শ্বশুরবাড়ির লোকজন যদি ঘৃণা করে

এক বোন তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নিপীড়নের অভিযোগ করে লিখল—

আমি তাদের প্রতি সদাচরণ করি, কিন্তু তারা আমার সঙ্গে অসদাচরণ করে। আমি তাদের সমস্ত ভুল ক্ষমা করে দেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে।

আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তারা যেমন আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, তেমনি তার উপস্থিতিতেও। তারা আমার স্বামীর কাছে আমার নামে মিথ্যা কথা লাগায়। তা সত্ত্বেও আমি সবসময় তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করি। সুখে-দুঃখে সবসময় তাদের পাশে থাকি। কিন্তু আমার কষ্টের সময়, আমার দুঃখের সময় তাদের কাউকে আমি পাশে পাই না। আমার খুশিতে তারা কখনো খুশি হয় না।

আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি। আমার স্বামীও আমাকে ভালোবাসেন। তবে আমি তাদের এসব অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছি। আর নিতে পারছি না। এদিকে আমার স্বামীও তাদের বাধা দেয় না। সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় সে তাদের কিছু বলে না।

আমার এই বোনটির উদ্দেশ্যে আমার কিছু পরামর্শ ছিল:

- ♥ আপনি তাদের সঙ্গে আরও বেশি সদাচরণ করুন। হাল ছেড়ে দিবেন না। অবশ্যই একদিন তাদের মাঝে পরিবর্তন আসবে।
- ♥ তাদের ভুলগুলো ক্ষমা করতে থাকুন।
- ♥ তবে তাদের আপনার সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন কিংবা আপনার মর্যাদাহানি করতে দিবেন না। এটা মেনে নিবেন না।
- ♥ আপনি যদি সত্যিকারার্থেই একজন ভালো নারী হয়ে থাকেন, তাহলে যারা মন্দ তাদের কথায় প্রভাবিত হবেন না। এসব নিয়ে ভাববেন না। দেখবেন, একদিন তারা ঠিকই লজ্জিত হবে। মন্দ আচরণের অশুভ পরিণতি একদিন তারা ঠিকই ভোগ করবে।
- ♥ আপনি আপনার ও আপনার শ্বাশুড়ির মাঝের দুয়ারটি সবসময় উন্মুক্ত রাখুন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

'আপনি মন্দের জবাবে তাই বলুন যা উত্তম। দেখবেন আপনার ও যার মাঝে শত্রুতা ছিল, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে।'[২২৩]

- ♥ শ্বাশুড়ির মুখ থেকে কখনো অপ্রীতিকর কিছু শুনলে না শোনার ভান করুন।
- ♥ মনে রাখবেন, মানুষ সদাচারের প্রতিদান না দিলেও আল্লাহ কিন্তু সদাচারের প্রতিদান নষ্ট করেন না।[২২৪]

[২২৩] সুরা ফুসসিলাত : ৩৪।
[২২৪] দেখুন, হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ১৪৬ (সংক্ষেপিত)।

সংসারের প্রতি বিরক্তি

খুব বেশিদিন হয়নি মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। কিন্তু এখনই সংসারের প্রতি তার বিরক্তি চলে এসেছে। প্রতিদিন একই কাজ করতে করতে সে ক্লান্ত। এছাড়া তার আরও অনেক অভিযোগ। যেমন, স্বামীর সবসময় চুপচাপ থাকা। তার একের পর এক ফরমায়েশ শোনা। বাচ্চাদের চিৎকার চেঁচামেচি। একদণ্ড বিশ্রামের সুযোগ না পাওয়া। এত কষ্ট করেও সবার মন না পাওয়া।

এই মেয়েটি কি একদিনও সেই মায়ের কথা মনে করেছে, যে যুদ্ধবিধ্বস্ত কোনো মুসলিম দেশে বাস করে। প্রতিদিন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। অথচ সে তার সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে। যে স্বামীর প্রতি সে বিরক্ত ছিল সেই স্বামীকে হারিয়েছে। সে সন্তানদের চিৎকার চেঁচামেচিতে সে অতিষ্ঠ ছিল, তাদের হারিয়েছে। তার সমস্ত কামনা অবশেষে একটি দেয়ালে পরিণত হয়েছে, যে দেয়ালে সে এখন হেলান দিয়ে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে আর তার গণ্ডদেশ দিয়ে তাসবিহর মতো ফোটা ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করেও তুমি যেসব নেয়ামতে ডুবে আছ, তুমি কী কখনো তা অনুভব করেছো?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> ‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকি থাকে, তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্রিত করা হলো।’[২২৫]

এই হাদিসে আল্লাহর রাসুল যেসব নেয়ামতের কথা বললেন, তুমি তো এর চেয়ে বড় বড় নেয়ামতে ডুবে আছ। তুমি তোমার চারপাশে তাকিয়ে দেখ, কত শত নারী তোমার চেয়ে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত মুসলিম দেশগুলোর একাকিনী শোকাকুলা রমণীদের কথা চিন্তা করো, যারা তাদের স্বামী-সন্তান সবকিছু হারিয়েছে। তাদের কারও কি বসে বসে এমন চিন্তাবিলাস করার সময় আছে, প্রতিদিন একইরকম নাকি ভিন্ন রকম?

---

[২২৫] সুনানে তিরমিযি : ২৩৪৬।

তুমি গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করো। অতদূর যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব না হলে, তুমি বরং তোমার নিকটস্থ কোনো হাসপাতালে যাও। তারপর বিছানায় পড়ে থাকা তোমারই মতো কোনো নারীকে কিংবা বিনা অপরাধে জেলখাটা কোনো মহিলাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো। নিজের অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থা মিলিয়ে দেখো। তুমি বুঝতে পারবে তুমি কতটা সুখে আছ। কত বড় বড় নেয়ামতে ডুবে আছ।

তুমি কীভাবে প্রতিদিন আল্লাহর শোকর আদায় করো না? অথচ তিনি তোমাকে ঘর-সংসার, স্বামী-সন্তান সবই দান করেছেন, যা তোমার জীবনকে পূর্ণতায় ভরিয়ে রেখেছে।

একজন মুসলমান কখনো বিতৃষ্ণ ও বিরক্ত হতে পারে না। প্রতিদিন তার অনেক ব্যস্ততা। আল্লাহর ইবাদত করা, কোনো অভাবীকে সহায়তা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অথবা কুরআনের কোনো অংশ মুখস্থ করা।

নিজেকে ব্যস্ত রাখতে তুমি সালাত আদায় করো। প্রতিদিনের ওযিফা পাঠ করো। কুরআন তেলাওয়াত করো। নবি ও সাহাবায়ে কেরামের সিরাত পাঠ করো। তালিম করো। সন্তানদের নিয়ে মুযাকারা করো। তাদের দীন শিক্ষা দাও। পড়া দেখিয়ে দাও। কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করো। বিধবা, অভাবী ও দরিদ্র মহিলাদের সাহায্যার্থে কিছু করো।

তোমার স্বামী সবসময় চুপ থাকে, এর জন্য তুমি আল্লাহর শোকর আদায় করো। কারণ, অনেক স্বামী আছে স্ত্রীদের গালিগালাজ করে। সারাক্ষণ তাদের দোষ ধরতে থাকে, খোঁটা দিতে থাকে।

সন্তানদের চিৎকার চেঁচামেচির জন্য তুমি আলহামদুলিল্লাহ বলো। আল্লাহ তোমাকে সন্তান দান করেছেন। পৃথিবীতে এমন অসংখ্য নারী আছে, যারা একটি সন্তান লাভের বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবী দিয়ে দিতে রাজি আছে।

স্বামী যদি ভালো না বাসে

স্বামী ভালো না বাসলে স্ত্রীর ঘাবড়ানোর কিছু নেই এবং এটা মনে করারও কোনো কারণ নেই, এ জীবনে আর তার ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব নয়।

আপনি একজন বুদ্ধিমতী নারী। আপনার পক্ষে সম্ভব নতুন করে স্বামীর মনে ভালোবাসার বীজ বপন করা।

কীভাবে?

প্রথমেই তাকদিরের ফায়সালাকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিন। সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহর প্রশংসা করুন। কারণ, সন্তুষ্টি ও অল্পেতুষ্টি ইহ ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

- ♥ আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য এই স্বামীকে আপনার জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনি দেখতে চান আপনি তার ফায়সালায় ও নির্ধারণে সন্তুষ্ট হোন কি না।

মনে রাখবেন, আপনি যে সবর করছেন, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই এর বিনিময় আপনাকে প্রদান করবেন।

হয়ত এর মাঝে আপনার জন্য প্রভুত কল্যাণ রয়েছে যা আপনি জানেন না। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

‘হয়ত তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করবে। অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম।’[২২৬]

- ♥ স্বামীর আবেগ-অনুভূতি বোঝার এবং আপনি যে তাকে ভালোবাসেন এটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন। আপনি নিঃস্বার্থভাবে তাকে ভালোবাসতে থাকুন। একসময় ঠিকই তার বোধোদয় হবে। সে আপনার ভালোবাসার মূল্যায়ন করবে।

---

[২২৬] সুরা বাকারা : ২১৬।

- আপনি তার বন্ধু হয়ে যান। তার সঙ্গে তার কাজ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করুন।
- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক লেখা ও বিভিন্ন গ্রন্থাবলি পাঠ করুন।
- সে কোনো সমস্যায় পড়লে আপনি নিজে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করুন।
- বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার সমস্ত কিছু হেফাজত করুন। টাকা-পয়সা আমানতদারির সঙ্গে রাখুন।
- তাকে প্রশান্তির ছায়া দান করুন।
- সে আপনার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি—এটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন।
- সে আপনার কোনো সামান্য কাজ করে দিলেও আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

স্ত্রী স্বামীকে বলছে, আপনার কাছে সংসারের প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস চাইলে আপনি রেগে যান। দশ রকম প্রশ্ন করেন। কারণ কী?

লাল লাল চোখ করে তাকান। আপনার কপালের রগ ফুলে উঠে। গজগজ করতে থাকেন। সংসারের যাবতীয় খরচ আপনি দিবেন না তো কে দিবে? এটা কি আপনার উপর ওয়াজিব না?

আপনি যা দেন, আমি তো আপনার সংসারের কাজেই ব্যয় করি। আপনার জন্য, আপনার সন্তানদের জন্য। আপনার মেহমানদের জন্য।

আপনি হয়ত বলবেন, অর্থনৈতিকভাবে আমি এখন একটু খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।

তাহলে আমি বলব, আমি তো অনেকবার আপনার কাছে আপনার অবস্থা জানতে চেয়েছি। কিন্তু আপনি কি কখনো আমার সঙ্গে শেয়ার করেছেন। শেয়ার করলে হয়ত আমি আপনাকে হেল্প করতে পারতাম।

সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তো আপনার একার না। আমাদেরও তো দায়িত্ব আছে আপদে-বিপদে, সুখে-দুঃখে আপনার পাশে থাক।

আসুন, আমরা আমাদের মাসিক আয় অনুযায়ী ব্যয়ের খাতগুলো নির্ধারণ করি।

- ♥ আপনি তাকে নরম ও কোমলভাবে সংসারের পিছনে খরচ করার ফযিলতের কথা বলতে পারেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

  ‘একটি দিনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করলে, একটি দিনার গোলাম আযাদ করার জন্য এবং একটি দিনার মিসকিনদেরকে দান করলে এবং একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে (সওয়াবের দিক থেকে) ওই দিনারটি উত্তম, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য ব্যয় করেছো।’[২২৭]

---

[২২৭] সহিহ মুসলিম : ৯৯৪।

বর্ণিত আছে, এক কৃপণ লোক স্ত্রী-সন্তানদের রেখে দূরে কোথাও চাকরির উদ্দেশ্যে গেল। মাস শেষে সে চিঠি লিখে পাঠাল—

প্রিয় বউ, এ মাসে বেতন পাঠাতে পারছি না। কাজের অবস্থা ভালো না। তবে তোমার জন্য বেতনের চেয়ে উত্তম কিছু পাঠাচ্ছি। একশটি চুমু।

ইতি
তোমার স্বামী

আপনিই বলুন, এখন স্ত্রী তার স্বামীর পাঠানো এসব চুমু দিয়ে কী করবে?

সম্পদ জীবনের অন্যতম প্রয়োজন। শুধু ভালোবাসা দিয়ে তো আর জীবন চলে না। ক্ষুধা লাগলে কী ভালোবাসা খাওয়া যায়? খাওয়া যায় না।

এ কারণে এক নারী তার স্বামীকে চিঠি লিখেছিল, 'আমার প্রিয় স্বামী, শুধু ভালোবাসা না। ভালোবাসার সঙ্গে কিছু টাকা-পয়সাও পাঠিও।'

সংসারের পিছনে খরচ অবশ্যই করতে হবে এবং সে খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কোনো কার্পণ্য নয়। ব্যয়কুণ্ঠতা নয়। কোনো অপচয় নয়। অপব্যয়ও নয়।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> 'আমি এমন পরিবারকে ঘৃণা করি, যারা কয়েকদিনের খরচ একদিনেই শেষ করে ফেলে।'

নারীরা কেন স্বামীর ভালোবাসা হারায়?

- স্বামীকে সম্মান না করা। তাকে অপমান ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। বিশেষ করে তার পরিবার ও সন্তানদের সামনে।
- অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন ও নোংরাভাবে থাকা। তার যুক্তি হলো, স্বামী তাকে বিয়ে করেছে। ব্যস শেষ। এসব সাজগোজের কী প্রয়োজন?
- অতিরিক্ত আহার করে করে স্থূল হয়ে যাওয়া।
- খুব কৃপণ হওয়া। সমস্ত ক্ষেত্রে। এমনকি কথা বলার ক্ষেত্রেও।
- সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামীর কোনো সমস্যায় তাকে হেল্প না করা। বিশেষ করে তার যখন আর্থিক কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়।
- স্বামীকে অবহেলা করা। তাকে গুরুত্ব না দেওয়া। নিজের সন্তানদের নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকা।
- স্বামীর সঙ্গে মিথ্যা বলা। তার কাছ থেকে সবকিছু লুকানো।
- নিজের কোনো বদঅভ্যাস থাকলে সেটা পরিবর্তনের চেষ্টা না করা।
- দৈহিক চাহিদা অনুভব না করা।
- বই পড়ার অভ্যাস না থাকা। সবসময় টিভি-নাটক, মুভি, ফেইসবুক, ইন্সট্রাগ্রাম, ইউটিউব ইত্যাদি নিয়ে থাকা।
- স্বামীকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা।
- স্বার্থপর হওয়া।
- স্বামীর টাকা-পয়সা নষ্ট করা।
- অন্যদের দিকে দেখা। সে কী নেয়ামতের মধ্যে আছে তা ভুলে যাওয়া।
- সবসময় স্বামীকে ছোট করা।

উপরের যে কোনো একটি কাজ আপনার দাম্পত্য জীবন ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এগুলো ধীরে ধীরে স্বামীর মন থেকে সমস্ত ভালোবাসাকে শেষ করে ফেলে। তারপর একসময় সংসারে ভাঙন দেখা দেয়।

পুরুষরা যেসব নারীদের অপছন্দ করে

১. ঝগড়াটে।

২. অধিক প্রশ্নকারিণী। যে সারাদিন স্বামীকে প্রশ্ন করতে থাকে, কী ভাবছ? কী করছ? তোমাকে দেখতে এমন লাগছে কেন? আমরা কখন ঘুরতে যাব? স্বামী কখন কোন অবস্থায় আছে, সে ক্লান্ত নাকি ব্যস্ত, সেটা তার দেখার বিষয় না। সে প্রশ্ন করে যাবে।

৩. অবাধ্য।

৪. নোংরা, অগোছালো।

৫. সন্দেহপ্রবণ।

৬. বল্গাহীন।

৭.অহংকারী। স্বামীর সম্পর্কে নিচু ধারণা পোষণকারিণী।

৮. মিথ্যুক।

৯. স্বার্থপর। যে শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে। স্বামী কোনো ছুটি বা অবসর পেলে সে চায়, তার স্বামী পুরো সময়টা যেন তার সঙ্গে কাটায়।

১০. বাচাল প্রকৃতির।

১১. অধিক রিয়েক্টকারিণী। ছোট-বড় যে কোনো বিষয়ে যে সবসময় রিয়েক্ট করে। হৈচৈ ও চিৎকার শুরু করে।

১২. অধিক অভিযোগকারিণী। স্বামী তাকে অধিক ভালোবাসলেও তার অভিযোগ, এত ভালোবাসে কেন?

১৩. স্বামীকে অপমানকারিণী।

১৪. স্বামীর প্রতি উদাসীন, অমনোযোগী। স্বামী সারাদিন কাজ করে বাসায় ফেরামাত্র যে নারী তার কাছে বিভিন্ন খারাপ সংবাদ ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে হাজির হয়। কিংবা স্বামীকে চিন্তিত দেখলে যে নারী তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

১৫. শপিং আসক্ত।

১৬. চুগলখোর ।

১৭. যে নারী পুরুষের ভদ্রতাকে দুর্বলতা মনে করে। সে ঝগড়া করার সময় তার স্বামী চুপ থাকলে সে এটাকে তার দুর্বলতা মনে করে।[২২৮]

---

[২২৮] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

বৃদ্ধার প্রতি বৃদ্ধের ভালোবাসা

জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা, তার স্বামী এখনো তাকে খুব ভালোবাসে। তার জন্য প্রেমের কবিতা লিখে।

তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার এই সুখের রহস্য কী? আপনার সৌন্দর্য নাকি আপনার মজাদার রান্না? নাকি অধিক সন্তান জন্মদান?

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর তাওফিকের পরে দাম্পত্যজীবনের সুখ-শান্তি সম্পূর্ণ নারীর হাতে।

নারী চাইলে তার সংসারকে স্বর্গোদ্যানে পরিণত করতে পারে কিংবা নরকের অগ্নিকুণ্ডে। তোমরা তো বলো, প্রকৃত সুখ হলো সম্পদ। সুখ যদি সম্পদ হতো, কত ধনী নারী আছে সংসার জীবনে অসুখী।

আবার কখনো তোমরা বলো, প্রকৃত সুখ হলো সন্তান-সন্ততি।

না, এমনও নারী আছে দশজন সন্তান জন্ম দিয়েছে। কিন্তু তার স্বামী তাকে নির্যাতন করে।

রান্নাবান্নার দক্ষতাও না। অনেক নারী আছে খুব ভালো রান্না জানে। কিন্তু তারপরও তার স্বামী তাকে অপছন্দ করে।

তাহলে রহস্যটা কী?

অন্যদের রহস্য তো আর আমি বলতে পারব না। আমি আমারটা বলি। আমার স্বামী যখন রাগ করত তখন আমি তার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে চুপচাপ সব শুনে যেতাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে চুপ থাকতাম। শ্রদ্ধার সঙ্গে চুপ থাকা মানে হচ্ছে, চুপ থাকা এবং চোখ নিচু করে রাখা। অনেক নারী আছে, চুপ থাকে, কিন্তু আবার উপহাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। এতে স্বামী আরও রেগে যায়। ভাবে তার স্ত্রী তার সঙ্গে দেমাগ দেখাচ্ছে।

তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার স্বামী যখন রাগ করত, তখন কি আপনি অন্য ঘরে চলে যেতেন?

তিনি বললেন, না। আমি কখনো এমনটি করতাম না। তুমি যদি কখনো এমন করো, তাহলে তোমার স্বামী মনে করবে তুমি তার কাছ থেকে পালাচ্ছ। তাকে শুনতে চাচ্ছ না। তুমি বরং চুপচাপ তার কথা শুনে যাবে। সে যখন থামবে, তখন তুমি সেখান থেকে সরবে। আমি এমনটি করতাম। আমার স্বামী তখন একা একা ঝগড়া করে একটু পর নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ত। হা হা হা।

তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আচ্ছা, আপনি কি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিতেন? কয়েকদিন বা সপ্তাহখানেকের জন্য?

তিনি বললেন, না। কখনো না। এমনটি কখনো করো না। এটা মারাত্মক খারাপ অভ্যাস। দো-ধারী তলোয়ার। তোমাকে দুই দিক থেকে কাটবে। তুমি যখন তার সঙ্গে এক সপ্তাহের জন্য কথা বন্ধ করে দিবে, তখন প্রথম প্রথম তার একটু কষ্ট লাগবে। কিন্তু দুয়েকদিন যাওয়ার পর সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। তখন তুমি এক সপ্তাহের জন্য কথা বন্ধ করলে সে তোমার সঙ্গে দু'সপ্তাহ কথা বন্ধ রাখবে।

তোমার তাকে এমনভাবে অভ্যস্ত করাতে হবে, যেন তুমি সেই বাতাস, যে বাতাসে সে নিঃশ্বাস নেয়, তুমি সেই পানি যা সে পান করে। তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব না। সুতরাং তুমি তার জন্য কোমল বাতাসের মতো হও। ঝঞ্ঝা বায়ু হয়ো না।

আচ্ছা, এরপর আপনি কী করতেন?

ঘণ্টা দুয়েক পর আমি তার জন্য এক গ্লাস জুস কিংবা কফি নিয়ে যেতাম। তারপর বলতাম, নাও, পান করে নাও। কারণ তার আসলেই তখন এটার প্রয়োজন ছিল। আমি তখন তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতাম।

সে তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করত, তুমি কি রাগ করেছো? রাগের মাথায় কী না কী বলেছি?

তখন আমি বলতাম, না।

সে তখন আমার সঙ্গে রাগ করার কারণে লজ্জিত হতো। আমাকে সুন্দর কথা শোনাত।

আপনি কি তার এসব সুন্দর কথা বিশ্বাস করতেন? তার এক্সকিউজ গ্রহণ করতেন?

বিশ্বাস করাটাই স্বাভাবিক। কারণ আমার নিজের প্রতি আস্থা আছে। আর আমি নির্বোধ নই। তুমি কি চাও, সে রাগের মাথায় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যা বলেছে আমি সেগুলো বিশ্বাস করি, আর ঠাণ্ডা মাথায় যা বলেছে সেগুলো অবিশ্বাস করি? আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করে দেই। পেছনের সবকিছু ভুলে যাই।

আসলে সুখময় দাম্পত্য জীবনের রহস্য হচ্ছে নারীর বুদ্ধিদীপ্ত ও কুশলী আচরণ। আর এটাকে স্থায়ীত্ব দান করে তার রসনা।[২২৯]

---

[২২৯] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন : ১২২-২৩।

বিপজ্জনক চ্যাপ্টার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন ও স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায়, আল্লাহ তাদের মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।'[২৩০]

[২৩০] সুরা নিসা : ৩৫।

কথায় কথায় তালাক চাওয়া

নারীরা অনেক সময় শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কিংবা প্রচণ্ড রাগের বশে তালাক চেয়ে বসে। এটি একটি পরিবারকে ভয়ংকর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। সে যদি সামান্য ধৈর্যধারণ করত, ক্রোধকে সংবরণ করত, নিজেকে শান্ত ও স্থির করত, একটু সময় নিত, তাহলে সে ঠিকই উপলব্ধি করতে পারত, তালাক চাওয়ার মতো আসলে কিছুই ঘটেনি।

আর তালাক কোনো সাধারণ শব্দ নয় যে, স্বামী-স্ত্রী এটা নিয়ে তামাশা করবে।

আবার অনেক স্বামীকেও দেখা যায়, রাগের মাথায় স্ত্রীকে তালাকের হুমকি দিয়ে বসে।

ডক্টর হাসসান শামসি পাশা বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে চিনি। মানুষের সামনে সে যদিও শিরদাঁড়াসম্পন্ন ছিল। কিন্তু স্ত্রীর সামনে একেবারে মিনমিনে স্বভাবের। অথচ বাসার বাইরে যাওয়া মাত্র একটা পৌরুষ এসে তার অস্তিত্বে ভর করত।

একদিন স্ত্রীর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হল। একপর্যায়ে স্ত্রী বলে বসল, আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকেন, আপনার মান-সম্মান বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে আমাকে তালাক দিয়ে দিন। সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে তালাক দিয়ে দিল। তাও এক তালাক, দু'তালাক নয়। একেবারে তিন তালাক।

স্ত্রীর মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। মিনমিনে স্বভাবের লোকটা সেদিন হঠাৎ এমন রুদ্রমূর্তি ধারণ করল, যা তার স্ত্রী কোনোদিন কল্পনাও করেনি।

আবার উল্টো ঘটনাও আছে, এক মহিলার তার স্বামীর সঙ্গে ঝামেলা বাঁধল। কারণ সে অনেক বড় একটা ভুল করেছিল। স্বামী উত্তেজিত হয়ে তাকে বলল, 'কাপড়-চোপড় গুছিয়ে বাবার বাড়ি চলে যাও। কাল সকালেই ডিভোর্স পেপার তোমার বাড়িতে পৌঁছে যাবে।'

তখন সে তার কথার প্রতিউত্তরে বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমি কিছুতেই আমার বাড়ি যাব না। আমার পরিবারের চেয়ে আপনি আমার জন্য উত্তম। আর নারীর সম্মান তো একমাত্র তার স্বামীর ঘরেই।'

এ কথা শুনে স্বামীর রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সে একেবারের চুপ হয়ে গেল। তারপর স্ত্রীকে তার ভুলটা ধরিয়ে দিল। তাকে তা সংশোধন করে নিতে বলল। স্ত্রীও তার

কথা মেনে নিল। তারপর স্বামী রাগের মাথায় যা বলেছে, সেজন্য তার কাছে ক্ষমা চাইল।

ব্যস, সমস্যা খতম।

স্বামী-স্ত্রীর উচিত তাদের পবিত্র সম্পর্কটাকে সমস্ত সমস্যার ঊর্ধ্বে রাখা। আর যে কোনো সমস্যা হলে দুজন মিলে তা বোঝার চেষ্টা করা। তারপর কারণ অনুসন্ধান করে তার সমাধানের পথ বের করা এবং সে অনুযায়ী দ্রুত সমাধান করে ফেলা। সমস্যাকে জিইয়ে না রাখা। জিইয়ে রাখলে তা শুধু বাড়তে থাকবে এবং দিন দিন তিক্ততা সৃষ্টি হতে থাকবে। তখন এক ছাদের নিচে তাদের বসবাস করাটা কঠিন হয়ে পড়বে। দুজনেরই ত্যাগ স্বীকার করার, ছাড় দেওয়ার মানসিকতা পোষণ করা উচিত; যাতে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গের জীবন সমুদ্রে তারা তাদের সংসার নামক কিশতিটিকে নিরাপদে তীরে নিয়ে ভিড়াতে পারে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহিতা নারীকে শরিয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া তালাক চাইতে নিষেধ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'কোনো নারী যদি বিবেচনাযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া তার স্বামীর কাছে তালাক কামনা করে, তাহলে তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম করে দেওয়া হয়।'[২৩১]

অর্থাৎ সে নারী কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জান্নাতের ঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকা মানে জান্নাতের কাছেও যেতে পারবে না। কারণ, জান্নাতের ঘ্রাণ পাঁচশ বছর দূর থেকেও লাভ করা যায়।

তবে স্বামীর বড় কোনো সমস্যা থাকলে স্ত্রীর অবশ্যই তালাক চাওয়ার অধিকার রয়েছে। যেমন, তার চরিত্র খারাপ হওয়া। কারণে-অকারণে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা। খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকা। স্ত্রী-সন্তানদের হকের প্রতি লক্ষ না রাখা।

তবে এক্ষেত্রেও প্রথমে যেটা করতে হবে, বিভিন্নভাবে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। উভয়ের পরিবারের অভিভাবকদের একসঙ্গে বসাতে হবে। তারপরও সমাধান না হলে...।

---

[২৩১] সুনানে তিরমিযি : ১১৮৭। সুনানে ইবনে মাজাহ : ২০৫৫।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা করলে তোমরা (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায়, আল্লাহ তাদের মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।'[২৩২]

---

[২৩২] সুরা নিসা : ৩৫। হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

ডিভোর্সের আগে ভাবুন

এবার একটি বাস্তব ঘটনা শুনুন। জনৈক উকিলের মুখ থেকে আমার ঘটনাটি শোনা। তিনি বলেন—

এক দিন এক নারী আমার চেম্বারে এলো। অল্পবয়স্কা। সে এসে আমাকে সালাম দিল। তারপর বলল, আমি আর আমার স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে পারছি না। আপনি আমাদের ডিভোর্স করিয়ে দিন।

-আচ্ছা, কারণটা কী জানতে পারি?

-অবশ্যই।

-ঠিক আছে। আমি তার দিকে একটি সাদা কাগজ ও কলম বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, এই নিন। এখানে দ্রুত আপনি কারণগুলো লিখে ফেলুন।

প্রথমে কয়েক মিনিট সে চিন্তা করল। তারপর লিখতে শুরু করল। লেখা শেষে কাগজটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। সে তাতে লিখেছে,

১. সে আমাকে মারধর করে।

২. খুব কৃপণ।

-শুধু এই দুইটাই কারণ? এর জন্য ডিভোর্স?

সে বলল, এমন পুরুষের সঙ্গে কি সংসার করা সম্ভব বলুন?

তারপর আমি তাকে আরেকটি সাদা কাগজ দিলাম। বললাম, এবার এখানে আপনি আপনার স্বামীর ভালো গুণগুলো নিয়ে লিখুন।

কাগজটি হাতে নিয়ে সে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর কিছু না লিখে কাগজটি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আমি তার কোনো ভালো গুণ দেখি না।

-ঠিক আছে। আমাকে বলুন তো, আপনাদের বিয়ে হয়েছে কবে?

-বারো বছর হলো। আমাদের চারজন সন্তান আছে।

-আপনার স্বামী কী করেন?

-একটি কোম্পানীতে জব করে।

-বেতন?

-... ...।

-বাসায় কখন ফিরেন?

-বিকেল তিনটায়। তবে সে তখন খুব উত্তেজিত থাকে। এসেই সন্তানদের সঙ্গে চিৎকার শুরু করে। কিন্তু একটু পর স্বাভাবিক হলে জামা-কাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে বাচ্চাদের নিয়ে খেলতে বসে।

আমি তাকে আবার সাদা কাগজটি দিলাম। বললাম, নিন। এবার প্রথম ভালো গুণটি লিখুন: 'আমার স্বামী প্রতিদিন আমার সন্তানদের সঙ্গে খেলা করে।'

কথা বলতে বলতে আমি আরও জানলাম, তারা প্রতি বছর ছুটিতে ট্যুরে যান।

সে তখন এক এক করে তার স্বামীর ভালো গুণগুলো লিখতে লাগল, এভাবে সে বারোটি ভালো গুণের কথা উল্লেখ করল।

তারপর আমি নেগেটিভ ও পজিটিভ দুটি কাগজই নিলাম। পজিটিভ গুণ লেখা কাগজটি আমার ডান হাতে রাখলাম। আর নেগেটিভটি বাম হাতে।

তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, এখন আমি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার ডিভোর্স করিয়ে দিব?

সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি সত্যি আমাকে কনফিউজড করে দিলেন। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। কী বলব বুঝতে পারছি না।

তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, তবে আপনি যাই বলুন। আমি তাকে চাই না। নিত্যদিন স্বামীর হাতে নির্যাতিত হতে কে চায় বলুন। তাছাড়া সে খুব কৃপণ।

আমি বললাম, তার এ দুটি সমস্যা আমি অস্বীকার করছি না। তবে তার ভালো দিক তো অনেক। আপনার পক্ষে তো সম্ভব তার সঙ্গে থাকা। আর তার সমস্যা দুটির অবশ্যই সমাধান আছে। ডিভোর্স তো এর সমাধান নয়।

সে তখন 'আচ্ছা, আমি বিষয়টি নিয়ে আরেকটু ভেবে দেখি' এই বলে সে চলে গেল। আর এলো না।[২৩৩]

---

[২৩৩] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

না বলা কথা

আনিস বলল, আমি আমার স্ত্রীকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি যে, অফিসের এক মেয়েকে আমি ভালোবাসি। আমি তাকে বিয়ে করত যাচ্ছি। আর আমার পক্ষে দুজন স্ত্রী রাখা সম্ভব না।

আমি ভেবেছিলাম, আমার কথাগুলো শোনার পর সে প্রলয়কাণ্ড বাঁধাবে কিংবা হাউমাউ করে কেঁদে উঠবে। কিন্তু না। সে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। আমি একটু বিস্মিত হলাম, কী ব্যাপার? এত সহজে মেনে নিল।

তবে সে বলল, আমাকে ডিভোর্স দিতে হলে তোমাকে আমার কিছু শর্ত মানতে হবে। আমি তোমার কাছে টাকা-পয়সা কিছুই চাই না। কিছুই না। শুধু সময় চাই। এক মাস সময়। কারণ, আমাদের একমাত্র সন্তানের এখন স্কুল-পরীক্ষা। আমি চাই না আমাদের জন্য ওর পরীক্ষাটা খারাপ হোক। ওর জীবনটা নষ্ট হোক।

-আচ্ছা ঠিক আছে। এক মাসই তো। সমস্যা নেই।

-আরেকটা শর্ত আছে, বিয়ের প্রথম দিন তুমি যেমন কোলে করে আমাকে এই ঘরে নিয়ে এসেছিলে, এই এক মাস তুমি প্রতিদিন আমাকে কোলে করে বাইরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

-তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি? কী বলছ এসব?

-না। আমি পাগল হইনি। তুমি আমার এই শর্ত না মানলে আমি তোমার ডিভোর্স লেটারে সাইন করব না।

শর্তটি আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও আমি বাধ্য হয়ে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ, শেষ সময়ে এসে কোনো ঝামেলা হোক, আমি তা চাচ্ছিলাম না।

তারপর আমি যে নারীকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, তাকে সুসংবাদটা জানিয়ে দিলাম। আমার স্ত্রীর দেওয়া শর্তের কথা শুনে সেও খুব বিস্মিত হলো। আমি তাকে আর মাত্র একটা মাস ধৈর্য ধরতে বললাম।

আমি প্রতিদিন তাকে কোলে করে বেডরুম থেকে বাইরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যাই। সে তখন দুহাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে রাখে। আমাকে চুমু খায়।

আমার ছেলে আমাদের এই দৃশ্য দেখে খুব মজা পায়। সে দৌড়ে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে। আমরা তখন তিনজন একসঙ্গে খেলা করি। তাকে স্বস্নেহে কোলে টেনে নেই।

এভাবে তিন-চার দিন যাওয়ার পর আমি অনুভব করি যে, আমি তার মায়ায় পড়ে যাচ্ছি। তার প্রতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছি।

এভাবে একমাস যখন শেষ হলো, তখন তার প্রতি আমার অন্তরে গভীর ভালোবাসা।

কতটা গভীর?

সাগরের মতো গভীর। যেন ভালোবাসা প্রথমে পুকুর থেকে খালে। তারপর খাল থেকে নদীতে। নদী থেকে সাগরে পরিণত হয়েছে।

আমি ভাবছি, এই মানুষটার প্রতি আমি কী অবহেলাই না করেছি। কত কষ্টই না আমি তাকে দিয়েছি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, সেই নারীকে জানিয়ে দিব, আমি আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিচ্ছি না। আমি যখন তাকে জানালাম, তখন সে সজোরে আমার গালে একটি চড় বসালো। তারপর রাগে গড়গড় করতে করতে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি দ্রুত আমার স্ত্রীকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য বাসায় চলে এলাম।

বাসায় এসে দেখি সে মেঝেতে পড়ে আছে। খুব অসুস্থ। অবশ্য কয়েকদিন ধরেই আমি তার চেহারার রুগ্‌ণ ভাবটি লক্ষ করছিলাম।

তখন সে আমাকে বলল, কয়েক মাস হলো আমার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তুমি তো আমার কোনো খোঁজখবর নিতে না। তাই তুমি জানতে পারনি। তাছাড়া তুমি শুনলে কষ্ট পাবে তাই আমিও তোমাকে জানায়নি।

এর কিছুদিন পর সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকে ছেড়ে। কোলাহলমুখর এই পৃথিবী ছেড়ে নিঃশব্দের পৃথিবীতে।

আমি তখন খুব অনুতপ্ত হলাম। ভীষণভাবে অনুভব করলাম, যে পৃথিবীতে সে নেই সেখানে বেঁচে থাকাটা ভীষণ কষ্টের!

♥ ♥ ♥

এক লোক তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়, আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তালাক দিবে?

তখন সে বলল, আমি তাকে ভালোবাসি না।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'সমস্ত ঘরগুলো কি ভালোবাসার উপর নির্মিত হয়েছে? মানুষের বিবেক ও লাজলজ্জা কোথায় গেল?'

বিখ্যাত আরব কবি ফারাযদাকের স্ত্রী খুব সুন্দরী ও দীনদার ছিল। তার নাম ছিল নাওয়ার। ফারাযদাক তাকে তিন তালাক দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কারণে তিনি পরবর্তিতে খুব অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন:

'নাওয়ারকে তালাক দিয়ে আমি কুসাইয়ের মতো অনুতপ্ত হয়েছিলাম।

সে ছিল আমার জান্নাত, যে জান্নাত থেকে আমি বহিষ্কৃত হয়েছিলাম। যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালাম পরিস্থিতির শিকার হয়ে জান্নাত থেকে বের হয়েছিলেন।

যদি আমি আমার হাত ও অন্তরের মালিক হতাম, তাহলে আমার উপর ভাগ্যের ইচ্ছাধিকার থাকত।'[২৩৪]

[২৩৪] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

একজন স্বামী কখন ডিভোর্সের পথে হাঁটে?

স্ত্রী যখন স্বামীর কঠিন সমালোচনা করে এবং তার ব্যক্তিত্বে আঘাত করে কথা বলে। যেমন, স্বামী নির্দিষ্ট সময়ে আসার কথা বলে দেরি করে আসলো। স্ত্রী তখন মেজাজ খিচিয়ে বলল, 'তুমি সবসময় স্বার্থপরের মতো আচরণ করো। শুধু নিজের দিকটা দেখো। অন্যের প্রতি তোমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্য তোমার কাছে নেই। আমি আসলে তোমার প্রতি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। আমার আর তোমার সঙ্গে থাকতে ভালো লাগছে না।'

দেখুন, স্ত্রী এখানে কী করল? স্বামীর কেন দেরি হয়েছে, সেই কারণটি সে জানার ও বোঝার চেষ্টা করল না। সরাসরি তার ব্যক্তিত্বে আঘাত করা শুরু করল। একটুও কসুর করল না।

এর চেয়ে নিকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে গালিগালাজ করা। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা।

স্ত্রী এমন আচরণ করতে থাকলে, দিন দিন তাদের সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটতে থাকে। তারা দুজন ভালোবাসার যে স্বচ্ছ জলাধারের পাশে বসে চা-কফি, স্যান্ডউইচ খেত, সেই জলাধারের পানি ঘোলা হতে থাকে। তখন স্বামীর মাথায় যে চিন্তাটা আসে তা হচ্ছে, আর না। একসঙ্গে থাকা আর সম্ভব না। দীর্ঘ দিন মাথায় এমন চিন্তা কাজ করতে করতে দাম্পত্য জীবনে মতানৈক্য ও দ্বন্দ্ব বিরাট আকার ধারন করে এবং একসময় তা বোম হয়ে ফুটে।

অথচ আল্লাহ্ তায়ালা নারীদের পুরুষকে বশে আনার এক আশ্চর্য ক্ষমতা দান করেছেন। পুরুষরা সাধারণত নারীদের প্রতি অনুরুক্ত থাকে। নারীরা তাদের এই ক্ষমতার যথা ব্যবহার করলে পুরুষকে আর ডিভোর্সের পথে হাঁটতে হতো না। সুখের চন্দ্রে গ্রহণ লাগত না।

নারীর সেই ক্ষমতার কথাই এখন বলব, তবে একটি গল্পের মাধ্যমে।

গ্রামের এক মহিলা হুজুরের কাছে গেল। তার ধারণা হুজুর কবিরাজ মানুষ। অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

সে হুজুরকে বলল, এমন কোনো উপায় বাতলে দিন; যাতে আমার স্বামী শুধু আমাকে ভালোবাসে। অন্য কোনো ডাকিনির খপ্পরে না পড়ে।

হুজুর চিন্তায় পড়ে গেলেন। বলে কী সে? তবে তিনি খুব বিচক্ষণ ও জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তুমি তো বিরাট কিছু দাবি করেছো। এর জন্য তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হবে। বিরাট ঝুঁকি নিতে হবে। ধৈর্য ধরতে হবে। তুমি পারবে?

-জি পারব হুজুর। আপনি বলুন কী করতে হবে?

-তোমাকে সিংহের তিনটি পশম নিয়ে আসতে হবে। তারপর আমি সেই পশম তিনটি দিয়ে আমার কবিরাজি শুরু করব।

-এটা কী করে সম্ভব? সিংহ তো ভয়ংকর হিংস্র প্রাণি। সে তো আমাকে মেরে ফেলতে পারে। সহজ কোনো উপায় নেই হুজুর?

-না।

-নিরুপায় হয়ে মহিলা তখন বনে গেল। একটি সিংহ দেখতে পেল। সে তখন দূর থেকে তার দিকে গোশতের টুকরা ছুড়লো। প্রথমে এক টুকরো। তারপর আরেক টুকরো। তারপর আরেক টুকরো। এভাবে কয়েকদিন এমন করার পর সিংহের সঙ্গে তার ভাব জমে গেল।

প্রতিদিন মহিলা দূর থেকে একটু একটু করে কাছে আসতে থাকল। তারপর একদিন সিংহের কাছে গিয়ে বসল। সিংহের সঙ্গে এখন তার সে কী গলায় গলায় ভাব। সে তখন সিংহের পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ঘাড়ে গলায় আদর করছে। সিংহ খুব আরামবোধ করছে।

এভাবে সে সিংহকে বশ করে তার শরীর থেকে তিনটি পশম সংগ্রহ করল।

হুজুর যখন দেখলেন যে, সে সত্যি সত্যিই সিংহের পশম নিয়ে আসছে। তখন তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এটা কীভাবে করলে?

সে তখন বিস্তারিত সব বর্ণনা করল।

তখন হুজুর বললেন, হে আল্লাহর বান্দি, তোমার স্বামী নিশ্চয় সিংহের চেয়ে হিংস্র নয়। তুমি যদি সিংহকে জয় করতে পারো, তাহলে কি তুমি তোমার স্বামীকে জয় করতে পারবে না? তাকে বশে আনতে পারবে না? তার ভালোবাসা লাভ করতে পারবে না?[২৩৫]

---

২৩৫ হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

নিকৃষ্ট হালাল (১)

মাত্র একটি শব্দ। এই শব্দের ধাক্কায় কত অসংখ্য নারী-পুরুষ ছিটকে পড়েছে। আজীবন হৃৎপিণ্ডে ঝুলে থাকা বর্শার আঘাতের মতো ব্যথা বয়ে বেড়িয়েছে। এটি শুধু শব্দ নয়। যেন শব্দ বোমা। এ বোমার বিস্ফোরণে কত শত পরিবার, গোষ্ঠী ও সমাজ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। কত সাধের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেছে। সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যত নষ্ট হয়েছে।

মাত্র একটি শব্দ। ছোট্ট একটি শব্দ। তালাক। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হালাল। আমরা জানি, যা কিছু হালাল, তার সবই আল্লাহ তায়ালার নিকট পছন্দনীয়। পছন্দনীয় বলেই তিনি তা হালাল করেছেন। কিন্তু হালাল কিছুও যে আল্লাহ তায়ালার নিকট অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত হতে পারে, 'তালাক' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একজন সতী নারী যখন তালাক শব্দটি শুনতে পায়, তখন সেই মুহূর্তটি তার কাছে মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণাময় মনে হয়। উদগত অশ্রুতে তার দু চোখ ভরে উঠে। আহা কত মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে সে এই সাজানো বাগান গড়ে তুলেছিল। হঠাৎ এক প্রলয়ংকারী ঝড় এসে সব তছনছ করে দিয়ে গেল।

স্বামী-সন্তান-সংসার নিয়েই তো একজন সতিসাধ্বী নারীর জীবন। এসব নিয়েই তার যত গর্ব। যত স্বপ্ন। সংসারই তার কাছে সব। বাঁচার অবলম্বন। শীতের হিমেল হাওয়ায় গায়ে জড়ানো ভালোবাসার উষ্ণ চাদর। তপ্ত রোদে ছড়িয়ে দেওয়া প্রশান্তির নির্মল ছায়া। আঁধার রাতে বিলানো জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলো।

ডিভোর্সের পর স্বামী বিষন্ন মনে ঘরে প্রবেশ করে। আর স্ত্রী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে শয়তান ও হিংসুকরা মুখ টিপে টিপে হাসে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> 'ইবলিশ পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। তারপর তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি ফেতনা সৃষ্টিকারী সে তার সর্বাধিক নৈকট্য অর্জনকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। উত্তরে সে বলে, তুমিই কিছুই করোনি। তারপর আরেকজন এসে বলে। আমি তার পেছনে লেগে থেকে তার এবং তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছি। ইবলিশ তখন তাকে তার কাছে টেনে নিয়ে বলে, হাঁ, তুমি খুবই কাজের কাজ করেছ।'[২৩৬]

---

[২৩৬] মুসতাদরাকে হাকেম : ৮৭৪৭।

আজকাল আমরা পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাই, গোটা সমাজে ডিভোর্স কত ভয়াবহভাবে তার কালো থাবা বিস্তার করেছে। কত আশঙ্কাজনক হারে তা বেড়ে গেছে। এর পেছনে অবশ্য অনেক কারণ রয়েছে। যেমন,

১. দায়িত্বশীল স্বামী খুঁজে না পাওয়া।

আজ যে যুবক কোনো মেয়েকে বিয়ে করে তার বাবার বাড়ি থেকে সসম্মানে উঠিয়ে নিয়ে আসছে; কিছুদিন পর সে তাকে তার ঘর থেকে ধুরধুর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে বের করে দিচ্ছে। বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে একদিন যে মেয়েটি এই সংসারে এসেছিল, সেখানেই সে তার সমস্ত স্বপ্ন দাফন করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যাচ্ছে।

২. আমানতদার ও বিশ্বস্ত পুরুষের সংখ্যা কমে যাওয়া। যার ফলে সে তার স্ত্রী-সন্তানদের হক নষ্ট করছে। সমাজে হিংসুক ও চুগলখোর মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে। আর আমরা এমন পুরুষকে হারিয়েছি যে তার স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে ও তা গোপন রাখে, আল্লাহকে ভয় করে এবং হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকে।

৩. নেককার, সতী ও বাধ্যগতা নারীদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়া।

৪. ছেলে-মেয়েদের সংসারে পিতা-মাতার অনধিকার চর্চা করা। তাদের অযাচিত হস্তক্ষেপ করা।

অনেক পরিবারে দেখা যায়, বাবা তার ছেলের সংসারের ছোট-বড় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছেন। মাও সবসময় পুত্রবধুর পিছনে লেগে আছেন।

এমনও কিছু বাবা-মা আছেন, ছেলে-মেয়ের সংসারে কখন ঝামেলা বাধবে সেটা দেখার অপেক্ষায় থাকেন। নাউযুবিল্লাহ।

৫. অকৃতজ্ঞতাবোধ বেড়ে যাওয়া। আজকাল কোনো কিছুতেই আমরা কেউ সন্তুষ্ট নই। আমাদের নেয়ামত যেমন বেড়েছে, তেমনি নেয়ামতের প্রতি আমাদের অকৃতজ্ঞতাবোধও বেড়েছে।

ধনী ব্যক্তি আজ বিয়ে করছে তো টাকার গরমে কাল ডিভোর্স দিয়ে দিচ্ছে। অথচ সে মনে করছে না, তাকে একদিন মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

৬. চরিত্র সংকট। রাজনীতিবিদরা বলে থাকেন, দেশে খাদ্য-সংকট, ওষুধ-সংকট, বস্ত্র-সংকট। আমি বলি, এসব সংকটের পাশাপাশি দেশে চরিত্র-সংকটও তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে। মানুষের নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটেছে। মদ, নারী ইত্যাদি সহজলভ্য হয়ে গেছে। যে কারণে পাপের সাগরে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছে। লজ্জা-সম্ভ্রমের সমস্ত পর্দা তারা ছিন্ন করে ফেলেছে।[২৩৭]

---

[২৩৭] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

নিকৃষ্ট হালাল (২)

যেহেতু একটি পরিবারকে সুন্দর ও সুখময় করে গড়ে তোলার জন্য স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বেশি থাকে, তাই স্বামীকে বলছি।

আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে এই কথাগুলো আপনার জন্য।

এক, সবর করুন। সবরের পরিণাম বড় উত্তম। এর ফল বড় মিষ্টি।

আপনার স্ত্রী যদি আপনাকে একবার কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে মনে করুন, সে আপনাকর জীবনে অসংখ্য আনন্দের উপলক্ষ এনে দিয়েছে। কিছু আনন্দ তো এমন, যেগুলোর ঋণ কখনো পরিশোধ করা সম্ভব নয়। যেগুলোর সঙ্গে পৃথিবীর কোনো কিছুর তুলনা হয় না।

দুই, তালাকের অশুভ পরিণতির কথা চিন্তা করুন।

স্ত্রীর আচরণ খারাপ হলে হতাশ হবেন না। হয়ত আল্লাহ্ তার গর্ভে এমন সন্তান দান করবেন, যে আপনার প্রশান্তির কারণ হবে। আপনার চোখে শীতলতা আনয়ন করবে।

কখনো এমন হয়, স্ত্রীর আচার-ব্যবহার খুব খারাপ। কিন্তু স্বামী বেচারা বড় ভালো মানুষ। গোবেচারা ধরনের। স্ত্রী তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তাকে গালিগালাজ করে। আর সে আল্লাহর ওয়াস্তে ধৈর্যধারণ করে। আল্লাহর কাছে প্রতিদান লাভের আশা রাখে। কয়েক বছর না যেতেই দেখা যায় আল্লাহ তাকে চক্ষু শীতলকারী নেক সন্তান দান করেছেন।

কে জানে, আজ যে স্ত্রীকে আপনার নরক মনে হচ্ছে, কিছুদিন পর তাকে হয়ত আপনার স্বর্গ মনে হবে। শেষ বয়সে সে হয়ত আপনার হাতের লাঠি হবে। চোখের চশমা হবে। বেঁচে থাকার অবলম্বন হবে। কারণ একটু আগেই বলেছি, সবরের পরিণাম খুব উত্তম হয়।

আর অবশ্যই দুঃখের পর সুখ রয়েছে। এটি আমার কথা নয়। মহান আল্লাহর কথা। তিনি তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

'নিশ্চয় কষ্টের পর সুখ রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের পর সুখ রয়েছে।'[২৩৮]

---

[২৩৮] সুরা আলাম নাশরাহ : ৫-৬।

তিন, ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ইস্তেখারা করুন। সালাতুল ইস্তেখারা পড়ুন। উলামায়ে কেরাম ও বিজ্ঞজনদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। নেককারদের সাহায্য গ্রহণ করুন।

মনে রাখবেন, ডিভোর্স হচ্ছে দেহের কোনো একটি অঙ্গ কেটে ফেলার মতো। এটি সর্বশেষ চিকিৎসা। মানুষের শরীরে কোনো ব্যাধি হলে ডাক্তাররা প্রথমেই যেমন অপারেশন করে তার অঙ্গ কেটে ফেলেন না। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন, অঙ্গটিকে বাঁচানোর। ঠিক তেমনি তালাকও।

অঙ্গ যেন না কাটা যায়, এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা তিন তালাকের বিধান রেখেছেন। যেন একটি বা দুটি তালাক দিয়ে দিলেও অঙ্গটি বেঁচে থাকে। কাটা না যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

'তালাক দু'বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে। কিংবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।'[২৩৯]

এই আয়াতে তালাকে রাজঈর কথা বলে হয়েছে, যেই তালাকের পর স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে পুনরায় গ্রহণ করতে পারে।

কোনো কারণ ছাড়া তালাক দেওয়া হারাম। কারণ, এতে যাকে তালাক দিবে তার ক্ষতি করা হয়।

তবে আফসোসের সঙ্গে বলতে হয়, আজকাল অনেক পুরুষকে তুচ্ছ কারণে স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা যে তাকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দান করে সম্মানিত করেছেন, এর কোনো গুরুত্ব বা মূল্য তার কাছে নেই। সে তার ও তার-স্ত্রী সন্তানদের পরিণতির কথা না ভেবে ডিভোর্স দিয়ে বসে।

অনেকে রাগের মাথায় ডিভোর্স দিয়ে বসে। তারপর রাগ ঠাণ্ডা হলে সে তার ভুল বুঝতে পারে। অনুতাপের অনলে পুড়তে থাকে। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার ফতোয়ার জন্য মুফতি সাহেবের কাছে দৌঁড়ায়।

উল্লেখ্য যে, রাগের মাথায় তালাক দিলেও তালাক কার্যকর হয়ে যায়। কেননা তালাক সাধারণত মানুষ রাগের মাথাতেই দেয়। কেউ ঠাণ্ডা মাথায় দেয় না।[২৪০]

---

[২৩৯] সুরা বাকারা : ২২৯।
[২৪০] হামাসাতুন ফি উযুনি যাওযাইন।

ডিভোর্স সংক্রান্ত পুরুষদের কিছু ভুল

(ক) ঋতু চলাকালে স্ত্রীকে ডিভোর্স দেওয়া

অনেক পুরুষকে এই ভুলটি করতে দেখা যায় যে, স্ত্রীকে তার ঋতু চলাকালে তালাক দিয়ে দেয়। এভাবে তার প্রতি কয়েকভাবে জুলুম করা হয়।

এক. এতে ইদ্দতের সময়সীমা দীর্ঘ হয়। পবিত্র কুরআনের সুরা তালাকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

> 'হে নবি, (উম্মতকে বলে দাও) তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক (দিও)।'[২৪১]

দুই. এই সময় শারীরিকভাবে সে খুবই দুর্বল ও অস্বস্তিতে থাকে। তার মন-মেজাজ অস্বাভাবিক থাকে। কেউ কেউ অসুস্থও হয়ে পড়ে। ব্যথার যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে।

তাই পুরুষের উচিত অন্তত এই সময়টায় ধৈর্যধারণ করা। তার উপর অতিরিক্ত কোনা জুলুম না করা। কারণ এ সময় তালাক দিলে এটা তার মানসিক অবস্থার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর তার স্ত্রীকে হায়েজগ্রস্তা অবস্থায় এক তালাক দিয়েছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিষয়টি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করলে নবিজি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি তাকে তার স্ত্রীকে এখনই ফিরিয়ে আনতে বলো, এরপর যে হায়েজে সে তাকে তালাক দিয়েছে সে হায়েজ নয়, বরং নতুন হায়েজ শুরু হোক। তখন সে তালাক দিতে চাইলে সেই হায়েজ শেষ হয়ে যখন স্ত্রী পবিত্র হবে, তখন তাকে স্পর্শ করা ব্যতীত তালাক দিক। এটিই ইদ্দতের জন্য শরিয়তসম্মত তালাক, যার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন।'

---

[২৪১] সুরা তালাক : ১।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তালাকের চারটি সূরত। দুটি সূরত হালাল, আর দুটি সূরত হারাম। হালাল সূরত দুটি হলো হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে তালাক দেওয়া কিংবা গর্ভধারণের পর তালাক দেওয়া। আর হারাম সূরত দুটি হলো, স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় তাকে তালাক দেওয়া কিংবা তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর তালাক দেওয়া, এই মিলনের কারণে স্ত্রীর গর্ভধারণ করবে কি না তার জানা নেই।'

সঠিক পদ্ধতি হলো হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক না দেওয়া এবং হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিত হলে তখনও তাকে তালাক না দেওয়া। কারণ, স্ত্রী গর্ভধারণ করবে কি না বিষয়টি এখনো স্পষ্ট নয়।

দেখা গেল মিলনের পর সে স্ত্রীকে এক তালাক দিয়েছে, কিন্তু কিছুদিন পর স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে, তখন সে হয়ত তার অনাগত সন্তানের কথা ভেবে তাকে ফিরিয়ে আনতে চাইবে। আর এর মাঝেই তাদের কল্যাণ ও মুসলিম পরিবারের কল্যাণ রয়েছে।

(খ) একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া

তালাক সংক্রান্ত এটি আরেকটি ভুল। এই ভুলটি অনেকেই করে থাকে। একসঙ্গে একসময়ে তিন তালাক দিলে ফিরিয়ে আনার আর কোনো পথ খোলা থাকে না। সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন শত আফসোস করলেও কোনো কাজ হয় না।

জমহুর উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী একসঙ্গে তিন তালাক দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকর হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ, অর্থাৎ চার মাযহাবেরই ইমামদের একই অভিমত। যেমনটি ইমাম নববি শারহু সহিহ মুসলিম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

জমহুর উলামায়ে কেরামের মতের স্বপক্ষে দলিল হলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি,

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

'যে আল্লাহর সীমালঙ্ঘন করে, সে নিজেরই উপর জুলুম করে। তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ এর পর কোনো উপায় বের করে দিবেন।'[২৪২]

---

[২৪২] সুরা তালাক : ১।

আইম্মায়ে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেন, তালাক প্রদানকারী ব্যক্তি কখনো কখনো লজ্জিত হয়, সে তখন তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চায়। কিন্তু একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে ফেললে তখন আর তার ফিরিয়ে আনার সুযোগ থাকে না। অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া কিছু করার থাকে না। এভাবে সে নিজের উপর জুলুম করে। যদি একসঙ্গে তিন তালাক কার্যকর না হত, তাহলে আফসোস করার কোনো কারণ ছিল না। যেহেতু পরবর্তিতে ফিরিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে।

(গ) স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর সে ইদ্দত পালনকালে ঘর থেকে বের করে দেওয়া

এই ভুলটিও অনেকে করে থাকে। সাধারণভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক বললেই স্ত্রী সব গুছিয়ে স্বামীর ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ইসলামের নির্দেশনা এমন নয়। তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্য স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। বিশেষ কারণ ছাড়া স্বামীর বাড়ি ছাড়া বা অন্য কোথাও গিয়ে ইদ্দত পালন করা জায়েজ নেই। তবে স্বামীর বাড়িতে থাকা যদি তার জন্য বেশি কষ্টকর হয়, কিংবা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় অথবা তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সে বাবার বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে ইদ্দত পালন করতে পারবে।[২৪৩]

আর ইদ্দতের সময়সীমা হচ্ছে তিন তুহর। এই সময় স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়া স্বামীর কর্তব্য। ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে তার স্ত্রী। এই সময় তার স্বামী মারা গেলে সে তার সম্পত্তির ভাগ পাবে। আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তার সম্পত্তির ভাগ পাবে। এক তালাক দিয়ে থাকলে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে চাইলে ফিরিয়ে আনতে পারবে। নতুন করে বিয়ে পড়ানো লাগবে না। মোহরও দিতে হবে না। পবিত্র কুরআনে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে ঘর থেকে বের করে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে স্ত্রী যদি ইদ্দত পালনের সময় যিনা কিংবা স্বামী ও তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে মারাত্মক কোনো আচরণ করে, তাহলে বের করে দিতে পারবে।[২৪৪]

উল্লেখ্য যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দতের সময় তার স্বামী ভিন্ন ঘরে বসবাস করবে। মহিলার ঘরে নয়।

---

[২৪৩] বাদায়েউস সানায়ে : ৩/৩২৫; আদ্দুররুল মুখতার : ৩/৫৩৫।
[২৪৪] ফাতাওয়া তাতারখানিয়া : ১২/১৪৫।

(ঘ) ডিভোর্সের পর স্ত্রীর নামে মন্দ কথা বলে বেড়ানো

এই ভুল কাজটি অনেক পুরুষ করে থাকে। ডিভোর্স দেওয়ার পর স্ত্রীর নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলা। মানুষের কাছে তাকে ও তার পরিবারকে হেয় করার চেষ্টা করা।

এটা নিঃসন্দেহে অভদ্রতা, মূর্খতা, অকৃতজ্ঞতা ও অধার্মিকতার পরিচায়ক। কোনো ব্যক্তি যদি ভদ্র, শিক্ষিত, ধার্মিক ও কৃতজ্ঞ হয়, তাহলে সে মানুষের এক মহূর্তের ভালোবাসা ও উপকারের কথাও স্মরণে রাখবে। অথচ স্ত্রীর সঙ্গে মানুষের কত অসংখ্য মধুর স্মৃতি থাকে। ভালোবাসার কত অসংখ্য রঙ ঘরের দেয়ালে দেয়ালে লেপ্টে থাকে।

কিন্তু আমরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাই। সে আমাদের দিয়ে এসব জঘন্য কাজ করায়। সুতরাং আমরা যেন শয়তানের ধোঁকায় না পড়ি। ডিভোর্সের পর স্ত্রীর নামে খারাপ কথা না ছড়াই। তার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা না করি। এগুলো কবিরা গুনাহ। ঘৃণা ও বিদ্বেষে আমরা যেন এতটা অন্ধ না হই। আমাদের সহনশীলতা, ভদ্রতার ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া উচিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা ভুলে যেও না। নিশ্চয় তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সেসবই অত্যন্ত ভালো করে দেখেন।'[২৪৫]

এমনিভাবে আমাদের উচিত না ডিভোর্স দেওয়ার সময় স্ত্রীর উপর জুলুম করা। তার হকসমূহ বুঝিয়ে না দেওয়া। মোহরানা বাকি থাকলে তা আদায় না করা। এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের আল্লাহকে ভয় করা উচিত। ডিভোর্সের সময় স্ত্রীর মোহরানা ও অন্যান্য হকসমূহ সম্পূর্ণরূপে আদায় করে দেওয়া এবং সুন্দরভাবে তাকে বিদায় দেওয়া উচিত। আল্লাহ তো অবশ্যই আমাদের কৃতকর্ম দেখছেন।[২৪৬]

সমাপ্ত

[২৪৫] সুরা বাকারা : ২৩৭।

[২৪৬] আদেল ফাতহি কৃত আখতাউন শাইয়াতুন তাকাউ ফি-হাল আযওয়ায।

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১। কিতাবুল ফিতান (প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ খন্ড)
মূল : ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ রহ. (মৃত্যু ২২৮ হিজরি)

২। ধেয়ে আসছে ফিতনা
মূল : শাইখ আবু আমর উসমান আদ-দানি রহ. (মৃত্যু ৪৪৪ হিজরি)

৩। মুসান্নাফে ইবনে আবু শাইবা (কিতাবুল ফিতান অধ্যায়ের অনুবাদ)
মূল : ইমাম আবু বকর ইবনে আবু শাইবা রহ. (মৃত্যু ২৩৫ হিজরি)

৪। কিয়ামত আসবে যখন
মাওলানা মুহাম্মাদ নাঈম [হাফিজাহুল্লাহ]

৫। দাজ্জাল চিনুন নিরাপদ থাকুন
মূল : ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রহ.

৬। ভালোবাসতে শিখুন
মূল : ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ও শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

৭। যেভাবে মা-বাবার হৃদয় জয় করবেন
মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৮। যেভাবে স্বামীর হৃদয় জয় করবেন
মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

৯। যেভাবে স্ত্রীর হৃদয় জয় করবেন
মূল : শাইখ ইবরাহিম ইবনু সালেহ আল মাহমুদ

১০। ভালোবাসার বন্ধন
সংকলন- বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন টিম

১১। ধৈর্য হারাবেন না
মূল : শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

১২। ফুল হয়ে ফোটো
মূল : শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল ও মোহাম্মাদ হোবলস

১৩। অমুসলিমদের সাথে যেমন ছিলেন রাসুল সা.
মূল : ড. রাগিব সারজানি

১৪। যেমন হবে উম্মাহর দাঈগণ
মূল : শাইখ ইসমাইল ইবনু আব্দুর রহীম আল মাকদিসি

১৫। বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন
সংকলন : গাজী মুহাম্মাদ তানজিল

১৬। আপনিও হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী
লেখক : আবু মুহাম্মাদ নাঈম ও আবু যারীফ

১৭। তুমিও হবে পৃথিবীর একজন সফল পুরুষ
লেখক : আবু যারীফ

১৮। নবীজির দিন-রাতের আমল
মূল : ইমাম ইবনুস সুন্নী রহ.

১৯। ওপারের সুখগুলো
মূল : ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

২০। জাহান্নাম : দুঃখের কারাগার
মূল : ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

২১। ভালোবাসার বসতবাড়ি
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান, গুরুত্ববহ ও অপরিহার্য সম্পর্ক হচ্ছে দাম্পত্য জীবন। এর শেকড় যত গভীর হবে, বুনন যত অটুট হবে, পরিবারের অন্যান্য সম্পর্কও তত মজবুত ও অটুট বুননের হবে। এজন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ছোট-বড় সকল বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছে। জীবনের সবচেয়ে মধুরতম এ সম্পর্ককে বিশুদ্ধ ও পরিশীলিতরূপে তুলে ধরতে নবিজির জীবনাদর্শকে উম্মাহর সামনে মখমল কোমল আচ্ছাদনে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে দাম্পত্য জীবনে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা ও জটিলতার মুখোমুখি হই। 'দুজনার পাঠশালা' বইটিতে দাম্পত্য জীবনকে জটিলতামুক্ত রাখার সেসব উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একে অপরের মনস্তত্ত্ব বুঝার, পরিপূরক হয়ে উঠার, বিভিন্ন মূলনীতি ও ছোট ছোট অনুষঙ্গের চর্চা করে দাম্পত্য জীবনকে আরও মাধুর্যময় করে তোলার বিষয়গুলো যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

আশা করি, বইটি আপনাদের পরিতৃপ্ত করবে। পৃথিবীতে স্বর্গসুখ নামিয়ে আনার যে স্বপ্ন নিয়ে দুজন দুজনার হাত ধরেছিলেন, সে স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করবে।